পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা

হালনাগাদকরণঃ মার্চ ২০১৮

ফরিদপুর পৌরসভা
ফরিদপুর

সূচীপত্র (Table of Content)

	পৃষ্ঠা নং
নির্বাহী সংক্ষিপ্তসার	i
প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা (Introduction)	১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্প পরিচিতি ও প্রতিবেদনের ব্যপ্তি (Introduction to Project and the Scope of the Report)	৩
তৃতীয় অধ্যায়ঃ পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়া (Process of PDP Preparation)	৭
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ফরিদপুর পৌরসভার বিবরণ (Faridpu Pourashava Context)	১০
পঞ্চম অধ্যায়ঃ সেবা প্রাপ্তির সুবিধা (Access to Services)	২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা (Pourashava Governance)	৪৩
সপ্তম অধ্যায়ঃ পৌরসভার ভিশন তৈরী, উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় (Formulation of Pourashava Vision, Identification of Priority area of Development and Determination of Implementation Strategies)	৫৩
অষ্টম অধ্যায়ঃ ভিশন অর্জন/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Vision Realization Planning)	৬০
নবম অধ্যায়ঃ আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning)	৯২
দশম অধ্যায়ঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land Use Planning)	১২৭
একাদশ অধ্যায়ঃ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (Poverty Reduction Action Plan (PRAP))	১৩২
দ্বাদশ অধ্যয়ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন (Gender and Development)	১৪৩
এয়োদশ অধ্যায়ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Investment Plan)	১৫১
চতুর্দশ অধ্যায়ঃ সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study)	২২৪
সংযুক্তি - ১ ঃ নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (UGIAP-Advance Stage)	
সংযুক্তি - ২ ঃ নগর সমন্বয় কমিটির (TLCC) ৩৮তম ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী	
সংযুক্তি - ৩ ঃ ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পৌর পরিষদের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী	

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা
Introduction

১.১ প্রেক্ষাপট
Background

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) বা Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III) এর আওতায় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) এর প্রথম পর্যায়ে ৭টি কর্ম তৎপরতার মধ্যে 'জেন্ডার এ্যাকশন প-ান' (GAP) ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP) ইত্যাদিসহ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ Pourashava Development Plan (PDP) প্রণয়ন একটি অন্যতম শর্ত। প্রকল্পে আরোপিত শর্তানুযায়ী উক্ত ৭টি কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্ড়বায়নে সক্ষম হলে সংশি-ষ্ট পৌরসভা প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে উন্নিত হবে এবং প্রকল্পের আওতায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। UGIAP এর প্রথম পর্যায়ের সকল কর্মকান্ড বাস্ড়বায়নের জন্য জানুয়ারী ২০০৯ হতে দেড় বছর সময় নির্ধারিত রয়েছে। এ জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ড় দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন দর্শনকে সামনে রেখে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ফরিদপুর **পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা** (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জনগণের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফরিদপুর পৌরসভায় পিডিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পিডিপি পৌর জনগণের অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন ও আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণে নাগরিকদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং বিদ্যমান অবস্থা নির"পণ ও তার বিস্ড়ারিত বিশে-ষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এ জন্য যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেজলাইন সার্ভে (Secondary Source), পরিবার জরিপ (HH Survey), ফোকাস গ্র"প ডিসকাশন (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলনে স্টেকহোল্ডারদের বিশে-ষণ অন্যতম।

১.২ পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা
Overviw of PDP

পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যা পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। ফরিদপুর পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে PDP (পিডিপি) প্রণয়ন করা হয়। পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য / অভিপ্রায়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের সামর্থ অর্জন;

(খ) সুশৃংখল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে একই ধরণের মাপকাঠি অনুসরণ, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, কর্ম সম্পাদনের মানদন্ড নির্ধারণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন করা;

(গ) পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্ড়বায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন;

(ঘ) অবকাঠামো ও সেবা সমূহ উন্নয়নের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বপূর্ন উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন;

(ঙ) কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মহিলা, দরিদ্র ও প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠিকে বিশেষ গুর"ত্ব দিয়ে এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্র"প গঠনের (যেখানে নাগরিকগণ পৌর কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ পাবে) মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও নাগরিক সংস্কৃতি (সিভিক কালচার) প্রবর্তন;

(চ) উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্ড়রে জেন্ডার বিষয় সমন্বয় করতঃ জেন্ডার এ্যাকশন প-ান (GAP) তৈরী ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অন্ড়র্ভুক্তিকরণ; এবং

(ছ) TLCC ও WLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পর্যাপ্ত ও যথার্থ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ তাদের অংশগ্রহণে PRAP প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ড় গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সমন্বিত করা।

১.৩ ফরিদপুর পৌরসভায় PDP প্রণয়ন
PDP Preparation in Faridpur Pourashava.

UGIIP- ৩ প্রকল্পের অধীনে ৩৫টি পৌরসভায় PDP প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। বাস্ড়ব অবস্থা জানা পিডিপি প্রণয়নের উলে-খযোগ্য পূর্বশর্ত। প্রারম্ভিক কর্মশালা, ফোকাস গ্র"প আলোচনা, ওয়ার্ড ভিশনিং, পরিবার জরিপ এবং পৌরসভা বেজলাইন তথ্য থেকে বাস্ড়ব অবস্থা বিশে-ষণ সম্ভব হয়। ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভা ভিশনিং থেকে উন্নয়ন দর্শন নির্ণয় করা হয়। ভিশনকে বাস্ড়বে রূপদান করার জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হয় যা বিগত ৮ মে ২০১০ তারিখে পৌরসভা ভিশনিং এর মাধ্যমে পাওয়া গেছে। এভাবে পরিচালক মহোদয় থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী পিডিপি প্রণয়ন সম্ভব হ'ল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রকল্প পরিচিতি ও প্রতিবেদনের ব্যপ্তি
Introduction to Project and the Scope of the Report

২.১ সাধারণ পরিচিতি
General Information

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৩৫ টি পৌরসভায় পিডিপি প্রণয়নসহ ৬ বছর মেয়াদী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের সাধারণ পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রকল্পের নাম ঃ তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project, (UGIIP-3)

(খ) প্রকল্পের অর্থের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার, এডিবি ও ওএফআইডি।

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা ঃ

১. মন্ত্রণালয় ঃ স্থানীয় সরকার পল ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২. সংস্থা ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভা

(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ঃ

১. কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ ১ জানুয়ারী/২০১৭খ্রিঃ
২. কাজ সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩১ ডিসেম্বর/২০২১খ্রিঃ

২.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য
Project Objective

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ(সেক্টর) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১। পৌরসভার পরিচালন (Governance) ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবার মান বৃদ্ধিকরণ;

২। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণে পৌর পরিচালন ব্যবস্থা প্রচলন করে টেকসই উন্নয়নের সংস্কৃতি (Sustainable Development culture) সৃষ্টি করা;

৩। সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় (Decision making process) সাধারণ মানুষের বিশেষ করে নারী ও দরিদ্রদের অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করতঃ তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা;

৪। দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য " দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP)" ও জেন্ডার উন্নয়নের জন্য "জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা (GAP)" প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে সমাজের মূল ধারায় (Mainstream) আনা;

৫। প্রকল্পভূক্ত পৌরসভা হিসাবে ফরিদপুর পৌরসভার নাগরিকদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক ভৌত অবকাঠমো এবং সেবার মান ও পরিমান বৃদ্ধি করা;

৬। পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্পের অধীন গঠিত বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পৌরসভার ক্ষমতা বাড়ানো;

৭। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতঃ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ভিশন এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা সমৃদ্ধ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা PDP প্রণয়ন; এবং

৮। দেশের সকল নগর উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক আরবান সেক্টর পলিসি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান।

২.৩ প্রকল্পের প্রভাব ও পরিণতি
Impact and Outcome of the Project

প্রকল্পটি বাস্ড়বায়িত হলে এর প্রভাব ফরিদপুর পৌরসভার নগর অবয়বের এবং নগর জীবনের স্থায়ী উন্নতি হবে। প্রকল্পটির পরিনতি (Outcome) ধরা হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে ফরিদপুর পৌরসভার নগর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতি এবং মানসম্পন্ন অবকাঠামো ও উন্নত সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

২.৪ প্রকল্প থেকে প্রাপ্তি
Outputs from the Project

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩টি অংঙ্গের কাজ বাস্ড়বায়িত হবে যা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

অংগ-১ : নগর অবকাঠামো ও সেবা ঃ প্রকল্পের এই অংগের নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পৌর আর্বজনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়াও অন্যান্য পৌর সুবিধাদি যথা-বাস/ ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং এলাকা, কাঁচা বাজার ও কসাইখানা, পৌর পার্ক, সড়ক বাতি, কমিউনিটি সেন্টার, নগরের প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য ও জলাধারসহ অন্যান্য নাগরিক বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বস্ড়িবাসীদের জন্য মৌলিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

অংগ-২ : পৌরসভার নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ প্রকল্পের এই অংগের মধ্যে প্রণীত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা Uraban Governance Improvement Action Program (UGIAP) এর আওতায় ৬টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পৌরসভা অনেকগুলো কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য গ্রহণ করতে পারবে। ক্ষেত্র ৬টি হচ্ছে- (১) নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও নগর পরিচালন ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ; (২) নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন; (৩) পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণ; (৪) শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে পৌরসভার সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; (৫) আর্থিক দায়বদ্ধতা ও অর্থনৈতিক স্থায়ীত্বের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ; এবং (৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

অংগ-৩ : প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সহায়তা ঃ প্রকল্পের এই অংগের আওতায় প্রকল্পের সার্বিক বাস্ড় বায়নের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকল্প ব্যবস্থপনা অফিস (PMO) প্রতিটি পৌরসভা পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্ড়বায়ন এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের জন্য প্রকল্প বাস্ড়বায়ন ইউনিট (PIU) গঠিত হবে।

২.৫ প্রকল্প বিশেষ বৈশিষ্ট এবং এর থেকে প্রাপ্তি

Special Features of the Projects output

প্রকল্পটির ৪টি বিশেষ উপাদান বা বৈশিষ্ট রয়েছে যা বিশেষভাবে গুর ত্বপূর্ন। উক্ত ৪টি উপাদান সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

ক) পারদর্শিতা ভিত্তিক অর্থ বন্টনঃ

Performance-based allocation

পৌরসভাসমূহের পারদর্শিতার মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রকল্পের বিনিয়োগ তহবিল বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। UGIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতির মাপকাঠিতে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে তবেই বিনিয়োগ তহবিলের অর্থ পাওয়া যাবে। এজন্য UGIAP এর Phase-1 থেকে ২য় পর্যায়ে উন্নিত হতে হলে- টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (TLCC), ওয়ার্ড লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (WLCC), টাউন প ানিং ইউনিট (TPU) স্থাপন, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন এবং কমিটিগুলি কার্যকরী করে তোলা এবং জেন্ডার এ্যাকশন প- ান (GAP) ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) সহ **পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP)** প্রণয়ন করা। UGIAP Phase-1 এর কাজগুলি সাফল্যের সাথে বাস্ড়বায়ন ও চাহিদা মোতাবেক পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলেই কেবল ঐ পৌরসভা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নিত হবে এবং প্রকল্প থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা পাবে। একই ভাবে UGIAP Phase-2 এর নির্ধারিত কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্ড়বায়ন করতে পারলেই ঐ পৌরসভা তৃতীয় পর্যায়ে উন্নিত হবে এবং প্রকল্প তহবিল থেকে অবশিষ্ট বিনিয়োগ সহায়তা পাবে।

খ) অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় নগর পরিকল্পনা প্রণয়নঃ

Participatory Urban Planning

অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণে প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গৃহীত হয় । মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ বৃহৎ নাগরিক গোষ্ঠি TLCC ও WLCC তে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং পিডিপি প্রণয়নে পর্যায়ক্রমে আলাপ-আলোচনা হয়। এ ধরণের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পিডিপি প্রণয়নের ফলে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীস, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ফলশ্র তিতে পৌর সেবা উন্নয়নের জন্য সম্পদের ব্যবহারের বিষয়ে আরও বেশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং সেবার মানের উন্নতিসহ সেবা সরবরাহ দ্র ততর হবে। পিডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ছাড়াও মহিলাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফরিদপুর পৌরসভার Gender Action Plan (GAP) তৈরী করা হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সংক্রান্ড় বিষয়সমূহ সম্পৃক্ত করা হবে।

গ) দারিদ্র্য বান্ধব নগর উন্নয়ন ঃ
Pro-Poor Urban Development

পৌরসভার দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ সহ পিডিপির সাথে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) সংযুক্ত রয়েছে। PRAP কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি নির্বাচিত বস্তিতে বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) প্রতিষ্ঠা করা হবে। TLCC ও WLCC তে পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এ ধরণের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকবে। PRAP বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বস্তি এলাকায় দরিদ্রদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদানের নিমিত্তে বাজেটে কমপক্ষে প্রকল্পের ৫% তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

ঘ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণঃ
Private-Sector Participation

নগর অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে। বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, পাবলিক টয়লেট, কসাইখানা, বিনোদন কেন্দ্র, যথা-পার্ক, ওয়াটার বোডিস, উদ্যান, চিড়িয়াখানা ইত্যাদির পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ছেড়ে দেওয়া হবে। পানি সরবরাহ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধরণের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রণের বিষয় পরীক্ষা করে বাস্তব ভিত্তিক পদ্ধতি নিরূপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

২.৬ পিডিপি রিপোর্টের ব্যপ্তি
Scope of the PDP Report

পিডিপি রিপোর্টের ২টি অংশ থাকবে যথা-অংশ-১ এবং অংশ-২। অংশ-১ এর মধ্যে যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে তা নিম্নরূপঃ

- প্রকল্প পরিচিতি, পৌরসভার বিষয়ক ধারণা;
- জনগণের চাহিদা, সুপারিশ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক সেক্টর নির্বাচন;
- দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ভিশন এবং স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা;
- ভিশন অর্জনের কৌশল;
- আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা সহ টিকে থাকার উপায়; এবং
- GAP ও PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা।

পিডিপি রিপোর্টের ২য় অংশ পিডিপির সংযোজনী হিসাবে বিবেচিত হবে। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন, জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা বা GAP দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বা PRAP এবং নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা UGIAP সংযোজনী হিসাবে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ প্রতিবেদনে বাস্তব অবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে বেজলাইন সার্ভে, পরিবার জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভার ভিশনিং অনুষ্ঠানে স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণসহ অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়
পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়া
Process of PDP Preparation

৩.১ পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ঃ
Steps for processing PDP preparation

পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্ররিকল্পনা যা পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। UGIIP-2 ভূক্ত প্রতিটি পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন দর্শন এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ, সুশৃংখল আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, অগ্রাধিকার নিরূপণে একই ধরণের মাপকাঠির ব্যবহার, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতার মাইল ফলক স্থাপন এবং নিজেরাই নিজেদের প্রকল্পের 'প্ল্যান' প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, উন্নত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ইত্যাদি পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের মূল অভিপ্রায় বা মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে UGIIP-2 -এর আওতায় পিডিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। যেহেতু পিডিপি চলমান পরিকল্পনার অংশ, সেহেতু সময়ে সময়ে এর বিভিন্ন অংশ হালনাগাদ করা হচ্ছে।

পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় নিম্নরূপ ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয় ঃ

মূল ধাপসমূহ	প্রক্রিয়াসমূহ
ধাপ-১ ঃ প্রস্তুতি ধাপ (Preparatory Phase)	• পৌরসভা পর্যায়ে 'কোর গ্রুপ' গঠন করা • টিএলসিসি (TLCC) গঠন • ডব্লিউসি (WC) গঠন • সিবিও (CBO) গঠন • সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ (SWG) গঠন • ইন্‌সেপশন ওয়ার্কশপ আয়োজন
ধাপ-২ঃ বাস্তব অবস্থা নিরূপণ (Situation Assessment)	(ক) স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ (খ) বিদ্যমান অবস্থার সমীক্ষাঃ • বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ (সেকেন্ডারী সোর্স) • পরিবার জরিপ (সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডসহ) • ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) • পোভার্টি ম্যাপিং, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ
আপ-৩ ঃ পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন	• ওয়ার্ড ভিশনিং • বাস্তব অবস্থা নিরূপণ প্রতিবেদন উপস্থাপন • পৌরসভার সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

	• পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং • অগ্রাধিকার নির্ধারণ
আপ-৪ ঃ পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন	• সার্বিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ • সেক্টর পর্যালোচনা ও কৌশল নির্ধারণ • অগ্রাধিকার নির্ণয়, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই
ধাপ- ৫ ঃ আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা ও বিনিয়োগ প্ররিকল্পনা প্রস্তুত	• রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ • মোট দেনা নির্ধারণ • আর্থিক ভিত্তি উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ • ব্যয় নির্ধারণ ও সেক্টর পরিকল্পনা (Sector Planning) • আর্থিক ক্রিয়া পদ্ধতি (Financial Operating Plan)
ধাপ-৬ ঃ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	• প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের জন্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (পরিমর্শকদের সহায়তায় ?)
ধাপ-৭ ঃ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (Governance reform) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন	• পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) প্রণয়ন • পৌরসভা পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন • দক্ষতা বৃদ্ধির এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন • পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার যথা- জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং নাগরিকদের সম্পৃক্ততার বিষয় উন্নতিকরণে পদ্ধতি গ্রহণ।
ধাপ-৮ ঃ পরিবেশ এবং পুনর্বাসন নির্দেশিকা অনুসরণ	• পরিবেশ সংক্রান্ত এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে) • ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্ল্যান প্রণয়ন • পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে)
ধাপ-৯ ঃ খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতা দান ও অনুমোদন	• স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময়/গণমত বিনিময় • দলিলের চূড়ান্ত রূপ প্রদান
ধাপ-১০ ঃ পিডিপি বাস্তবায়ন	• প্রকল্পসমূহ চূড়ান্তকরণ • নক্শা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা ক্রয় • পরিবীক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পর্যায়ক্রমিক (Periodic) পর্যালোচনার জন্য কর্মপদ্ধতি গ্রহণ।

৩.২ পিডিপির ব্যপ্তি ঃ

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে ৩টি অঙ্গের সমন্বয়ে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণীত হবে যা নিম্নরুপ ঃ

(ক) অবকাঠামো ও সেবা সরবরাহ উন্নতিকরণের আওতায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, বাজার, রাস্তা, সেতু/কালভার্ট, কসাইখানা নির্মাণ এবং নগর পরিবেশের উন্নয়ন;

(খ) আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ (Review) এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী; এবং

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হবে।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত দলিলসমূহ অত্র পিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

ক) ফরিদপুর পৌরসভার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা Land Use Mangement Plan

খ) জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বা Gender Action Plan (GAP)

গ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP)

ঘ) নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) ,Phase-ii

চতুর্থ অধ্যায়
ফরিদপুর পৌরসভার বিবরণ
Faridpu Pourashava Context

৪.১ ফরিদপুর পৌরসভার অবস্থান।
Location of Faridpur Pourashava

ফরিদপুর শহর দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ কামেল শাহ শেখ ফরিদ উদ্দীনের নামে এ জেলার নাম ফরিদপুর হয়। পূর্বে ফতেহ আলীর নামে এলাকাটি ফতেহাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫০ সালে লর্ড ডালহৌসী ঢাকা জেলাকে ভেঙ্গে ফরিদপুর জেলা সৃষ্টি করেন। কিছুকাল পর ১৮৬৯ সালে ফরিদপুর শহরকে পৌরসভায় রুপান্তর করা হয়। ২২.৩৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ পৌরসভায় ৯টি ওয়ার্ড রয়েছে। ফরিদপুর পৌরসভা ১৯৮৩ সালে "গ" থেকে "খ" শ্রেণীতে এবং ১৯৮৬ সালে "খ" থেকে "ক" শ্রেণীতে উন্নিত হয়। ১৪ টি মৌজায় ৩৬টি মহল্লা নিয়ে ৯টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট ফরিদপুর পৌরসভা হিসাবে জনগণের সেবা করে চলেছে।

ফরিদপুর ঢাকা থেকে ১৫০ কিঃমিঃ দূরে দেশের বৃহত্তম নদী পদ্মা তীরবর্তী শহর। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ২২.৫ ডিগ্রি থেকে ২৩.৫৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.১৫ ডিগ্রি থেকে ৯০.৪০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ফরিদপুর জেলার গড় উচ্চতা ৭.৫০ মিঃ। রাজধানী সহ দেশের অন্যান্য জেলা শহরের সাথে উন্নত সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান। মংলা ও বেনাপোল বন্দর এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরের সাথে রয়েছে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হলে রাজধানীর সাথে ফরিদপুর শহরের যোগাযোগের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শহরের ভিতরে অবস্থিত কুমার নদী কার্যত পৌর এলাকাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। পৌরসভার মধ্য দিয়ে ঢাকা বরিশাল রোড অবস্থিত। এক সময় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকলেও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে রেল যোগাযোগ পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ফরিদপুরের কর্ম চাঞ্চল্যতা বেড়ে যাবে। ফরিদপুর বহু পুরাতন পৌরসভা হলেও পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন না হওয়ার বিনোদন সহ অনেক নাগরিক সুযোগ সুবিধা গড়ে উঠেনি। বর্তমানে শিশুপার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বিনোদনের জন্য কোন পার্ক না থাকায় শহরে বসবাসকারী নাগরিকগণ চিত্ত বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়। তবে শহরে প্রচুর গাছপালা থাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ মন্দ নয়।

৪.২ ভূমির ব্যবহার
Land Use

১৭.৩৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পৌরসভার প্রায় অর্ধেক এলাকায় এখনো গ্রামীন পরিবেশ বিদ্যমান। প্রায় সব মহল্লায় কমবেশী পাকা রাস্তা আছে। নতুনভাবে বসতিগড়া এলাকগুলিতে এখনো অনেক কাঁচা রাস্তা দেখা যায়। ফরিদপুর শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে কুমার নদী। ফরিদপুর খাল, আঙ্গীনা খাল ও মুচিবাড়ী খাল প্রকৃত পক্ষে শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার প্রধান সহায়ক হিসাবে বিদ্যমান ছিল। ছোট বড় অনেক পুকুর শহরকে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে রেখেছিল। প্রাকৃতিকভাবেই সমস্যা সমাধান হওয়ায়

পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার তেমন প্রয়োজন পড়েনি। নগরায়নের ফলে বিগত কয়েক বছরে অগনিত মানুষ শহরমূখী হয়েছে, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতি এলাকা। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মানুষ এখন খুবই সরব। বিষয়টি সম্পর্কে FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। জনগণের প্রধান ৩টি চাহিদার মধ্যে রয়েছে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ বাড়ানো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করা।

ফরিদপুর পৌরসভার জন্য ভূমি ব্যবহার ম্যাপ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি, ফলে ব্যবহার ভিত্তিক অর্থাৎ আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প কারখানা, কৃষি, অফিস, বস্তি এলাকা, বিনোদন এলাকা, অব্যবহৃত ভূমি ইত্যাদি চিহ্নিত করে এর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে STIDP-2 প্রকল্পের অধীন প্রণীত Drainage and Environmental Master Plan for Faridpur Pourashava তে Land Use সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায় তা ছক- ৪.১ এ দেওয়া হ'ল।

৪.১ ভূমি ব্যবহার (১৯৯৯)

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহার	আয়তন হেক্টর	শতকরা হার
১.	আবাসিক	৯২৯	৭০%
২.	শিক্ষা	৪৩	৩.২৪%
৩.	সংস্কৃতি	৭	০.৫৩%
৪.	আরবান সোর্স	১০৫	৭.৯০%
৫.	স্বাস্থ্য	১০	০.৭৫%
৬.	শিল্প	৬	০.৪৫%
৭.	কমার্শিয়াল	১৬	১.২০%
৮.	কৃষি	১৮০	১৪.০০%
৯.	উন্মুক্ত/ বিনোদন	১০	০.৭৫%
১০	জলাশয়/অন্যান্য	২১	১.১৮%
		১৩২৭ হেঃ	১০০%

উৎস ঃ ড্রেনেজ ও পরিবেশ বিষয়ক মাষ্টার প্ল্যান ১৯৯৯।

তবে ২০০৫ সালে পরিচালিত জেনারেল এ্যাসেসমেন্ট এবং পরবর্তী সময়ে অর্ন্তঃবর্তীকালীন এ্যাসেসমেন্ট এর তথ্য থেকে বিভিন্ন প্রকার হোল্ডিং-এর বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলো।

ছক- ৪.২

ক্রমিক নং	হোল্ডিং-এর ধরণ	হোল্ডিং সংখ্যা
১.	সরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	৩২২
২.	বেসরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	১২,৫২১
৩.	মিশ্র হোল্ডিং	-
	মোট =	১২,৮৪৩

এছাড়া বেইজলাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী পৌর এলাকার শতকরা ৩২.২৯ ভাগ পরিবার কাঁচা বাড়িতে, শতকরা ৪৪.০৩ ভাগ পরিবার আধা-পাকা বাড়িতে এবং শতকরা ২২.৩৮ ভাগ পরিবার পাকা বাড়িতে বসবাস করে। ফরিদপুর পৌরসভায় বড় ধরণের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, তবে ক্ষুদ্র থেকে ছোট, মাঝারী এবং বড় ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একই সমান্তরালে বাড়িঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে। কাজেই এখনই এ সব নির্মাণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

৪.২.১. উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরবত্ব
Emerging issues and Concerns

ছক-৪.১ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৯৯৯ সালেই ৭০% জায়গা আবাসিক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দেখা যায়। উন্মুক্ত এবং জলাশয়ের পরিমান যথাক্রমে ০.৭৫% ও ১.১৮% যা একটি শহরের পরিবেশ রক্ষা সহ বসবাসের জন্য অপ্রতুল। পরবর্তীতে পৌরসভার আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ২২৩৯ হেক্টরে পরিণত হলে স্বাভাবিকভাবে উন্মুক্ত জায়গা এবং জলাশয়ের পরিমান বৃদ্ধি পায়। তবে বিগত ১১ বছরে অপরিকল্পিত ভাবে ভূমি ব্যবহারের কারণে প্রয়োজনীয় নগর সুবিধাদি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। বিষয়গুলি বিবেচনা করে আগামী দিনে পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্য এখনই Land Use Plan প্রণয়ন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন আবশ্যক।

ফরিদপুর পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা এবং একই সাথে এর Growth Potential বিবেচনা করে ফরিদপুর পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য অনতিবিলম্বে মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অতীব জরুরী। এ ধরনের মহা-পরিকল্পনা মূলত ৩টি পরিকল্পনার সমন্বয়ে প্রণীত হবে যা নিম্নরূপ-

ক) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land Use Plan)

- সমগ্র শহরকে সুবিন্যাস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কতগুলি ভূমি ব্যবহার জোনে ভাগ করা হবে।
- ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেয়ার সময় এই ভূমি ব্যবহার জোন অনুসরণ করা হবে।
- এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য শহরকে সুশৃংঙ্খল ও পরিবেশ সম্মতভাবে গড়ে তোলা, যাতে শহরের মানুষের স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বসবাস নিশ্চিত করা যায়।

খ) নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Drainage & Environmental Management Plan)

- সুষ্ঠ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যা ও জলাবদ্ধতা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হবে এবং বাসযোগ্য ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সরকারী বিধি-বিধান ও নীতি কার্যকর করা হবে।
- এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শহরের বাসযোগ্য ও সুস্থ্য পরিবেশ বজায় রাখা।

গ) যাতায়াত ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Transport & Traffic Management Plan)

- শহরের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ ও কার্যকর করা এবং বাইরের সঙ্গে শহরের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা;
- শহরের মানুষ সহজে শহরের মধ্যে চলাচল এবং বাইরের সঙ্গে সুষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে ।

এলজিইডির আওতায় জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে উপরোক্ত মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে যা শ্রীঘ্রই সমাপ্ত হবে। অত্র পিডিপির আওতায় স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তা যাতে উক্ত মহা-পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সে দিকে বিবেচনা করে সাব-প্রজেক্ট ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করা হবে। UGIIP-2 এর আওতায় নিযুক্ত পরামর্শক ও ফরিদপুর পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ এ বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে।

৪.৩ ফরিদপুর পৌরসভার আবহাওয়া
Climate of Faridpur Pourashava

ফরিদপুর ট্রপিক্যাল মনসুন ধরণের জলবায়ু এলাকায় অবস্থিত। অত্র এলাকায় ২০০৮ ও ২০০৯ সালে যথাক্রমে ১৫৫৯ মিঃ মিঃ ও ১৫৮৩ মিঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয় এবং বছরের সবথেকে বেশী গরম অনুভূত হয় এপ্রিল-মে মাসে এবং শীত অনুভূত হয় জানুয়ারী মাসে। ২০০৯ সালে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১.২ ডিগ্রি সেঃ রেকর্ড করা হয়। ফরিদপুর শহর সমতল নয়। গ্রাউন্ড লেভেল ৬.২৫ মিঃ (PWD) থেকে ৯.০০ মিঃ (PWD) পর্যন্ত পাওয়া যায়। শহরে প্রচুর পরিমান পুকুর, ডোবা নালা বা জলশয় দেখা যায়। তবে নতুন বসতি গড়ার ফলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই উন্মুক্ত জলাশয় ভরাট করে বাসাবাড়ি নির্মান করা হচ্ছে। পুকুর এবং নিচু জায়গাগুলি বৃষ্টির সময় জলাধার (reservour) হিসাবে কাজ করে। দিন দিন এ সমস্ত সামাজিক সম্পদের পরিমান কমে যাওয়ায় বৃষ্টি পরবর্তীতে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফরিদপুর শহর পদ্মা তীরবর্তী হওয়ায় কেবলমাত্র অত্র এলাকার বৃষ্টিপাতের উপর বন্যা বা জলবদ্ধতা নির্ভর করে না। পদ্মা ও যমুনা অববাহিকায় বৃষ্টি পাতের প্রভাব ফরিদপুরে পড়ে। ফলে অনেক সময় বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বন্যা দেখা যায়। নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ কাজের সন্ধানে পৌর এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। এখানে গ্রীষ্ম কাল এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে আগষ্টে শেষ হয়। এপ্রিলের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্ষা মৌসুম থাকে। বর্ষা মৌসুমে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হলে নিম্ন এলাকায় বসবাসরত মানুষের দূর্ভোগ বেড়ে যায়। ছক ৪.৩ এ ২০০৮,২০০৯ এবং ২০১০ সালের ৫ মাসের মোট বৃষ্টিপাতের বিবরণ দেওয়া হলো।

ছক- ৪.৩ মাসিক বৃষ্টিপাত সংরক্ষণ তথ্য

বছর / মাস	২০১০ (মি: মি:)	২০০৯ (মি: মি:)	২০০৮ (মি: মি:)	২০০৭ (মি: মি:)	গড় (মি: মি:)
জানুয়ারী	০	০	৪৩		
ফেব্রুয়ারী	৬	০	৫৯		
মার্চ	০	৩১	৩২		
এপ্রিল	১২	১৫	৩৮		
মে	১৭০	১৬৬	৬৫		
জুন		১৭৫	৩০৪		
জুলাই		৫২৪	৪৪০		
আগষ্ট		৪৩৫	১৮৩		
সেপ্টেম্বর		১৬৫	২২৩		
অক্টোবর		৬৯	১৭২		
নভেম্বর		৩	০		
ডিসেম্বর		০	০		
মোট		১৫৮৩	১৫৫৯		

উৎস ঃ ফরিদপুর আবহাওয়া অফিস।

বিগত ৩ বছর অর্থাৎ ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ সালের বছরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নে ছক-৪.৪ দেওয়া হলো।

ছক-৪.৪ঃ ৩ বছরের মাসিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

বছর	২০০৭		২০০৮		২০০৯	
মাস	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা°C	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা°C	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা°C	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা°C	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা°C	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা°C
জানুয়ারী	২৯.৬	৮.৮	২৯.২	৮.৮	২৮.৪	৯.৮
ফেব্রুয়ারী	৩০.৮	১১.৯	২৯.৭	১১.৯	৩৩.৮	১১.৩
মার্চ	৩৬.৬	১৩.০০	৩৬.৩	১৩.০০	৩৬.০	১৪.৪
এপ্রিল	৩৭.২	১৮.০০	৩৭.৮	১৮.০০	৪১.২	১৯.৬
মে	৩৮.০	২১.৬০	৩৭.৫	২১.৬০	৪০.৪	১৯.০
জুন	৩৬.৭	২২.০০	৩৬.৩	২২.০০	৩৬.৮	২২.৪
জুলাই	৩৬.৬	২৩.২	৩৩.৪	২৩.২	৩৪.৮	২৪.৭
আগষ্ট	৩৫.৪	২৪.৬	৩৪.৭	২৪.৬	৩৪.৪	২৪.২
সেপ্টেম্বর	৩৪.৮	২৪.৪	৩৪.৫	২৪.৪	৩৫.২	২৪.৮
অক্টোবর	৩৫.০	২০.৬	৩৪.৭	২০.৬	৩৫.৪	১৯.৩
নভেম্বর	৩১.৬০	১৬.৩	৩২.৩	১৬.৩	৩৩.৭	১৩.২
ডিসেম্বর	২৮.৮	১০.৫	২৯.৬	১০.৫	২৮.৪	৮.৫
গড়	**৩৪.২৫**	**১৭.৯০**	**৩৪.৮৭**	**১৭.৯০**	**৩৪.৮৭**	**১৭.৬**

উৎস ঃ ফরিদপুর আবহাওয়া অফিস

৪.৩.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরবত্ব ঃ
Emerging Issues and Concerns.

ফরিদপুর শহরের মাঝদিয়ে কুমার নদী প্রবাহমান। ফরিদপুর খাল, আঙ্গীনার খাল (জোলা), মুচিবাড়ী খাল, শহরের পানি নিষ্কাষণের প্রধান মাধ্যম। খালগুলিকে সংরক্ষণের কিংবা সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্রমে ক্রমে তা পানি নিষ্কাষণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। কুমার নদী পদ্মা থেকে উৎপন্ন। গ্রীষ্ম মৌসুমের পদ্মার পানি প্রবাহ কম থাকায় কুমার নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। ফলে গৃহস্থলী, কৃষি কিংবা শিল্প কাজে ব্যবহারের জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটারের উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ও আয়রণ মাত্রারিক্ত পরিমানে বিদ্যমান। খরা মৌসুমে হস্ত চালিত নলকূপে পানি স্বাভাবিকভাবে উত্তলন করা সম্ভব হয় না। ফলে আমজনতাকে পৌরসভার উৎপাদক নলকূপের সরবরাহকৃত পানির উপর নির্ভর করতে হয়। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পৌরসভাও চাহিদামত পানি উৎপাদন করতে সক্ষম হয় না। পদ্মা নদী শহর থেকে প্রায় ২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর বেশী নির্ভরশীল না হয়ে Surface Water Treatement প-ান্ট স্থাপন করে ভূ-উপরোস্থ পানি ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা এখানে গ্রহণ করা হয়নি। এটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশহতে পারে। পানি যে একটি বড় সমস্যা তা FGD ও ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে জানা যায়। ১৩ টি FGD'র মধ্যে ১০ টিতে পানি সরবরাহকে প্রথম ও ২ টিতে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইভাবে ৯টি ওয়ার্ড ভিশনিং এর মধ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে ৪টি ওয়ার্ডে প্রথম এবং ৩টি ওয়ার্ডে ২য় ও ২টি ওয়ার্ডে ৩য় অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত হয়। তবে ড্রেনেজ ব্যবস্থার আউটফল হিসাবে পৌরসভার মধ্যস্থ খাল সমূহ এবং শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুমার নদীকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। অত্র এলাকায় বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকায় দীর্ঘদিন পানি জমে জনদূর্ভোগ সৃষ্টি করে। FGD এবং Ward Visioning অনুশীলনে পানি নিষ্কাশনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। সাব প্রজেক্ট প্রণয়ন কালে এ সব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হবে। ফরিদপুর পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া বিভিন্ন প্রকার ফলফলালী ও কৃষি কাজের জন্য উপযোগী। এখানকার মাটির রং স্বাভাবিক ও উর্বর। এখানে ধান সহ প্রচুর পাট হয়। এলাকার জমি পাট চাষের জন্য উপযোগী। ফরিদপুরের পাট সোনালী আশের স্বাক্ষ্য বহণ করে। ফলে শহরের বাহিরে অনেকগুলি পাটকল গড়ে উঠেছে।

৪.৪ ফরিদপুর পৌরসভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার বিবরণ ঃ
Description of different institutions & installations of Faridpur Pourashava

ফরিদপুর পৌরসভার বেজলাইন জরিপের তথ্যানুযায়ী এখানে ২১ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ৩ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং ৪ টি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া ২০১৭ টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র এবং ১০৫ টি পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। নাগরিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এগুলি বিশেষ ভূমিকা রাখে। অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে ১টি বড় বাসষ্ট্যান্ড, ১টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ১টি ডাকঘর, ১টি টেলিগ্রাফ অফিস, সেল ফোন ও ইন্টারনেন্ট সংযোগ সুবিধা রয়েছে। অফিস, বানিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০% বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও আবাসিক সংযোগ রয়েছে ৯৫% শতাংশ পরিবারে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য ২টি সরকারী হাসপাতাল, ১টি মাতৃ মঙ্গল কেন্দ্র, ১টি টিবি হাসপাতাল এবং ২৯ টি বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। পৌরসভা কর্তৃক ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী মিলে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়েল সংখ্যা ২৫টি, ১৩ টি মাদ্রাসা, ১৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১ টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ৩টি সরকারী মহাবিদ্যালয়, ২টি বেসরকারী মহাবিদ্যালয়, ১টি মেডিকেল

কলেজ, ১টি ডিপে-মা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফরিদপুর পৌর এলাকায় ১৯ টি ব্যাংক রয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর পৌর এলাকায় ৩৪ টি বেসরকারী সংস্থা/এনজিও কাজ করছে। দু'একটি বাদে সকল এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিম্নের ছক-৪.৫ এ NGO গুলির নাম ও কার্যক্ষেত্রের বিবরণ দেওয়া হলো ।

ছক-৪.৫ এ NGO গুলির নাম ও কার্যক্ষেত্রের বিবরণ দেওয়া হলো ।

ক্রঃ নং	এনজিওর নাম	ঠিকানা
১.	এনজিও ফোরাম	পানি এবং স্যানিটেশন
২.	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি	ক্ষুদ্রঋণ
৩.	মহিলা উন্নায়ন ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্রঋণ
৪.	ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	পানি ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, খাদ্য পূনর্বাসন, ক্ষুদ্রঋণ।
৫.	পথকলি সংস্থা	পানি সরবরাহ, ক্ষুদ্রঋণ।
৬.	আশীর্বাদ (হোম অব গে-রী)	শিক্ষা
৭.	এসোসিয়েশন ফর ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট	ক্ষুদ্রঋণ
৮.	এসো জাতি গড়ি (AJAG)	উন্নত জাতের চুলা
৯.	বেনিফিশিয়ারিজ ফ্রেন্ডশীফ ফোরাম	ক্ষুদ্রঋণ, HIV-AIDS, শিক্ষা।
১০.	আমরা কাজ করি	ক্ষুদ্রঋণ, HIV-AIDS, শিক্ষা।
১১.	ভলান্টারী ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন	ফ্যামিলি প-ানিং
১২.	রাসিন	HIV-AIDS, ক্ষুদ্রঋণ, সুশাসন।
১৩.	শাপলা মহিলা সংস্থা	HIV-AIDS
১৪.	ফরিদপুর ডেভেল্পমেন্ট এজেন্সী	HIV-AIDS, সুশাসন, শিক্ষা, কৃষি
১৫.	প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ	বস্তি উন্নয়ন, ফিশারিজ, কৃষি।
১৬.	আশা	ক্ষুদ্রঋণ
১৭.	সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি	ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, কৃষি, সুশাসন।
১৮.	দারিদ্র নিরসন প্রচেষ্টা	ক্ষুদ্রঋণ
১৯.	নারী উন্নয়ন ফোরাম	ক্ষুদ্রঋণ, হাউজিং, গার্মেন্টস বিজনের্স
২০.	গণ কল্যাণ সোসাইটি	ক্ষুদ্রঋণ
২১.	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্রঋণ
২২.	পুত্তর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশ	ক্ষুদ্রঋণ
২৩.	প্রদীপ বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ
২৪.	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	ক্ষুদ্রঋণ
২৫.	WORD	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
২৬.	বাংলাশে এক্সটেনশন সার্ভিসেস	ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা।
২৭.	গ্রামীন প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
২৮.	ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ
২৯.	এ্যাকশন অন ডিজএবিলিটি এন্ড ডেবেলপমেন্ট	প্রতিবন্ধী পূণর্বাসন

৩০.	সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ	ক্ষুদ্রঋণ
৩১.	মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্রঋণ
৩২.	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ	ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, সুশাসন
৩৩.	চমক মহিলা উন্নয়ন সংস্থা	গার্মেন্স ব্যবসা, হস্তশিল্প
৩৪.	রিসডা বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ

৪.৪.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরবত্ব
Emerging Issues and Concerns.

ফরিদপুর পৌরসভার জনমিতি বিশে-ষণে দেখা যায়, (ফরিদপুর পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন) এখানকার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২০০১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে প্রায় ৩.৭৮% এবং ২০০৯ সালে পৌরসভা হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৯১% যা বাংলাদেশের নগরের জন্যসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় (৩.৩০%) কিছুটা বেশী।

দ্রুত নগরায়নের ফলে এ বৃদ্ধির হার আরও বাড়তে পারে। এ সব বিষয় বিবেচনায় রেখে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নাগরিকদের জন্য যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদিসহ সকল প্রকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। FGD ও অন্যান্য জরিপ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধাও বর্তমান চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। কাজেই বর্ধিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ সব সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে এনজিও সহ অন্যান্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

৪.৫ আর্থ-সামাজিক চিত্র
Scio Economic Profile.

কতিপয় অংশগ্রহণমূলক হাতিয়ার (Participatory Tools) ব্যবহার করে আর্থ-সামাজিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। ফরিদপুর পৌরসভার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমীক্ষার জন্য যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) বেজলাইন সার্ভে।
(খ) সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডসহ পরিবার জরিপ।
(গ) ১৩টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ফরিদপুর পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে দেখা যেতে পারে। নিম্নে ফরিদপুর পৌরসভার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতিপয় চিত্র তুলে ধরা হল।

দারিদ্র্য (Poverty)

ফরিদপুর পৌরসভায় সংজ্ঞানুযায়ী সুনির্দিষ্ট ২৪ টি বস্তি (Slum) আছে, এছাড়া অনেকগুলো ক্লাস্টারে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র পরিবার বসবাস করে। এ জন্য দারিদ্র্য নিরুপন ও ম্যাপিং-এর উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে জরিপ কার্য-পরিচালনা করা হয়, তবে দারিদ্র্য নিরুপন ও কৌশল প্রণয়ন নির্দেশনা অনুসরণে ক্লাস্টার ভিত্তিক দারিদ্র্যের তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action

Plan (PRAP) প্রণয়নের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মসূচীর আওতায় প্রণীত PRAP ফরিদপুর পৌরসভার পিডিপি'র সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে। তবে বেইজ লাইন সার্ভে থেকে দরিদ্র পরিবারের যে তথ্য পাওয়া গেছে তা ছক-৪.৬ দেওয়া হলো।

ছক- ৪.৬

ক্রঃ নং	বসবাসকারী এলাকার অবস্থান	বস্তি/ ক্লাস্টারের সংখ্যা	এলাকার আয়তন (একর)	আবাসিক পরিবার সংখ্যা	আবাসিক জনসংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবার		শারীরিক ও মানুষিক প্রতিবন্ধী	
						পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা
১.	বস্তি (৫০ পরিবারের অধিক)	২৭	১০	৩০০১	১৫০০০	২০৫	১০১৫	৭	৩৫
২.	ক্লাস্টার (৫০ পরিবারের কম)	২০	৫	২০০০	১০,০০০	১৪০	৭৭০	২০	১১০
৩.	অন্যান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থান	৫০	৫	১৫০	৭৫০	১২	৬৫	৩	১৭
৪.	মোট	৯৭	২০	৩৩৫০	২৫৭৫০	৩৫৭	১৮৫০	৩০	১৬২

পৌর এলাকার পরিবার চিত্র (Household Profile)

বিভিন্ন জরিপ ও FGD থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে প্রাপ্ত ফরিদপুর পৌর এলাকায় বসবাসকারী পরিবারের যেরূপ চিত্র পাওয়া যায় তা পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণিত হলো ।

ছক- ৪.৭ পরিবার চিত্র

পরিবার সংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবার সংখ্যা	পরিবারের গড় লোক সংখ্যা	সেক্স অনুপাত
১৮৬৭৬	১৫২৮	৪.৫২	৯০.৮৬

উৎস ঃ ২০১০ সালে CBO গঠনের জন্য পরিচালিত পরিবার জরিপ।

আবাসন সংক্রান্ত চিত্র

(ক) বাড়ির অবকাঠামোর ধরণ অনুযায়ী

ছক- ৪.৮

আবাসনের ধরণ	পাকা বাড়ি	আধা-পাকা বাড়ি	টিনের ঘর	কাঁচা বাড়ি
বসবাসকারী পরিবারের শতকরা হার	৩২.৭৭%	৩৫.৩৭%	২৫.৬৯%	৬.১৭%

(খ) বাড়ীর মালিকানার ধরণ অনুযায়ী।

ছক- ৪.৯

মোট পরিবার সংখ্যা	নিজস্ব মালিকানাধীন	ভাড়াটিয়া	শতকরা হার	
			নিজস্ব মালিকানা	ভাড়াটিয়া
৬৪৩৭৮	১১,১০০	৫২৭৮	৬৮%	৩২%

উৎস ঃ ফেব্রুয়ারী ২০১০ সালে CBO গঠনের জন্য পরিচালিত পরিবার জরিপ।

ছক- ৪.১০

শ্রেণী	মাসিক আয়	পরিবার সংখ্যা	শতকরা হার	ক্রম পুঞ্জিত
অতি দরিদ্র	৩৫০০	৭৩৫০	২৯.০০%	২৯.০০%
দরিদ্র	৩৫০১-৪৫০০	৪০৫৫	১৬.০০%	৪৫.০০%
নিম্ন আয়	৪৫০১-৮০০০	৭৪১০	২৯.২৪%	৭৪.২৪%
মধ্য আয়	৮০০১-১৫০০০	৩৯৯৫	১৫.৭৬%	৯০.০০%
উচ্চ আয়	১৫০০০ এর উর্দ্ধে	২৫৩২	১০.০০%	১০০.০০%
মোট		২৫৩৪২	১০০.০০%	১০০%

উৎস ঃ বেজলাইন সার্ভে।

আয় ভিত্তিক পরিবার চিত্র-২

ছক- ৪.১১

আয়ের শ্রেণী	পরিবারের গড় শতকরা হার	ক্রম পুঞ্জিত শতকরা হার
নিম্ন আয়ের পরিবার ঃ মাসিক আয় টাকা ৫০০০/- পর্যন্ত	৪৫%	৪৫%
মধ্য আয়ের পরিবার ঃ মাসিক আয় টাকা ৫০০০-১৫০০০ পর্যন্ত	৪৫%	৯০%
উচ্চ আয়ের পরিবার ঃ মাসিক আয় টাকা ১৫০০০/- এর উর্দ্ধে	১০%	১০০%

উৎস ঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

পেশা ভিত্তিক পরিবার চিত্র

ছক-৪.১২

পেশা	পরিবারের শতকরা হার	পরিবারের সংখ্যা
কৃষি	১০%	২৫৩৪
চাকুরী	২০%	৫০৬৮
ব্যবসা	৪০%	১০১৩৬
অন্যান্য	৩০%	৭৬০৪
মোট	১০০%	২৫,৩৪২

উৎস ঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা।

শিক্ষাগত যোগ্যতার চিত্র

জরিপে শিক্ষা বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় (প্রায় ২০ হাজার পরিবারের ১ লক্ষের উপর জনগণের তথ্য) তা বিশে-ষণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সন্নিবেশ করা হলো না। ৪০০ পরিবার জরিপ তথ্য থেকে জানা যায়, ৩.৫৯% নিরক্ষর, ৫.১৩% মানুষ শুধুমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, ৬.৯২% মানুষ প্রাইমারী লেভেল, ১৭.১৮% মানুষ মাধ্যমিক, ১৪.৩৬% মানুষ উচ্চ মাধ্যমিক, ১৪.৩৬% গ্রাজুয়েট এবং ১০.৫১% মানুষ স্নাতকোত্তর যোগ্যতা সম্পন্ন।

৪.৫.১ উদ্ভূত বিষয় ও এর গুরবত্ব ঃ
Emerging issues and concerns.

ফরিদপুর পৌরসভার দারিদ্র্যের যে চিত্র ছক-৪.১০ এ দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত অবস্থা PRAP প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত দারিদ্র্য নিরুপন জরিপ প্রতিবেদন থেকেও জানা যাবে। তবে আয় ভিত্তিক তথ্য ছক-৪.১০ ও ছক-৪.১১ থেকে যতটুকু পাওয়া যায় তাতে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের ক্রমপুঞ্জিত পরিবার ৪৫% এর কম হবে না। কাজেই ফরিদপুর পৌরসভার সংজ্ঞানুযায়ী বস্তি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক সংখ্যক দরিদ্র পরিবার বসবাস করছে যাদের মৌলিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। ছক-৪.৮ এর তথ্যানুযায়ী ফরিদপুর পৌর এলাকায় মাত্র ৩২.৭৭% পাকা বাড়ি রয়েছে। পক্ষান্তরে আধা-পাকা বাড়ি ৩৫.৩৭%, টিনের ঘর ২৫.৬৯% এবং কাঁচা বাড়ি ৬.১৭%। এটাই নির্দেশ করে যে, পৌরসভার অধিকাংশ মানুষ নিম্ন ও মধ্য আয়ের। অন্যদিকে ছক-৪.৯ এর তথ্যানুযায়ী ৩২% পরিবার ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে। ফরিদপুর পৌর এলাকায় কর্মসংস্থানের তেমন সুবিধা না থাকায় ভাড়াটিয়ার সংখ্যা নিজস্ব বাড়ির মালিক থেকে কম। পর্যায়ক্রমে ভাড়াবাড়িতে বসবাসকারীরা জমি কিনে বাড়ি ঘর নির্মানের জন্য আগ্রহী হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে।

ছক-৪.৭ এর Sex ratio ৯০.৮৬ নির্দেশ করে যে ফরিদপুর পৌরসভার মহিলার সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা একটু বেশী।

৪.৬ ফরিদপুর পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ন
Population trend and Urbanization of Faridpur Pourashava

ফরিদপুর পৌরসভার জনসংখ্যা ও এর বৃদ্ধির বিশ্লেষণ দুটি সোর্স থেকে পাওয়া তথ্য অবলম্বনে করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ১৯৯১ ও ২০০১ সালের আদমশুমারীর তথ্য এবং অন্যটি ২০০৯ সালের পৌরসভার নিজস্ব প্রক্ষেপন। তবে CBO কর্তৃক পরিবার জরিপের জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য এখানে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

আদমশুমারী ১৯৯১ ও ২০০১ এর তথ্য এবং তদানুযায়ী ২০০৯ সালের Projected জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত জনসংখ্যার তথ্যাদির তুলনামূলক বিবরণী নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলো।

ছক-৪.১৩

ক্র: নং	বিষয়	বেইজ লাইন সার্ভে থেকে প্রাপ্ত সংখ্যা					সিবিও জরিপ ২০১০		মন্তব্য
		আদমশুমারী ১৯৯১	আদমশুমারী ২০০১	বৃদ্ধির হার	আদমশুমারী ২০০৯ সাল পর্যন্ত সমন্বিত	বৃদ্ধির হার	সংখ্যা	বৃদ্ধির হার	
১.	পুরুষ জনসংখ্যা	৩৬২৩৯	৫১৯৯৪	৩,৬৭%	৭০.৬৬৬	৩.৯১%	৩৮৮১৩	CBO জরিপকৃত জনসংখ্যা' তুলনার জন্য বিবেচনা করা হলো না। তবে Sex Ratio ও পরিবারের আকার নির্ধারণে বিবেচনায় নেওয়া হল।	
২.	মহিলা জনসংখ্যা	৩২৬৯৯	৪৭৯৫১	৩,৯০%	৬৫.১৭১	৩.৯১%	৩৫২৮৭		
৩.	মোট জনসংখ্যা	৬৮৯৩৮	৯৯৯৪৫	৩,৭৮%	১.৩৫.৮৩৭	৩.৯১%	৭৪০৮০		
৪.	পরিবার (খানার) সংখ্যা	১৫৭০১	১৯৩০৪	১,২৯%	২৫.৩৪২	৩.১৩%	১৬৩৭৮		
৫.	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৩০৭৯	৪৪৬৪	৪,৫০%	৬০৬৭	৩.৫৯%			
৬.	পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা	৪.৪০	৫.১৭		৫.৩৬		৪.৫২		

উপরোক্ত ছকের তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, বেজলাইন সার্ভে অনুযায়ী ২০০৯ সালে ফরিদপুর পৌরসভায় বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ১৩৫৮৩৭, যার মধ্যে পুরুষ ৭০৬৬৬ ও মহিলা ৬৫১৭১, পরিবার সংখ্যা ২৫৩৪২, পরিবারের আকার ৫.৩৬, জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬০৬৭ জন প্রতি বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৯১। অথচ ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ফরিদপুর পৌরসভায় বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ছিল ৯৯,৯৪৫ জন যার মধ্যে পুরুষ ৫১,৯৯৪ জন এবং মহিলা ৪৭,৯৫১ জন, পরিবার সংখ্যা ১৯৩০৪টি, পরিবারের আকার ৫.১৭, জনসংখ্যার ঘনত্ব ৪৪৬৪ জন প্রতি বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৭৮ ছিল। অতি সম্প্রতি জাতিসংঘের জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ৩.৩%। সুতরাং আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দেশের গড় নগরায়নের তুলনায় ফরিদপুর পৌর এলাকার নগরায়নের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ ফরিদপুর পৌর এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ শহরমূখী হওয়ার প্রবণতা।

এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী উপজেলা ও জেলা হতে লোকজন কর্মসংস্থানের এবং বসবাসের জন্য ফরিদপুর পৌরসভায় অধিক হারে বসতি স্থাপন করছে।

ফরিদপুর পৌরসভার জনসংখ্যার প্রক্ষেপন (Population Projection)

যেহেতু ফরিদপুর পৌরসভায় ২টি সোর্স থেকে জনসংখ্যার উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেহেতু জনসংখ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য বিশ্লেষণও দুটি সোর্সের তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। নিম্নোক্ত দুটি ছকে বিদ্যমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪.০ ধরে ২০১০, ২০১৫, ২০২০, ২০২৫ এবং ২০৩০ সালের ফরিদপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত (Projected) সম্ভাব্য জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা হলো। পরিবারের গড় আকার ৪.৫২ ধরে সম্ভাব্য এবং জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৯ অনুসারে ঐ বছর গুলোতে ফরিদপুর পৌরসভায় জনসংখ্যা কত হওয়া উচিৎ তার বিবরণ দেওয়া হলো।

ছক- ৪.১৪

পুরুষ জনসংখ্যা				মহিলা জনসংখ্যা				মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানার সংখ্যা (পরিবারের গড় আকার ৪.৮১ জন)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ এ)	BBS২০০৮ এর বৃদ্ধির হার ১.৩৯ অনুসারে জাতীয় জনসংখ্যার তথ্য
সন	সংখ্যা	বৃদ্ধির হার	বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা	সন	সংখ্যা	বৃদ্ধির হার	বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা				মোট জনসংখ্যা
২০০১	৫১৯৯৪			২০০১	৪৭৯৫১			৯৯৯৪৫			
২০০৮	৭০৬৬৬		১৮৬৭২	২০০৮	৬৫১৭১		১৭২২০	১৩৫৮৩৭	২৮২৪১	৬০৬৭	১১০০৮৫
২০১০	৭৬৪৩২		৫৭৬৬	২০১০	৭০৪৮৯		৫৩১৮	১৪৬৯২১	৩০৫৪৫	৬৫৬২	১৩৯৬৪০
২০১৫	৯২৯৯১	৪.০০	১৬৫৫৯	২০১৫	৮৫৭৬১	৪.০০	১৫২৭২	১৭৮৭৫২	৩৭১৬৩	৭৯৮৪	১৫৭৪২০
২০২০	১১৩১৩৮		২০১৪৭	২০২০	১০৪৩৪১		১৮৫৮০	২১৭৪৭৯	৪৫২১৪	৯৭১৩	১৯১৫২৫
২০২৫	১৩৭৬৫০		২৪৫১২	২০২৫	১২৬৯৪৭		২২৬০৬	২৬৪৫৯৭	৫৫০১০	১১৮১৮	২৩৩০২০
২০৩০	১৬৭৪৭২		২৯৮২২	২০৩০	১৫৪৪৫০		২৭৫০৩	৩২১৯২২	৬৬৯২৮	১৪৩৭৮	২৮৩৫০৫

উপরোক্ত ছকের তথ্যর আলোকে প্রক্ষেপিত (Projected) জনসংখ্যার পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত সংক্রান্ত তথ্য ছক- ৪.১৫ তে দেওয়া হলো।

ছক- ৪.১৫ পুরুষ ও মহিলার অনুপাত

সন	পুরুষ	মহিলা	অনুপাত
২০১০	৭৬৪৩২	৭০৪৮৯	১০৮
২০১৫	৯২৯৯১	৮৫৭৬১	১০৮
২০২০	১১৩১৩৮	১০৪৩৪১	১০৮
২০২৫	১৩৭৬৫০	১২৬৯৪৭	১০৮
২০৩০	১৬৭৪৭২	১৫৪৪৫০	১০৮

পদ্ধতি ঃ পুরুষ ও মহিলার অনুপাত = পুরুষ সংখ্যা ÷ মহিলা সংখ্যা × ১০০

জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল উপাদান

BBS-২০০৮ সনের জন্য তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৯%। কিন্তু ফরিদপুর পৌরসভার হিসাব অনুযায়ী পৌর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩.৯১। এই বর্ধিত হারের প্রধান কারণ হচ্ছে ফরিদপুরের উপজেলার গ্রামাঞ্চল সমূহ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজনের পৌরসভা এলাকায় বসতি স্থাপন করা এবং নদী ভাঙ্গনে ঘরবাড়ি হারা মানুষের বসবাস। তবে কর্মসংস্থানের কারণে এখানে আসা বেশীর ভাগ লোকজন ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে। বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ফরিদপুর পৌরসভায় ৩৮% লোক ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করে। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বহিরাগতদের আগমনের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলো।

ছক- ৪.১৬

সন	আদমশুমারী অনুযায়ী প্রক্ষেপিত	জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১.৩৯) প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা	বহিরাগত (Migrated) জনসংখ্যার
২০১০	১৪৬৯২১	১৩৯৬৪০	৭২৮১
২০১৫	১৭৮৭৫২	১৫৭৪২০	২১৩৩২
২০২০	২১৭৪৭৯	১৯১৫২৫	২৫৯৫৪
২০২৫	২৬৪৫৯৭	২৩৩০২০	৩১৫৭৭
২০৩০	৩২১৯২২	২৮৩৫০৫	৩৮৪১৭

৪.৬.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরবত্ব
Emerging issues and concerns

আদমশুমারী ২০০১ এবং পৌরসভার হিসাব ২০০৯ উভয় তথ্য থেকেই দেখা যায় যে, ফরিদপুর পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের গড় নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী। এভাবে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালে ফরিদপুর পৌরসভার জনসংখ্যার পরিমাণ দাড়াবে ৩,২১,৯২২ জন। বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য মৌলিক সেবার খুব সামান্যই পৌরসভা প্রদান করতে পারছে, সেখানে ২০৩০ সালের বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য পৌর সেবা সুবিধা প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করতে হলে বড় ধরণের বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ জন্য একদিকে যেমন সম্পদ সংগ্রহ কার্যক্রম জরুরী, অন্যদিকে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

১৯৯১ ও ২০০১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় মহিলার তুলনায় পুরুষ একটু বেশি। ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যায়ও তা দৃশ্যমান করা হয়েছে। তবে বিষয়টি সেরকম নাও হতে পারে বলে CBO কর্তৃক পরিবার জরিপের আংশিক ফলাফলে দেখা যায়। CBO কর্তৃক জরিপ কাজটিতে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাসপাতল এবং ম্যাচের হিসাবকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তবে ১৬৬৭৮ টি আবাসিক বাড়িতে জরিপ চালিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে পুরুষের তুলনায় মহিলা কিছুটা হলেও বেশী। জরিপ অনুযায়ী সেক্স অনুপাত ৯০.৮৬। ৪০০ পরিবার জরিপ থেকে দেখা যায় মহিলা ৫২.৩১%

এবং পুরুষ ৪৭.৬৯% (সূত্রঃ পঃজঃ টেবিল-৩)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় শহরে ধীরে ধীরে মহিলাদের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের পার্শ্ববর্তী ছোট শহর থেকে বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং গ্রাম থেকে গরীব মহিলারা শহরের মাইগ্রেশন করায় মহিলাদের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলারা শহরে কাজের সন্ধানে বসবাস করতে বাধ্য হয়।

৪.৭ অর্থনীতি ও ক্রমোন্নতি নির্ধারক
Economy and Growth Determinants

ফরিদপুর পৌরসভায় সিবিও গঠনের প্রাক্কালে পৌর এলাকায় বসবাসরত পরিবারগুলির তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী/২০১০ সালে UGIIP-2 এর আওতায় জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিবারের মূল পেশার চিত্র পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১০% পরিবার কৃষি, ২০% পরিবার চাকুরী, ৪০% পরিবার ব্যবসা ও ৩০% পরিবার অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। এ সব তথ্য থেকেই চিহ্নিত করা যায় যে, ফরিদপুর পৌরসভার প্রধান ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র (Growth Sector) হচ্ছে ব্যবসা, চাকুরী এবং শ্রমিক ।

ফরিদপুর পৌরসভায় এখনও অনেক এলাকায় গ্রামীণ পরিবেশ বিদ্যমান, যেখানে প্রচুর কৃষি জমি, ফলমূলের বাগান রয়েছে। ঐ সব মহল্লার মধ্যে চলাচলের জন্য রাস্তা থাকলেও, পানি নিষ্কাশনের জন্য কোন নর্দমা নেই, পানি সরবরাহরে ব্যবস্থা নেই এবং কিছু এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাজুক। অথচ প্রতিনিয়ত লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং অনিয়ন্ত্রীতভাবে বাড়িঘর তৈরী হয়ে প্রতিটি এলাকা এক একটি বস্তিতে পরিণত হচ্ছে। পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারায় এ সব গ্রাম/মহল্লাকে সম্পৃক্ত করে এখানকার লোকজনের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পৌর এলাকার নিয়ন্ত্রিত ক্রমোন্নতি নিশ্চিত করা গেলে তা পৌরসভার সার্বিক অর্থনীতি ও ক্রমোন্নতির উপর প্রভাব পড়বে।

কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও ফরিদপুর পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বিনোদনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ নেই বললেই চলে। বিনোদনের জন্য কোন পার্ক বা উন্মুক্ত চলাচলের স্থান না থাকায় শহরের লোকজনকে এক প্রকার বিনোদন বিহীন জীবন যাপন করতে হয়। অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির আরও একটি দিক হচ্ছে এখনো আবাদি ও অনাবাদি খালি জমি আছে। এটা যেমন কৃষি, শিল্প এবং পরিকল্পিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা গড়ার সহায়ক তেমনি রাজধানীসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলার সাথে সড়ক ও রেল পথে স্থাপিত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানকার অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। শহরের ভিতরে না হলেও শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেকগুলো জুট মিল ও বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পদ্মা সেতু হলে এ এলাকায় আরো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে বলে ধারণা করা য়ায। এ বিবেচনায় ফরিদপুর শহরে বসবাসের জন্য আগামী দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শহরকে বাসযোগ্য এবং স্বল্প-জায়গায় পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে স্থয়ীত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব। একারণই পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) হবে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রণীত একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

পঞ্চম অধ্যায়
সেবা প্রাপ্তির সুবিধা
Access to Services

৫.১ পানি সরবরাহ (Water Supply)
বিদ্যমান অবস্থা

পানি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাত। ফরিদপুর পৌরসভায় দীর্ঘদিন ধরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। ৭টি উৎপাদক নলকূপ, ২টি আয়রণ দূরীকরণ প্ল্যান্ট (IRP), ২টি উচ্চ জলাধার (Over head Tank: OHT) এবং প্রায় ৮০ কিঃমিঃ পানির নলের মাধ্যমে পৌরবাসী সেবা পাচ্ছে। পানির সংযোগ সংখ্যা ৬৫৬১টি, যা প্রয়োজনের তুলনায় ৪০%। প্রতিদিন গড়ে ৭২০০m^3 পানি উৎপাদিত হয়, যা দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। ফলে সেবার মান আশানুরুপ পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয় না। মানুষের সন্তুষ্টির পর্যায় কোন অবস্থায় আছে তা FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পরিবার জরিপ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ইচ্ছা করলেই পানি সরবরাহ বাড়ানো যায় না। অবকাঠামো তৈরীতে প্রচুর পরিমানে প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মিটিয়ে যে পরিমান বাড়তি আয় থাকে তা দিয়ে পানি খাতের অবকাঠামো নির্মান করা সম্ভব হয় না। এ জন্য সব সময় কোন না কোন উন্নয়ন সহযোগীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। যে সমস্ত উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে তার গভীরতা ৩০০-৪০০ ফুটের মধ্যে। পাথরের কারণে ৪০০ ফুট এর অধীক গভীর নলকূপ স্থাপন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রায় ১০ PPM এর অধীক আয়রনযুক্ত পানি উৎপাদন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। উৎপাদিত পানি পরিশোধণ ছাড়া সরাসরি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। নিকট অতীতে বেশ কয়েকটি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হলেও পানি শোধনাগার নির্মাণ না করায় সরবরাহ ব্যবস্থায় বাড়তি পানি যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জনগণ যে পর্যায়ে সেবা পেতে চান তা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। উপরন্ত পানি উৎপাদন ও বিতরণ নির্ভর করে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর। বিদ্যুৎতের লোডসেডিং এর কারণেও উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষমতার সর্বোচ্চ ৬০ ভাগ কাজে লাগানো সম্ভব হয়। যে সমস্ত এলাকায় এখনো পাইপ লাইন স্থাপন করা সম্ভব হয়নি সেখানে পানির নতুন লাইন স্থাপনের বিশেষ চাপ রয়েছে। তবে IRP এর ক্ষমতা বাড়ানো কিংবা পদ্মার পানি পরিশোধন করে বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া বর্তমান অবস্থায় নতুন পাইপ লাইন ও উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের ভিতরে বাস্তবসম্মত সমাধান পাওয়া যাবে না।

বেজলাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পানি সরবরাহ স্থাপনার বিদ্যমান অবস্থা, চাহিদা ও চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাব নিম্নে ছক-৫.১ এ দেওয়া হলো।

ছক-৫.১

সূচক/ প্যারামিটার	পানি ব্যবস্থা					পানি পরিশোধন প-ান্ট		আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার		ওভারহেড ট্যাংক	
	চালু হস্ত চালিত নলকুপ	গভীর নলকূপ (পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ)		নলবাহিত পানি সরবরাহ বিস্তৃত		ধরণ	ধারণ ক্ষমতা (প্রতিদিন গ্যালন / লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (গ্যালন/ লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (গ্যালন/ লিটার)
	সংখ্যা	সংখ্যা	পরিমাপ (সে.মিডায়া)	ট্যাংক মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি)	সার্ভিস মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. বিদ্যমান অবস্থা	৪৭০০	৯	১৫	২৫	৭৫	২	১,৩৫০,০০০	১	১০,০০,০০০	২	৩,০০,০০০
২. পৌরসভার মোট চাহিদা	৫৮৭৩	২৭	১৫	৫০	১৫০	৬		৫		৬	
৩. ব্যবধান (৫-১)	১১৭৩	১৮	১৫	২৫	৭৫	৮		৪		৪	
৪. ব্যবধান পুরণে খরচ (লক্ষ টাকা)	৫৮৬৫	৩৬০	-	২৫০	৬০০	৮০০		৬০০		৮০০	

সমগ্র পৌর এলাকায় এ পর্যন্ত ৪৭০০ টি হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বেইজলাইন সার্ভেতে প্রদর্শিত চাহিদানুযায়ী পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের জন্য আরও ১১৭৩ টি হস্তচালিত নলকূপ, নলবাহিত পানি সরবরাহের জন্য ১৮ টি গভীর নলকূপ, ২০ কি.মি. ট্যাংক মেইনস এবং ৭৫ কি.মি সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ জন্য ২৪ কোটি টাকা প্রয়োজন আছে।

পরিবার জরিপ

(১) পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় নলবাহিত পানি সরবরাহ আছে।

(২) বিনা নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যাপারে অপর্যাপ্ত সরবরাহ বলেছে ৬৮.৯৯% পরিবার, অনির্ভরযোগ্য বলেছে ১৮.৩৫% এবং দুরত্বের সমস্যা বলেছে ৩.১৬% এবং পানির মান খারাপ বলেছে ৯.৪৯% পরিবার। তবে ৫২.৩২% পরিবারের মতে বিদ্যমান অবস্থায় পানি পেতে তেমন কোন সমস্যা হয় না। (পরিবার জরিপ টেবিল ১৫ এবং ১৬)

(৩)৫২.৬২% পরিবার ফিল্টার না করে, ১৩.২২% পরিবার ফুটিয়ে, ৩১.৬৮% ফিল্টার করে পানি পান করে। (প: জ: টেবিল-১৮)

(৪) পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে যেমন- ডাইরিয়াতে ৫৩.৩৩% কলেরায় ২.২২% এবং জন্ডিসে ৬.৬৭%। এর মধ্যে আবার দরিদ্র এলাকায় অর্থাৎ বস্তিতে ১২টি পরিবারের শতভাগই ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। (প: জ: টেবিল-১৯)

অন্যান্য (উৎস্য ঃ জনমিতি বিশেৱষণ)

(১) বর্তমান জনসংখ্যা ঃ ফরিদপুর পৌরসভার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১,৩৫,৮৩৭। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৯১ (২০০১ সাল থেকে প্রক্ষেপিত) এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬০৬৭ প্রতি বর্গ কিলোমিটার।

(২) প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ঃ ২০৩০ সালে জনসংখ্যা দাড়াবে ৩,২১,৯২২ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে ১৪৩৭৮ প্রতি বর্গ কি.মি।

(৩) ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা সর্বনিম্ন ১২১৭৭ জন থেকে সর্বোচ্চ ১৯৬৮৫ জন এবং ঘনত্বের বিষয়েও অনুরুপ তারতম্য রয়েছে।

ফোকাস গ্রৱপ ডিসকাশন (FGD)

(১) শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় হস্তচালিত নলকূপে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। অনেক দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়।

(২) পৌরসভার পানি সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়, পানির প্রেসার কম, পানি সংগ্রহে প্রচুর সময় ব্যয় হয়।

(৩) নলকূপের পানিতে আয়রণের আধিক্য রয়েছে।

(৪) বিদ্যুৎ এর লোডশেডিং এর কারণে পানির সংযোগ থাকা সত্ত্বেও সময়মত পানি পাওয়া যায় না।

(৫) অনেকে পানির অপচয় করে থাকে।

(৬) অবৈধ সংযোগ আছে। মটর দিয়ে পানির নল থেকে পানি সংগ্রহ করলে পার্শ্ববর্তী লোকেরা পানি থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

(১) যে সমস্ত এলাকা এখনো নল বাহিত পানি সরবরাহের বহির্ভূত আছে সেগুলিকে সেবার আওতায় আনা;

(২) পানির মান নিশ্চিত করা, আয়রণ ও আর্সেনিক মুক্ত করে পানি সরবরাহ করা; এবং

(৩) সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, IRP ও উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা বাড়িয়ে সেবার সম্প্রসারণ করার সুপারিশ করা হয়।

৫.২ নর্দমা ব্যবস্থা (Drainage System)

বিদ্যমান অবস্থা

ফরিদপুর পৌরসভার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কুমার নদী এবং পূর্ব দিকে আছে ভূবনেশ্বর নদী, আছে ফরিদপুর খাল, মুচিবাড়ী খাল ও দরবেশের খাল। ফরিদপুর শহরের মধ্যে এখনো অনেক পুকুর ও জলাশয় আছে। স্বাভাবিকভাবেই নদী, খাল এবং নীচু এলাকা থাকায় দূর অতীতে ড্রেনেজ সমস্যা বলতে তেমন কিছু ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটা ভিন্ন। নগরায়নের যুগে মানুষ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে খালগুলো মরে যাচ্ছে। পুকুর ভরে যত্রতত্র বাড়ী ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। পানি প্রবাহের প্রাকৃতিক পথগুলি এখন প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ২২.৩৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি পৌরসভার মাত্র ১৫.৮৭ কিলোমিটার ড্রেন আছে। ড্রেনের দৈর্ঘ দেখলেই বুঝা যায় প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম ড্রেন নির্মাণের প্রয়োজন না থাকায় এ অবস্থা হয়েছিল। বর্তমানে সমস্যাটি ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। অপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা এবং পৌরসভার মনিটরিং ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যদি পরিকল্পিত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। নদী থেকে মাত্র ১০০/২০০ মিটার দূরে থানার মোড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টিই প্রমাণ করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার অসার অবস্থা। যে সমস্ত জায়গায় জনগণ তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বলেছেন। শহরের খালগুলি সংস্কার করে কুমার নদীর সাথে সংযোগ করাসহ প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারী ড্রেন নির্মাণের বিষয়ে জনগণ মতামত প্রদান করেছেন। তবে এ বিষয়ে একটি ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

বেইজলাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী ড্রেনের বিদ্যমান অবস্থা, চাহিদা ও চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় অর্থের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

সূচক	আরসিসি ড্রেন (কি.মি)	ইটের তৈরী ড্রেন (কি.মি)	কাঁচা ড্রেন (কি.মি)	আউটফল সংযোগ (সংখ্যা)	মোট
বিদ্যমান অবস্থা	৬.৬২	৯.২৫	৭৭.০৬	৫০টি	৯২.৯৩
মোট চাহিদা	৪৬.৫০	৫০.০০	৯২.০০	১১০টি	১৮৮.০০
ব্যবধান	৩৯.৩৮	৪০.৭৫	১৪.৯৪	৬০টি	৯৫.০৭
ব্যবধান মেটাতে অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	১৯১৬.৪০	১২৮০	৭৯.৮০	৫০টি	৩৪০৬.২০

মুখ্য বিষয় / সমস্যা
বেইজ লাইন সার্ভে

(১) বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সামজস্য রেখে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাব;

(২) ড্রেনেজ নেট ওর্য়াকের সাথে মিল রেখে ড্রেন নির্মাণের মত প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব।

(৩) বিদ্যমান ড্রেনগুলিও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিস্কারের অভাবে নিষ্কাষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

পরিবার জরিপ

(১) অল্প কিছু এলাকায় নর্দমা ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ এলাকায় নর্দমা ব্যবস্থা নেই ;

(২) ২৭.৭৮% পরিবারের মতে ড্রেন কখনও পরিষ্কার করা হয় না; ৪৬.৮৩% পরিবারের মতে ড্রেন কালে ভদ্রে পরিষ্কার করা হয়, ১.৫৯% পরিবারের মতে বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং ২৩.৮১% পরিবার মনে করে নিয়মিত ড্রেন পরিস্কার করা হয়। (উৎস্য ঃ পরিবার জরিপ বিশ্লেষণ টেবিল-২৬)।

(৩) ১০.২৪% পরিবার ড্রেনকে লেট্রিনের আউটফল হিসাবে ব্যবহার করে । (প:জ: টেবিল-২৭)

(৪) বর্তমান ড্রেনেজ ব্যবস্থায় ৩৫% পরিবার অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট, ১৯% অসন্তুষ্ট, ২৭.৪৮% সন্তুষ্টও না কিংবা অসন্তুষ্টওনা, মাত্র ৩.৫১% পরিবার সন্তুষ্ট এবং ৪.৪৭% অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট। (উৎস্যঃ প:জ: টেবিল-২৮)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

(১) ফরিদপুর পৌরসভায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল;

(২) ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক না থাকায় অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়;

(৩) অনেকগুলো ড্রেন নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর Slope ঠিকমত দেওয়া হয়নি। ফলে ড্রেন দিয়ে পানি নিষ্কাশন হতে সময় লাগে;

(৪) কিছু এলাকায় ড্রেন না থাকায় রাস্তাগুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে;

(৫) এমনভাবে ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে যেগুলিকে বর্ধিত (Extension) করা যাচ্ছে না। কারণ বর্ধিত করলে ড্রেনের বেজ রাস্তার উপরে উঠে যাবে। এক্ষেত্রে অপরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণ করায় জনগণের অর্থের অপচয় হয়েছে; এবং

(৬) নীচু জমি ভরাট হয়ে যাওয়ায় এবং বেশীর ভাগ খাল দখল হওয়ায় নর্দমা ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ছে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

(১) নিয়মিত কর্মসূচী অনুযায়ী ড্রেন পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;
(২) ড্রেন নির্মাণ, বিদ্যমান ড্রেন ও খালের সংস্কার, সঠিক আউটফল চিহ্নিত করে তার সাথে ড্রেনের সংযোগ প্রদান;
(৩) পুরাতন খাল দখলমুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা;
(৪) ড্রেনেজ মহা পরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে পৌর এলাকাকে একটি ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক-এর আওতায় নিয়ে আসা;
(৫) বর্জ্য দ্বারা ড্রেন ও খালের সকল প্রকার দূষণ রোধ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
(৬) ড্রেনের উপর স্লাব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৫.৩ পয়ঃ নিষ্কাশন (Sanitation)

পৌরসভার স্যানিটেশন অবস্থা মাঝারি মানের। দরিদ্র ও বস্তি এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা এখনো নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। ইতোপূর্বে সরবরাহকৃত পিট ল্যাট্রিনগুলো এখন আর স্যানিটেশনের পর্যায়ে নেই। মানুষের সচেতনতার অভাব এবং নিজস্বতা না থাকায় দরিদ্র এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা কিছুটা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। নতুনভাবে বসবাসরত দরিদ্র মানুষগুলো স্যানিটেশন বিষয়ে একটু আলাদা মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাদেরকে স্যানিটেশনের আওতায় আনা দরকার। পৌরসভা স্যানিটেশনের ব্যাপারে গতানুগতিক মনোভাব ব্যক্ত করে। স্যানিটেশনের উন্নয়নের জন্য তেমন কোন কর্ম পরিকল্পনা দেখা যায় না। বিগত ৩ বছরের পৌরসভার নিজস্ব বাজেট বিশ্লেষণ করলে স্যানিটেশন খাতে তেমন কোন ব্যয় লক্ষ্য করা যায় না। অনেক বাড়িতে সেপটিক ট্যাংক নেই। তারা ড্রেনকে সেপটিক ট্যাংক ও সোকওয়েল হিসাবে ব্যবহার করে। এ বিষয়গুলি পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করা দরকার। জনসচেতনতা বাড়ানো ছাড়া সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৌরসভার কার্যক্রমে পরিকল্পনা গ্রহণ- বাস্তবায়ন-মনিটরিং এভাবে হয় না। ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে ধরনের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণের দরকার তা পৌরসভায় অনুপস্থিত।

সেপটিক ট্যাংক নিয়মিত পরিষ্কার করা স্যানিটেশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসংগ। পৌরসভা পুরাতন ধারায় এ কাজটি করে আসছে। যে সমস্ত কর্মীরা এ কাজটি করে থাকে তাদের স্বাস্থ্য হানীর বিষয়টি কখনো নজরে আসে না। সম্প্রতি একটি প্রকল্পের সহায়তায় ডেকুটেক মেশিন পাওয়া গেছে। মেশিনটির মাধ্যমে মেকানিক্যাল উপায়ে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করা সম্ভব হবে। তবে সংগৃহীত ময়লা ফেলার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ফলে কোন না কোনভাবে সেপটিক ট্যাংকের ময়লা পুনরায় পরিবেশের ক্ষতি করছে। এ পর্যায় থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে মানুষ প্রকৃত পক্ষে স্যানিটেশনের সুবিধা সম্পূর্ণভাবে পাবে না।

মুখ্য বিষয় / সমস্যা
বেইজ লাইন সার্ভে

(১) স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল থাকলেও পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম করা হয় না;

(২) এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতা;

(৩) ৯ টি মাত্র পাবলিক টয়লেট আছে এবং লীজের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ;

(৪) জনসমাগম হয় এরূপ অন্যান্য স্থানে পাবলিক টয়লেটের প্রয়োজন রয়েছে ;

(৫) ময়লা পরিবহন ব্যবস্থা থাকলেও তা জোরদার করা দরকার;
(৬) স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের কার্যক্রমের অভাব; এবং

(৭) ওয়েস্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

পরিবার জরিপ
পরিবারিক স্যানিটেশন

(১) ৭১.৬৩% পরিবার সেপ্টিক ট্যাংক সহ স্যানিটারী ল্যাট্রিন, ২৭.২২% পরিবার পিট ল্যাট্রিন এবং ১.১৫% পরিবার কাঁচা/ ঝুলন্ত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।

(২) ১৫.৮৭% পরিবার ১২ মাসের মধ্যে, ৩১.৭৫% পরিবার ১২-২৪ মাসের মধ্যে এবং ১৫.৮৭% পরিবার ২৪ মাসের পর সেপ্টিক ট্যাংক খালী করে। ২৩.৪৯% পরিবার কোনদিন ট্যাংকের ময়লা পরিস্কার করেনি এবং ১৩.০২% পরিবার বিষয়টি জানেও না।

(৩) ৮.২১% পরিবার বাড়ির পাশে, ০.৯৭% পরিবার ড্রেনে, ৬৩.৭৭% পরিবার গর্ত ঘুড়ে এবং ২৭.০৫% পরিবার অন্যান্য উপায়ে সেপটিক ট্যাংকের ময়লা ফেলে।

(৪) ২৩.২৬% পরিবার কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৯.৩০% উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ, ২৭.৯১% প্রতিবেশীর ল্যাট্রিন এবং ৩৯.৫৩% যৌথ মালিকানায় ল্যাট্রিন ব্যবহার করে থাকে।

(৫) মাত্র ১০.৭৮% পরিবার পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত কমেউনিটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে থাকে।

(৬) সার্বিক স্যানিটেশনের ব্যবস্থার উপর ৩.০৪% পরিবার খুবই অসুন্তুষ্ট, ৬.৩৮% পরিবার অসন্তুষ্ট, ৩৬.১৭% পরিবার সন্তুষ্ট এবং ১১.২৫% পরিবার খুবই সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। (উৎস্যঃ প:জ: টেবিল-২০-২৫)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

(১) ল্যাট্রিনের ময়লা (পংকিল) অপসারণের জায়গা নেই;
(২) দরিদ্র পরিবারের বিশেষ করে বস্তি এলাকায় স্যানিটারী ল্যাট্রিনের প্রয়োজন;
(৩) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখার বিদ্যমান জনবলের প্রশিক্ষণ সহ কাজে লাগানো দরকার;
(৪) বর্ষা মৌসুমে ল্যাট্রিনের/সোকওয়েলের ময়লা বের হয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়;
(৫) ময়লা সংগ্রহ করে আঙ্গিনার খালে ফেলে সেখানকার পরিবেশ দূষণ করা হয়;
(৬) পৌরসভা লেট্রিনের ময়লা সংগ্রহ করলেও স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে ফেলা হয় না।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

(১) পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা আবশ্যক;
(২) পাবলিক টয়লেটে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার;
(৩) ময়লা পরিবহন ও পরিশোধন সহ সাকশন মেশিনের সাহায্যে ময়লা অপসারণের ব্যবস্থা প্রয়োজন;
(৪) স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ;
(৫) প্রতি পরিবারের জন্য স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা; এবং
(৬) স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বক্ষনিক মনিটরিং ও তদারকির জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা এবং সকল কাঁচা/ঝুলন্ত ল্যাট্রিন বন্ধ করে দেওয়া।

৫.৪ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা
বিদ্যমান অবস্থা

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতাল/ক্লিনিক/মাতৃসদন কেন্দ্র/পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র/যক্ষা ক্লিনিক নেই। পৌরবাসী সদর হাসপাতল, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে, যার বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হ'লঃ

বিষয়	বিদ্যমান সংখ্যা
(ক) সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা	২
(খ) বেসরকারী হাসপাতালের ও ক্লিনিক	৬৪
(গ) ডায়াবেটিস কেন্দ্রের সংখ্যা	১
(ঘ) মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্রের সংখ্যা	১

পৌরসভা হতে ইপিআই ব্যতিত আর কোন চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় না। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা খাতে বছরে বরাদ্দ খুবই কম থাকে। এ খাতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসাবে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগদান এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য উপকরণ সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে ১৫০ লক্ষ টাকা।

মুখ্য বিষয় / সমস্যা ঃ
বেইজ লাইন সার্ভে

(ক) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগে জনবল এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণের অভাব;
(খ) চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় না;
(গ) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই।

পরিবার জরিপ অনুযায়ী

(ক) ৫৩.২১% পরিবারের মতে তাদের এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নেই এবং ৪৬.৭৯% পরিবার তাদের এলাকায় সুযোগটি আছে বলে জানান।

(খ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে- ১.৯৯% পরিবার সুযোগ না থাকা, ১.৯৯% পরিবার দূরত্বে সুযোগ থাকা, ৯৪.৭০% পরিবার প্রয়োজন না থাকা এবং ১.৩২% পরিবার অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করেন। (উৎস্যঃ প:জ: টেবিল- ৬ ও ৭)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

(১) সকল শ্রেণীর জনগণের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার অভাব এবং পরামর্শ কেন্দ্র নেই;
(২) নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা;
(৩) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নেই;
(৪) সদর হাসপাতালে সেবার মান সন্তষজনক নয়, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নেই;

(৫)টিকাদান কেন্দ্র আছে ; কিন্তু সব ধরনের প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন পাওয়া যায় না;
(৬)কোন কোন এলাকা থেকে চিকিৎসা কেন্দ্র অনেক দূরে ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা;
(৭) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরসভার উদ্যোগের অভাব; এবং
(৮)পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আছে তবে উদ্যোগ না থাকায় চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায় না।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

(১) চিকিৎসা সুবিধার নুন্যতম উপযুক্ত চিকিৎসা পরিবেশ তৈরী করে দেওয়া;
(২)পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ কেন্দ্রে সেবা প্রদানে নিয়োগ করা;
(৩)পৌরসভার তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন;
(৪) স্বাস্থ্য বিষয়ে পৌরসভাকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে;
(৫)প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইপিআই কর্মী নিয়োগ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং
(৬)পৌরসভার বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর আওতায় কার্য-পরিধি অনুসরণে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ ও ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার Preventive কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.৫ শিক্ষার সুযোগ বর্তমান অবস্থা
বেইজ লাইন সার্ভে

ফরিদপুর পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং এ জন্য বাজেটে শিক্ষা খাতে উল্লেখ পরিমান বরাদ্দ রাখা হয়। তাছাড়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা হিসেবে পৌরসভা কর্তৃক অতিরিক্ত ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরী সুযোগ, লইব্রেরী এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করা হয়।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা
বেইজ লাইন সার্ভে

(১) শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বিধায় পৌরসভার তেমন কিছু করণীয় নেই;
(২)পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত ২টি বিদ্যালয়ের মান সম্পন্ন ভাবে পরিচালিত হয় না।

পরিবার জরিপ ঃ
পরিবার জরিপ থেকে দেখা যায়, মহিলাদের মধ্যে ৩.২৬% এবং পুরুষের মধ্যে ৩.৯৪% এবং পুরুষ ও মহিলা উভয় মিলে ৩.৬২% মানুষ নিরক্ষর। তথ্য মতে ৫.১৭% শুধুমাত্র স্বাক্ষর করতে, ২.৩৩% লিখতে এবং পড়তে, ৬৩.৯৮% প্রাইমারী পর্যন্ত, ৭.২৪% নিম্ন মাধ্যমিক, ১৭.৫৭% মাধ্যমিক, ১৭.৩১% এস এস সি, ১৪.৪৭% এইচ এস সি, ১৪.৪৭% গ্রাজুয়েট এবং ১০.৫৮% মানুষ স্নাতোকত্তর ডিগ্রীধারী জনগণ আছে। বস্তি এলাকায় বসবাসরত লোকের মধ্যে ১৪.৮১% মানুষ নিরক্ষর। জরিপকৃত ১১.২৫ জনের মধ্যে ৪৭০ জন (৪১.৭৮%) ছাত্র, যেখানে মেয়েদের মধ্যে ৫৪.০৩% ও পুরুষদের মধ্যে ৩৩.৩৩% লেখাপড়া করছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

(১) বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম;
(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহকে ব্যাহত করে;
(৩) পৌরসভা পরিচালিত দুটি বিদ্যালয় আছে তাদের লেখা-পড়ার মান সন্তুষজনক না;
(৪) শিক্ষার বিষয় দেখার জন্য পৌরসভায় জনবল নেই;
(৫) স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশী ; এবং
(৬) শিক্ষার প্রসারে পৌরসভার উদ্যোগের অভাব।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

(১) যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই সেখানে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
(২) শিক্ষার বিষয় দেখার জন্য পৌরসভার জনবল সৃষ্টি করা;
(৩) দরিদ্র ছাত্রদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ও নারী শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করা;
(৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা;
(৫) সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা;
(৬) পৌরসভা কর্তৃক স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করে বস্তি এলাকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা; এবং
(৭) প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে ভালো স্কুল এবং সমগ্র পৌর এলাকায় কমপক্ষে ৩টি কলেজ স্থাপন করা দরকার।

৫.৬ সড়ক বাতির সুবিধা ঃ
বিদ্যমান অবস্থা ঃ

বেইজ লাইন সার্ভে হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ফরিদপুর পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় ৭০৪০ টি সড়ক বাতি আছে। বর্তমানে সড়ক বাতি কভারেজ ৮০% এর মত। নতুন লাইন স্থাপন সহ এ খাতের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

মুখ্য বিষয় / সমস্যা
বেইজ জরিপ

পরিবার জরিপে সড়ক বাতি সংক্রান্ত কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

(১) সড়ক বাতির অবস্থা ভালো।
(২) কিছু কিছু জায়গায় সড়ক বাতির অভাবে ছিনতাই হয়।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

(১) সকল রাস্তায় সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ;
(২) নতুন রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রমের সাথে অপরিহার্য উপ-অংগ হিসেবে সড়ক বাতি অন্তর্ভূক্ত করে Sub- Project তৈরী করা; এবং
(৩) এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করা।

৫.৭কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
বিদ্যমান অবস্থা ঃ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দিয়েই পৌরসভার সূচনা হয়। পৌরসভা জন্মের আগে থেকেই নগর এলাকায় ঝাড়ু কার্যক্রম চালু ছিল। নগরায়নের যুগে মানুষের আধিক্যের কারণে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করা পৌরসভার জন্য অসম্ভব হয়ে দাড়াচ্ছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১৫৫ জন সুইপার, ৪ জন সুপারভাইজার, ১ জন ভারপ্রাপ্ত কঞ্জারভেন্সী সুপারভাইজার এবং ৪ টি গার্বেজ ট্রাক কাজ করছে। শহরে প্রতিদনি ৫৪ টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়। পৌরসভা প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০ টন বর্জ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাকি বর্জ্য বাড়ির আশেপাশে কিংবা পৌরসভার ড্রেনের মধ্যে ফেলা হয়। ফলে ড্রেনগুলি তার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারাচ্ছে এবং বর্ষার সময় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বর্জ্য সংগ্রহের সনাতনি প্রথা ছিল ডাষ্টবিন নির্মাণ। কিন্তু অনেক জায়গায় ডাষ্টবিনগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। মানুষ এখন আর ডাষ্টবিন চায় না। কারণ ডাষ্টবিন পরিচালন ব্যবস্থা সঠিক না হওয়ায় পরিবেশের ক্ষতি হয়। পার্শ্ববর্তী মানুষ দিন-রাত ২৪ ঘন্টাই ডাষ্টবিনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ পদ্ধতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতিক হারে অজনপ্রিয় হচ্ছে।

পৌরসভার কোন Solid waste disposal ground নেই। ফলে সীমিত আকারে সংগৃহীত ময়লা আবর্জনা পরিবেশ সম্মতভাবে ফেলার কোন সুযোগ নেই। শহরের অভ্যন্তরে আঙ্গিনা জলাশয়ের এক পাশে বর্জ্য ফেলা হয়। পৌরবাসীর বিষয়টিতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। CBO, WLCC, TLCC, সকল FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং সহ সকল পর্যায় থেকে নতুনভাবে স্যানিটারী ল্যান্ডফিল গড়ে তোলার তাগিদ আছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে পরিবেশ সম্মত স্যানিটারী ল্যান্ডফিল গড়ে তোলা ছাড়া পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

মুখ্য বিষয় / সমস্যা
বেইজ লাইন সার্ভের আলোকে

- পৌরসভার কোন ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই;
- বাজেট বরাদ্দ থাকলেও সুষ্ট পরিকল্পনার অভাব রয়েছে ;
- বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান যথাযথ নয়; এবং
- নিরাপদ বর্জ্য পরিবহণের জন্য মান সম্পন্ন এবং প্রয়োজনী সংখ্যক যানবাহনের অভাব।

পরিবার জরিপ ঃ

- ৮৩.৬২% পরিবার বাড়ির পাশে কিংবা উন্মুক্ত জায়গায়, ৮.০৫% ডাষ্টবিন, ৫.৪৬% বাড়ি থেকে সংগ্রহ ব্যবস্থায় এবং ২.৮৭% অন্য ব্যবস্থায় কঠিন বর্জ্য ফেলে থাকে।
- ৮২.৪৩% পরিবারের মতে বাড়ি এবং রাস্তা থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই।
- রাস্তা কিংবা বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ১৯.২৩% পরিবার দিনে একের অধিক , ৬৫.৩৮% পরিবার দিনে ১ বার এবং ১৫.৩৮% পরিবার ২ দিনে একবার ময়লা সংগ্রহের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেণ। (উৎস্য ঃ প:জ: টেবিল- ২৩-৩১)

FGD হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

- ময়লা আর্বজনা ড্রেনের মধ্যে ফেলা হয়;
- ডাস্টবিন থাকলেও তা নিয়মিত পরিস্কার না করায় মানুষ ডাস্টবিনের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে;
- পৌরসভার নিজস্ব কোন বর্জ্য ফেলার স্থান নেই। শহরের বর্জ সংগ্রহ করে আঙ্গিনার জোলাকে দূষিত করা হয়, যাতে জনগণ উদ্বিগ্ন;
- এখনো সব রাস্তা ঝাড়ু কার্যক্রমের আওতায় আনা যায়নি।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

(১) আগামী ২০/২৫ বছরের চাহিদা নিরুপন করে পৌরসভা কর্তৃক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা আবশ্যক;

(২) পৌর এলাকার বড় ও মাঝারী সড়ক নিয়মিত পরিষ্কার করা জরুরী;

(৩) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকির ব্যবস্থা করা;

(৪) পৌর এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় ও পরবর্তীতে পরিবেশ আইন মেনে চলার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বাধ্য করার বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(৫) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা ;

(৬) ডাষ্টবিন নির্মাণ করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগের মাধ্যমে আবর্জনা অপসারণ করা ও সার্বক্ষণিক তদারকির ব্যবস্থা করা;

(৭) বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং এ জন্য মূল্য প্রদানে আগ্রহী করা;

(৮) প্রতিদিন আবর্জনা অপসারণ করার কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(৯) ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে সমন্বয় করা।

৫.৮ বিনোদন সুবিধা

বিদ্যমান অবস্থা

বেইজলাইন সার্ভে থেকে পৌর এলাকার বিনোদন সুবিধা সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পরিবার জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৯৮.৬৪% পরিবার মনে করে তাদের নিকটবর্তী কোন পার্ক নেই। FGD তথ্য অনুযায়ী পৌর এলাকায় কয়েকটি খেলার মাঠ আছে, ২টি সিনেমা হল আছে ; কিন্তু পৌর এলাকায় পার্ক, পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার ও অডিটোরিয়াম প্রয়োজনের তুলনায় কম। তবে অম্বিকা মেমোরিয়াল হল ও পুরাতন বাসষ্ট্যান্ডে কমিউনিটি সেন্টার সামাজিক অনুষ্ঠানদিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

মূখ্য বিষয় / সমস্যা

বেইজ লাইন সার্ভে

বেইজ লাইন সার্ভে হতে পৌর এলাকার বিনোদন সুবিধা সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পরিবার জরিপের আলোকে

- ৯৮.৬৪% পরিবার মনে করে তাদের বিনোদনের জন্য কোন পার্ক নেই।
- মাত্র ১.৩৬% পরিবারের মতে নিকটবর্তী পার্ক আছে। তাদের মধ্যে ২৮.৫৭% মনে করে বিদ্যমান অবস্থায় পার্কের ব্যবহার উপযোগিতা নেই।
- বিনোদন সুবিধা প্রান্তির জন্য ৭৮.০৩% পরিবার পৌরসভা পর্যায়ে পার্ক, ৬.৯৪% হাটার স্থান, ২.৬০% নদীর পার্শ্বস্থ উন্নয়ন এবং ১২.৪৩% বসবাসের কাছাকাছি পার্ক প্রত্যাশা করেন।

FGD তথ্য অনুযায়ী

১. পৌরবাসীদের জন্য কোন বিনোদন সুবিধা নেই;
২. শিশুদের মানসিক বিকাশ ঠিকমত হচ্ছে না বিধায় তারা অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে ও মাদকাশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে চুরি ও ডাকাতির প্রভাব বেশী দেখা যায় ;
৩. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল না থাকায় কোন কার্যক্রম নেই; এবং
৪. পৌরসভার কিংবা বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় কোন পার্ক, পাঠাগার, অডিটোরিয়াম নেই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

১. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. পৌরসভার উদ্যোগে খাস জমি উদ্ধার করে খেলার মাঠ করা প্রয়োজন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার থাকা প্রয়োজন;
৩. পৌরসভার উদ্যোগে শিশুসহ সকল বয়সের লোকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পার্ক, ওয়াকওয়ে ইত্যাদি নির্মাণ করা প্রয়োজন;
৪. পৌরসভার উদ্যোগে কমিউনিটি সেন্টার ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা প্রয়োজন;
৫. একটি চিড়িয়াখানা নির্মাণ করা আবশ্যক; এবং
৬. প্রতিওয়ার্ডে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রেখে বেয়ামাগার নির্মাণ প্রয়োজন।

৫.৯ রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা

বিদ্যমান অবস্থা

পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা মধ্যম মানের। রাজবাড়ী রাস্তার মোড় থেকে নদী গবেষণা এবং ভাঙ্গা রাস্তার মোড় থেকে টেপাখোলা পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাস্তা ২টি পৌরসভার যোগাযোগের ব্যবস্থার ভীত। রাস্তা ২টির সাথে আড়াআড়িভাবে পৌরসভার রাস্তাগুলির সংযুক্ত হয়ে রোড নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। মোটা দাগে পৌরসভার রাস্তাগুলির প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রশস্ত। যে সমস্ত এলাকায় নতুনভাবে বসতি গড়ে উঠছে সেখানে রাস্তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা রাখা হচ্ছে না। এ বিষয়ে আইনের অপ্রতুলতার কারণে মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পৌরসভার বিনিয়োগের ৭০-৮০ ভাগই ব্যয় হয়েছে রাস্তা নির্মাণ/সংস্কারের কাজে। শহরের কোথাও ট্রাফিক সিগন্যাল-এর ব্যবস্থা নেই। সীমিত কিছু রাস্তার পাশে ফুটপথের ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গেছে। মানুষ চলাচলের জন্য ফুটপাথগুলি ব্যবহার করতে পারছে না।

রাস্তা নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ এবং সংস্কারের জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় না। অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তে কাজগুলি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সম্পর্কে কোন ডাটাবেজ না থাকায় রাস্তার নির্মাণ কাল, সংস্কারের সময় ইত্যাদির কোন খতিয়ান লিপিবদ্ধ থাকে না। অধিকাংশ রাস্তার পাশে ড্রেন না থাকায় রাস্তাগুলিতে বৃষ্টির পানি জমে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে নির্মিত রাস্তা থেকে যে পরিমাণ সেবা আশা করা যায় তা পাওয়া সম্ভব হয় না। মানসম্পন্ন রাস্তা নির্মাণ এবং পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী সেবা পাওয়া সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষ চায় আধুনিক পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে তাদেরকে পরিকল্পনার অংশীদারীত্ব দেওয়ার কোন বিকল্প নেই।

বেইজ লাইন সার্ভে হতে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী ফরিদপুর পৌর এলাকায় মোট ১৮০.৮০ কিমি রাস্তা রয়েছে যার মধ্যে ১২০.৮০ কিমি পাকা, ৬০ কিমি কাঁচা এবং ৪৭ টি কালভার্ট রয়েছে। ফরিদপুর পৌর এলাকার বিদ্যমান যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার জন্য মোট আয়তনের শতকরা কত ভাগ রাস্তা রয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি। ফরিদপুর পৌর এলাকায় আভ্যন্তরীন কোন গণ-পরিবহন ব্যবস্থা নেই। ফরিদপুরে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে কিন্তু কোন কার্যক্রম নেই। এখানে ১টি বাস টার্মিনাল আছে যেখানে জেলা/বিভাগ/রাজধানী ঢাকার মধ্যে প্রতিদিন ৪৫০ টি বাস চলাচল করে। ফরিদপুর পৌর এলাকায় পরিচালিত ৪০০ পরিবার জরিপের তথ্য ও উপাত্ত বিশে-ষণ করে পাওয়া যায় ৮৯.৫৮% পরিবার মনে করেন যে ফরিদপুর পৌরসভার সহিত অন্যান্য এলাকার ভাল রোড নেটওয়ার্ক বিদ্যমান (টেবিল সি-৩৬)।

এছাড়া ট্রাফিক সমস্যা বা যানজট সম্পর্কে ৫০.৫৯% পরিবার বলেছে তাদেরকে কোন যানজট মোকাবেলা করতে হয় না (টেবিল সি-৩৭)। তবে যে টুকু যানজট হয় তার কারণ হিসেবে ৪১% পরিবার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, ৩০% পরিবার যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি, ১৯% পরিবার অপ্রশস্ত রাস্তা, ৪% পরিবার দূর্বল গণ পরিবহন ব্যবস্থা, ৪% পরিবার রাস্তা ও ফুটপাত দখল, ১% পরিবার সীমিত অথবা যত্রতত্র গাড়ী পার্কিং, ১% পরিবার ফুটপাথ দখলকে চিহ্নিত করেছে। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র ১৯.১৫% পরিবার বর্তমান যান চলাচল ও পরিবহন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট মর্মে জানিয়েছে।

মুখ্য বিষয় / সমস্যা

বেইজ লাইন সার্ভে

১. প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা ও সেতু/কালভার্টের পরিমাণ কম ;
২. পৌরসভার রাস্তা, সেতু কালভার্ট উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই ;
৩. পর্যাপ্ত অর্থের অভাব রয়েছে ;
৪. জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব বিদ্যমান ;
৫. একটি মাত্র বাসষ্ট্যান্ড ছাড়া কোন বাস টার্মিনাল নেই ;
৬. একটি ট্রাক টার্মিনাল আছে; এবং
৭. পৌরসভার কোন গণ পরিবহন সুবিধা নেই।

পরিবার জরিপ হতে

(১) ট্রাফিক সমস্যা বা যানজট অপেক্ষাকৃত কম হলেও যেটুকু সমস্যা আছে তার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে (যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয় হবে)
(ক) ৪১% পরিবারের মতে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি ;
(খ) ৩০% পরিবারের মতে যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি ;
(গ) ৪% পরিবারের মতে দূর্বল গণ পরিবহন ব্যবস্থা ;
(ঘ) ৪% পরিবারের মতে রাস্তা ও ফুটপাথ দখল ;
(ঙ) ১% পরিবারের মতে সীমিত ও যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং ;
(চ) ১৯% পরিবারের মতে সরু রাস্তা; এবং
(২) যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ১৯.১৫% পরিবার সন্তুষ্ট।

FGD হতে প্রাপ্ত ঃ

১. যে সমস্ত রাস্তা কাঁচা সেগুলিতে বর্ষাকালে কাঁদা হয়ে চলাচলে অসুবিধা হয়;
২. সড়ক বাতির অবস্থা সন্তষজনক, তবে আরো ভাল করা দরকার;
৩. অপরিকল্পিতভাবে বাড়ী করার ফলে এলাকার মধ্যে রাস্তা অত্যন্ত সরু;
৪. বস্তি এলাকার ভিতরে রাস্তার অবস্থা সরু এবং কাঁচা;
৫. ট্রাফিক ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে;
৬. জনতা ব্যাংকের মোড়ে সব সময় যানজট বিদ্যমান থাকে;
৭. বড় বড় গাড়ী চলার কারণে রাস্তা চলাচলের অনুপোযুক্ত হয়ে গেছে;
৮. প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা কম; এবং
৯. রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান না করায় রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

১. সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা, ফুটপাত পাকাকরণ ও ভাঙ্গা রাস্তা সংস্কার করা।
২. পৌরসভার সামনে জনতা ব্যাংকের মোড় এবং ডিসি অফিসের সামনে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করা;
৩. বিদ্যমান কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ ও অপ্রশস্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ;

৪. শহরের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে যোগাযোগের জন্য বেসরকারী উদ্যোগে টাউন সার্ভিস সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌরসভা থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
৫. রাস্তা পাকা করণের সাথে সমন্বিত করে একই সাথে সড়ক বাতি স্থাপন করা দরকার;
৬. মহল্লার অভ্যন্তরীণ রাস্তার জন্য মহল্লাবাসীর অংশগ্রহণে আলাদা পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। এ জন্য মহল্লাবাসীর জমি দান করার আগ্রহকে কাজে লাগানো ;
৭. পরিকল্পিত যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণসহ পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা; এবং রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান করে দ্রুত রাস্তা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা দরকার।

৫.১০ অন্যান্য পৌর সুবিধাদি

উল্লেখিত সেবার বাহিরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাত আছে যার উপর জনগণ সরাসরি নির্ভরশীল। কাঁচা বাজার উন্নয়ন, কসাইখানা নির্মাণ, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, গোরস্থান ও শ্মশানঘাটের উন্নয়ন, নদী ও পুকুরে সিড়ি নির্মাণ, পার্কের উন্নয়ন, সড়ক দ্বিপ/খোলা জায়গা সুসজ্জিতকরণ, পুকুরের পাড় সুসজ্জিতকরণ, লেক সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে পৌর সুবিধাদি প্রদান করা সম্ভব। এ বিষয়ে সীমিত আকারে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে গোয়ালচামটে একটি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। টার্মিনালের মাধ্যমে মানুষ ভালভাবে সেবা পাচ্ছে। টার্মিনাল থেকে মূল শহরে অনেক দূরে হওয়ায় দূর-দূরান্ত থেকে আগত মানুষগুলিকে শহরে প্রবেশ করতে অনেক বেশী টাকা রিক্সা ভাড়া দিতে হয়। অনেক সময় গ্রাম থেকে আসতে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় রিক্সা ভাড়া তার থেকে বেশী হয়ে থাকে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে দরিদ্র মানুষের জন্য বিশেষ উপকার হবে। রাজবাড়ী রাস্তার মোড় থেকে সিএন্ডবি ঘাট পর্যন্ত নগর পরিবহণ সার্ভিস চালু করতে পারলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। পৌরসভায় ১টি অস্বাস্থ্যকর কসাইখানা আছে। লোকালয়ের ভিতরে কসাইখানা থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। কসাইখানার বর্জ্য পার্শ্ববর্তী খালের সাথে মিশে খালের পানিকে দূষিত করছে। এ জন্য নতুন এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ কসাইখানা নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। শহরে মোট ২টি কবরস্থান আছে, যা পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রয়োজনের তুলনায় কবরস্থানের জায়গার পরিমাণ খুবই কম। এ জন্য পুরাতন করবস্থানগুলি সংস্কার ও সম্প্রসারণসহ নতুন কবরস্থান নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। ট্রাক টার্মিনাল, মাইক্রোবাস/প্রাইভেট ষ্ট্যান্ড ও শ্মশানঘাটের উন্নয়ন একইভাবে জরুরী।

বাজার ব্যবস্থাপনার উপর আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনেকটা নির্ভরশীল। মনোপলি বা গুটি কয়েক মানুষের উপর বাজার ব্যবস্থাপনা নির্ভরশীল হলে মূল্যস্ফিতি বেড়ে যায়, বাজার সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যায়। সেক্ষেত্রে পন্য বা সেবা ক্রয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়। বর্তমানে শহরের প্রাণকেন্দ্রে সপ্তাহে ২টি হাট বসে। হাজী শরীয়তুল্লাহ বাজার, পৌরসুপার মার্কেট এবং পৌর তীতুমীর মার্কেটের উন্নয়ন এখন সময়ের দাবী। আনুভূমিকভাবে মার্কেট উন্নয়নের চিন্তা থেকে সরে আসার কোন বিকল্প নেই। ৫০-১০০ বছরের পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনগুলি ভেঙ্গে কমপক্ষে ১০ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা গেলে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে এবং বাজার মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালে আনা যাবে। ক্ষেত্রমত বেজমেন্ট ফ্লোরে গাড়ী পার্কিংসহ কাঁচা বাজারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে একটি সমন্বিত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিদ্যমান অবস্থা ঃ বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী

পৌরসভার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সুপার মার্কেট বলতে যা বুঝায় তা নেই। ব্যক্তি মালিকানাধীন কয়েকটি পাকা সুপার মার্কেট রয়েছে যার অধিকাংশ ৪নং ওয়ার্ডের মধ্যে এবং পৌর সদর এলাকায় অবস্থিত। পৌর এলাকায় ছোট বড় ৬টি হাট ও ১৫টি কাঁচা বাজার এবং ১টি জরাজীর্ন অস্বাস্থ্যকর কসাইখানা আছে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা
বেইজ লাইন সার্ভে

- পৌর এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী মার্কেট ও কসাইখানার অভাব ;
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় নিরাপত্তার অভাব ;
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা নেই ;
- পৌরসভা আওতায় কমপক্ষে ৬ টি সুপার মার্কেট করা হলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- পৌর এলাকায় আরো ৫টি কাঁচা বাজার নির্মাণ করার জন্য ১ কোটি টাকা দরকার ;
- ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি স্বাস্থ্য সম্মত কসাইখানা নির্মাণ করা প্রয়োজন যার জন্য ২২৫ লক্ষ টাকার দরকার ; এবং
- পৌর সদর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার পৌরবাসী সুপার মার্কেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

পরিবার জরিপ
কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

FGD তথ্য অনুযায়ী

- পৌরবাসীর করস্থানের পরিমান কম;
- মার্কেট গুলি দীর্ঘদিন ধরে একই অবস্থায়। কোন উন্নয়নের ছোয়া নেই;
- জেলা শহর হওয়া সত্ত্বেও কোন কসাইখানা নেই। একটি জরাজীন কসাই খানা আছে আবাসিক এলাকায়;

পরিবার জরিপ থেকে
কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
পরামর্শ ঃ

- পৌরবাসীর প্রয়োজনে সুপার মার্কেট ও স্বাস্থ্য সম্মত কসাইখানা নির্মাণসহ কাঁচা বাজারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে ওয়ার্ড ভিশনিং এ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং PDP তে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
- মার্কেট ও বাজার এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা দরকার ;
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় পৌরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন; এবং
- কসাইখানা নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা
Pourashava Governance

৬.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হলঃ

(ক) পৌরসভার দায়িত্ব ঃ

(১) স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এই আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা;

(২) পৌর প্রশাসন ও সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

(৩) পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ; এবং

(৪) নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃংঙ্খলা রক্ষা করা।

(খ) পৌরসভার মূখ্য কার্যাবলী ঃ

(১) আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ ;

(২) পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন;

(৩) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

(৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাত,জনসাধারণের চলাচল,যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ;

(৬) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী ;

(৭) পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাসষ্ট্যান্ড বা বাসষ্টপ এর ব্যবস্থা করা ;

(৮) নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

(৯) বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা;

(১০) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি।

(গ) সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী ঃ

(১) **সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী ঃ** এই আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ ইত্যাদি যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করবে।

(২) **পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ** পৌরসভা প্রত্যেক বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করবে।

(৩) **নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ** এই আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্ত সমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে যা " নাগরিক সনদ" (Citizen Charter) বলে অভিহিত হবে।

(৪) **উন্নতর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন ঃ** প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারীভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করার ব্যবস্থা করবে।

(৫) **পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি ঃ** পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্য-পরিবধি ও আড়াই বছর মেয়াদ নির্ধারণ করে বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করবে, যথা-

(ক) সংস্থাপন ও অর্থ;
(খ) কর নিরূপন ও আদায়;
(গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;
(ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
(ঙ) আইন শৃংঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
(চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;
(ছ) মহিলা ও শিশু;
(জ) মৎস্য ও পশু সম্পদ;
(ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
(ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

উপরোক্ত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত প্রতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষ করে বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

(৬) **স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী ঃ** স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হলে তার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে। স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চুড়ান্ত হবে।

(৭) **সভায় নাগরিকগণের উপস্থিতি ঃ** কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা এর স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে যথাযথ হলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করতে পারবে।

(৮) **পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন ঃ** পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৯) **নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি সংরক্ষণ ঃ**

(ক) পৌরসভার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে ;

(খ) মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে ;

(গ) পৌরসভার কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার সময় সময় যেরুপ নির্ধারণ করবে সেরুপ তথ্যাবলী প্রকাশ করবে।

৬.২ পৌর সেবা সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান

পৌরসভা কার্যাবলী পরিচালনায় ও সেবা প্রদানে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব / দায়িত্ব/ সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সবের মধ্যে কোন কোন সংস্থা পৌরসভার সাথে সমন্বিত/যৌথভাবে, আবার কোন কোন সংস্থা / সংগঠন আলাদা পরিমন্ডলে থেকে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। এরুপ কথিপয় সংস্থা / সংগঠনের কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হল।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

সাধারণতঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পৌর এলাকার সকল নাগরিক, পৌরসভা ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী অফিস আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

এলজিইডি'র আওতায় পৌরসভার অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাস্তা উন্নয়ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়ে থাকে। তবে এগুলো পর্যায়ক্রমে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডি পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন,

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। এ ছাড়া এলজিইডি পৌরসভার মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নসহ যে কোন বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে UGIIP-2 ছাড়াও এলজিইডির আওতাধীন জেলা শহর প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর পৌরসভার মহা-পরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের কাজ চলছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ (RHD)

প্রায় সকল পৌরসভার ভিতর দিয়ে অথবা পাশ দিয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মহাসড়ক অতিক্রম করেছে। পৌরসভার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রধান সড়কটি সাধারণত সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ সকল রাস্তা উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ রাস্তা সংলগ্ন নর্দমা ব্যবস্থা সড়ক ও জনপথ বিভাগের একক দায়িত্ব। এ সব কাজে পৌরসভার কোন ভূমিকা নেই; তবে পৌর এলাকার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়ক সহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে প্রায় ১৫ কিঃমিঃ রাস্তা রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)

পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও পরিচালনায় DPHE ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পৌরসভার সাথে সম্মিলিতভাবে পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণের পর সাধারণত তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং পৌরসভাই গ্রাহকদের নিকট থেকে পানির 'ট্যারিফ' সংগ্রহ করে। ফরিদপুর পৌরসভার এ রকম বহু কার্যক্রম DPHE গ্রহণ করেছে।

গ্যাস ঃ ফরিদপুর পৌরসভায় কোন গ্যাস সংযোগ নেই। তবে পদ্মা সেতু নির্মাণের পর এই এলাকায় গ্যাসের সংযোগ পাওয়া যেতে পারে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (টিএন্ডটি)

নাগরিক জীবনে যোগাযোগের অপরিহার্য একটি সেবা টেলি যোগাযোগ। এর ব্যবস্থাপনার জন্য টিএন্ডটি বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত। দেশের সকল পৌর এলাকায় টিএন্ডটি'র কার্যক্রম আছে এবং এরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষের এ কাজে তেমন কোন ভূমিকা নেই।

জেলা প্রশাসক

জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসনিক প্রধান। পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া জেলা প্রশাসন থেকে করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া পৌরসভার কর আদায়, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি কাজে জেলা প্রশাসক ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে পৌরসভাকে সহায়তা করেন।

পুলিশ সুপার

পুলিশ সুপার জেলার পুলিশ বিভাগের প্রধান। পৌর এলাকাসহ জেলার সার্বিক আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি সংরক্ষণ করা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব। অবৈধ দখল উচ্ছেদসহ পৌরসভার সকল আইনি পদক্ষেপ বাস্তবায়নে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর সাথে পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাগণও পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান করে।

সিভিল সার্জন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা পর্যায়ের প্রধান হচ্ছেন সিভিল সার্জন। ইপিআইসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পৌরসভার সাথে সমন্বিতভাবে সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কাজ করে।

অন্যান্য

উপরে বর্ণিত বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/সংগঠন ছাড়া স্থান ও অবস্থা ভেদে পর্যটন অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌ-পরিবহন সংস্থা, রেলওয়ে বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় অফিস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যালয় ইত্যাদিসহ অনেক সরকারী/আধা-সরকারী/বে-সরকারী সংস্থা (NGOs) পৌরসভার জন্য এবং পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৬.৩ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিধি- বিধান

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী পৌরসভা তহবিল গঠিত ও পরিচালিত হয়। পৌরসভার ট্যাক্সেশন রুল (কর বিধান) ১৯৬০ এবং মডেল ট্যাক্স সিডিউল ২০০৩ পৌরসভা রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি। পৌরসভার সচিবের নেতৃত্বাধীন সাধারণ বিভাগের আওতায় হিসাব শাখা, এ্যাসেসমেন্ট শাখা ও কর আদায় শাখার সমন্বয়ে আর্থিক বিষয়ক রেকর্ডপত্র তৈরী ও সংরক্ষণ করে। অন্যান্য পৌরসভার মত ফরিদপুর পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসন পৌর মেয়রের নেতৃত্ব পৌর- পরিষদের কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

কর নির্ধারণ ও পুনঃ নির্ধারণ

ফরিদপুর পৌরসভায় কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী ২০০৯-২০১০ সালে সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) এর মাধ্যমে পূণঃ কর নির্ধারিত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পূনঃ কর নির্ধারণের কার্যক্রম শেষ হবে।

হিসাব বই (Books of Accounts)

ফরিদপুর পৌরসভা নিম্নে বর্ণিত হিসাব বই বা Books of Accounts সংরক্ষণ করে।

ছক-৬.১

হিসাব বই/রেজিষ্ট্রার/ডকুমেন্ট	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি
সাধারণ ক্যাশ বই	এ্যাকাউন্টেন্ট
ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বই	এ্যাকাউন্টেন্ট
চেক ইস্যু রেজিষ্ট্রার	এ্যাকাউন্টেন্ট
দৈনিক গ্রহণ/আদায় রেজিষ্ট্রার	এ্যাকাউন্টেন্ট
কর আদায় রেজিষ্ট্রার	কর আদায়কারী
ট্রেড লাইসেন্স রেজিষ্ট্রার	লাইসেন্স ক্লার্ক
দায়ী রেজিষ্ট্রার	কর আদায়কারী
কর নির্ধারণ রেজিষ্ট্রার	কর আদায়কারী

ফরিদপুর পৌরসভার স্থায়ী/নির্ধারিত সম্পদ আছে বিধায় ফিক্সড এ্যাসেট রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করা হয়।

বাজেট ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণ ঃ

অন্যান্য পৌরসভার মত সরকার নির্ধারিত ছক ও পদ্ধতি অনুসরণে ফরিদপুর পৌরসভার আর্থিক বছর ভিত্তিক আয় ব্যয় প্রদর্শন পূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশ করা হয়। পৌরসভার বাজেটেই ঐ পৌরসভার সত্যিকারের আয়-ব্যয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পৌরসভাকে মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বাজেট তৈরী করে মে মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়। সাধারণত জুন মাসের মধ্যে পৌরসভা তাদের বাজেটের অনুমোদন পেয়ে থাকে।

অডিট

ফরিদপুর পৌরসভার আভ্যন্তরিন নিরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে প্রতি বছর সরকারী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিটি পৌরসভার রাজস্ব খাত, উন্নয়ন খাত, উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি লেন দেনের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। পৌরসভাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত অডিটর কর্তৃক মতামতের সন্তোষজনক জবাব দিতে হয়।

রিপোর্ট পেশ

বাজেট ছাড়া ফরিদপুর পৌরসভাকে বছরে একবার আয় ব্যয়ের হিসাব (Receipt and Payment Account) তৈরী করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়।

৬.৪ পৌর সেবা সরবরাহ বিষয়ক নাগরিকদের ধারণা/উপলব্ধি

পৌরসভা কর্তৃক সরবাহকৃত সেবার বিষয়ে পৌর নাগরিকদের উপলব্ধি ও সন্তুষ্টির বিষয়ে ধারণা পাওয়ার জন্য পরিবার জরিপ প্রশ্নমালার বিভিন্ন সেকশন ব্যবহার করা হয়েছে। ফরিদপুর পৌরসভায় এরুপ ৪০০ পরিবার জরিপের মাধ্যমে পৌর সেবা সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ও সন্তুষ্টির বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিশে-ষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে একই প্রশ্নমালা ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতঃ তার বিশে-ষণ করলে পৌর সেবার মানের গ্যাপ/পার্থক্য জানা যাবে এবং তদানুযায়ী গ্যাপ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হবে। নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মাত্রার বিবরণ দেওয়া হল।

ছক- ৬.২

ক্রমিক নং	বিষয় ও সূত্র	সন্তুষ্টির মাত্রা				
		অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট কোনটিই না	সন্তুষ্ট	অতিমাত্রায় সন্তুষ্টি
১.	নল বাহিত পনি সরবরাহ	৯%	৫২%	২০%	১৭%	২%
২.	পানির মান	৩%	২৪%	১৮%	৪%	১%
৩.	সার্বিক স্যানিটেশন অবস্থা	৩%	৬%	৪৩%	৩৬%	১১%
৪.	বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা	৩০%	৩৪%	২৭%	৪%	৪%
৫.	সামগ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১১%	৩৪%	৪৪%	৭%	৩%
৬.	ট্রাফিক এবং ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম	৩%	৯%	৬৯%	১৫%	৫%
৭.	পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা	৫%	১০%	৪৫%	৩২%	৮%
সামগ্রিকভাবে পৌরসভার সেবা সম্পর্কিত জনগণের উপলব্ধি(১-৭ ক্রমিকের গড়)		৯%	২৪%	৩৮%	১৬%	৫%

৬.৫ পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থা / সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশ গ্রহণঃ

পৌরসভা আইন ২০০৯ এ পৌরসভার সেবা মূলক ও অন্যান্য কাজে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং পৌরসভা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে পারবে মর্মে বিধান রাখা হয়েছে। পৌরসভা আইনের উক্ত বিধান অনুসরণেই জনগণ/স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে UGIIP-2 এর আওতায় ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC) এবং পৌরসভা পর্যায়ে নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) গঠন করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান অবস্থায় ফরিদপুর পৌরসভার সার্বিক পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই মর্মে পরিবার জরিপ এবং ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলন থেকে ধারনা পাওয়া যায়। পরিবার জরিপ তথ্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ৮৫% পরিবারের মতে পৌরসভা কার্যক্রমে তাদেরকে ডাকা হয় না। পক্ষান্তরে ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলন অনুযায়ী ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯ টি থেকে বলা হয়েছে যে, পৌরসভা কার্যক্রমে তাদের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ঃ

ফরিদপুর পৌরসভায় ৪০০ টি পরিবার জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়। দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে ২৮% যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে। ৮৫% পরিবার ব্যক্তিগতভাবে, ১১% পরিবার পত্রের মাধ্যমে, ১% পরিবার তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে এবং ৩% পরিবার বিভাগীয় যোগাযোগের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেণ। অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে টেলিফোনে, Email এবং পত্র মারফতে অভিযোগের দাখিল ও নিস্পত্তির পরিমান বাড়ানো গেলে সুশাসন সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান জনগণের অংশগ্রহণ। পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগের বিষয়ে ৮৫% পরিবার মনে করে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই (সূত্রঃ পঃ জঃ টেবিল-৪৭)। মাত্র ১৪% পরিবার পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকার কথা জানান। এদের মধ্যে ২১% বাজেট তৈরীতে, ১৩% TLCC তে, ২৪% WLCC তে, ৩২% এলাকা ভিত্তিক সংগঠনে, ৬% নতুন প্রকল্প গ্রহণে এবং ৪% ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগের কথা জানান। সুযোগ প্রাপ্ত ১৪% মানুষের মধ্যে শতকরা ৬৯ ভাগ মানুষ UGIIP-2 প্রকল্পের কার্যক্রমে তাদের সুযোগ রয়েছে বলে মতদেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চাইলে তারা এগিয়ে আসতে চায়। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণে সুশাসন সৃষ্টি করতে হলে পৌরসভাকেই অগ্রনী ভূমিকা রাখতে হবে।

৬.৬ পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় ঃ

পৌরসভা পরিচালনার জন্য দু'টি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে একটি বাস্তব অবকাঠামো (Physical facilities) তথা পৌর ভবন এবং অপরটি পৌরসভার জনবল। একটি গাড়ী চালনার জন্য ইঞ্জিন যেমন অপরিহার্য তেমনি পৌরসভার সকল কাজ চালানোর জন্য জনবল অতি আবশ্যক। অন্য দিকে ইঞ্জিনের কোন একটি অংশ না থাকলে বা সঠিকভাবে কাজ না করলে যেমন ইঞ্জিন চলে না পৌরসভার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও দক্ষ জনবল না থাকলে পৌরসভা চালানো যায় না। ফরিদপুর পৌরসভাকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য এই দুটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ আবশ্যক।

ফরিদপুর পৌরসভা কার্যালয়ঃ

ফরিদপুর পৌরসভার নিজস্ব জমির পরিমাণ ৮২ শতাংশ যেখানে বর্তমানে পৌরসভার কার্যালয় অবস্থিত। একটি নতুন ও একটি পুরতন ভবনে পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নতুন ভবনটি এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে। অর্থ-প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজটি সম্পন্ন হবে। দিন দিন পৌরসভার কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পন্ন ভাবে জনসেবা দেওয়ার জন্য ভবনের পরিসর বাড়ানো প্রয়োজন।

ফরিদপুর পৌরসভার জনবল ঃ

পৌরসভার সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সরবরাহ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এ জন্য সরকার দেশের ৩০৮টি পৌরসভার জন্য শ্রেণী ভিত্তিক জনবল কাঠামো (Organogram) নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফরিদপুর পৌরসভা ক শ্রেণীর পৌরসভা বিধায় ক শ্রেণীর পৌরসভার অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এখানে জনবল নিয়োগ পেয়ে থাকে। সেই হিসেবে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অনুমোদিত পদ ও তার বিপরীতে বর্তমানে পূরণকৃত পদ, শুন্য পদের সংখ্যা, দৈনিক হাজিরা

ভিত্তিক কর্মচারীর সংখ্যা, মহিলাদের দ্বারা পূরণকৃত সংখ্যা ও বিগত ১০ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলো।

ছক-৬.৩ ঃ পৌরসভার বিদ্যমান জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	বিভাগ/শাখা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শূন্যপদ (পদের নামও পদ সংখ্যা	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা	মহিলাদের দ্বারা পূরণকৃত পদ সংখ্যা	বিগত ১০ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
১.	প্রশাসন বিভাগ						
	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১				
	সচিব	১	-	১			
	সাধারণ শাখা	২০	১৭	৩	৫	১	১
	হিসাব শাখা	৬	৫	১	-	১	৩
	এ্যাসেসমেন্ট (কর নির্ধারণ) শাখা	৬	৫	১	১	-	-
	কর আদায় শাখা	১৬	১১	৫	২	২	২
	পৌর বাজার শাখা	৫	৪	১	২	-	-
	শিক্ষা/সাংস্কৃতি/পাঠাগার শাখা	২২	২২	-	৩	৯	-
	মোট	৭৭	৬৫	১২	১৩	১৩	
২.	প্রকৌশল বিভাগ						
	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১				
	সহকারী প্রকৌশলী	১	১				
	বিদ্যুৎ, পূর্ত ও যান্ত্রিক শাখা	৫১	২৭	২৪			
	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখা	৩২	৩২	-	২	৩	
	মোট	৮৫	৬১	২৪	২	৩	
৩.	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ	২৭	১৩	১৪	৬	৭	
	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১	১	-			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা			-	-	-	-
	পরিচছন্নতা শাখা	৫	৫		১৫৫	৮০	
	মোট	৩৩	১৯	১৪	১৬১	৮০	-
	সর্বমোট	১৯৫	১৪৫	৫০	৯৭	১১৭	

উপরোক্ত ছকে দৃশ্যমান পৌরসভার জনবলের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯৫ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মরত আছে ১৪৫ জন। এদের মধ্যে প্রশাসন বিভাগের ৭৭টি পদের বিপরীতে ৬৫ জন, প্রকৌশল বিভাগে ৮৫ টি পদের বিপরীতে ৬১ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ৩৩ টি পদের বিপরীতে ১৯জন কর্মরত আছেন। অর্থাৎ সচিব, নগর পরিকল্পনাবিদ

এবং বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তার মত গুরুত্বপূর্ণ পদ সহ অনুমোদিত পদের প্রায় ২৫% পদ শুণ্য রয়েছে। অনুমোদিত পদে লোক নিয়োগ না হলেও অনেকে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কর্মরত আছে। সার্বিক বিবেচনায় কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা কম নয়। তবে সংখ্যার থেকেও বেশি দরকার মান(Quality), যা জনসেবা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফরিদপুর পৌর এলকায় পরিচালিত ১৩ টি FGD এবং ৯টি ওয়ার্ড ভিশনিং এ শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত এবং কাজের প্রতি অনুগত্যশীল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। জনগণের চাহিদা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুধুমাত্র প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল হলে স্থায়ীত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যাবে না। বর্তমানে ৩০৮ টি পৌরসভা এবং আগামী দিনে আরো পৌরসভা সৃষ্টি হতে পারে এমন বিবেচনায় সারা দেশের জন্য একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। **" প্রকল্প আছে, কার্যক্রম আছে"**-এ ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় জনগণের চাহিদা মাফিক নিরবিছিন্ন সেবা দেওয়া সম্ভব হবে না। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন নগর ব্যবস্থাপনার সর্বিক কার্যক্রম এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্টানিক উন্নয়নের উপরই পৌরসভগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ টেকসই উন্নয়ন নির্ভরশীল।

সপ্তম অধ্যায়

পৌরসভার ভিশন তৈরী, উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়

Formulation of Pourashava Vision, Identification of Priority area of Development and Determination of Implementation Strategies

৭.১ ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলন

ফরিদপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে পৌরসভা প্রদত্ত সেবা প্রদানের মান স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ওয়ার্ডে বসবাসকারী স্টেকহোল্ডারদের অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ এবং সার্বিক পৌরসভা ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অবদান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলন করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের অংশ হিসেবে পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গভার্নেন্স/পরিচালন ব্যবস্থার বিষয়সমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে স্টেকহোল্ডারগণ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী করণীয় বিষয় সমূহ চিহ্নিত করতঃ প্রতিটি সেক্টরের অঙ্গ সমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি তালিকা তৈরী করে, যা ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং অন্যদিকে ওয়ার্ডের স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ৯টি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের তথ্য বিশ্লেষণ করে সেক্টর ভিত্তিক সম্মিলিত অগ্রাধিকারের চিত্র নিম্নে প্রদান করা হ'ল।

ছক-৭.১ ঃ ওয়ার্ড ভিশনিং এ প্রাপ্ত সম্মিলিত অগ্রাধিকার

অবকাঠামো ও সেবা	
সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার
রাস্তা ও ফুটপাথ	২য়
নর্দমা নির্মাণ ও মেরামত	৩য়
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ ও পুর্নবাসন	১ম
পয়ঃনিষ্কাশন	৬ষ্ঠ
পরিবেশ উন্নয়ন	৪র্থ
আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫ম
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	৮শ
বিনোদন সুবিধা	৭ম
সড়ক বাতি	৯ম

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	
সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার
দারিদ্র	২য়
নিরাপত্তা	৩য়
দৈনন্দিন জীবিকা	৫ম
শিক্ষা সেবা	১ম
স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	৪র্থ
পরিবেশ ভারসাম্য	৬ষ্ঠ

গভার্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা	
সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার
আপত্তি নিষ্পত্তি	৪র্থ
আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	৬ষ্ট
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	৫ম
পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা	৩য়
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক ও প্রশাসনিক)	১ম
নতুন সেবা গ্রহণে অবাধ সুযোগ	২য়

উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার বিষয়ে ফরিদপুর পৌরসভায় ১৩টি FGD পরিচালিত হয়। অংশগ্রহণকারীগণ অগ্রাধিকার সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ কর হয়েছে। সংখ্যার উর্দ্ধক্রম অগ্রাধিকারের নিম্নক্রম প্রকাশ করে। সম্মিলিত অগ্রাধিকারের গড় মানের নিম্নক্রম অগ্রাধিকারের উচ্চ স্কোর হিসাবে বিবেচিত। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় সম্মিলিত অগ্রাধিকারের তালিকাক ছক- ৭.২ দেওয়া হ'ল।

ছক-৭.২ঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার

এফজিডির এলাকা	এফজিডিতে অগ্রাধিকার										
	পানির সরবরাহ	ড্রেনেজ ব্যবস্থা	বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা	রাস্তার উন্নয়ন	স্যানিটেশন	বিদ্যুতায়ন	মাটি কাটা	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	কর্মসংস্থান	নিরাপত্তা
১. শোভারামপুর	১	২	৬	৩		৫	৭	৪			০
২. পঃ গোয়ালচামট	২	৪	৬	৫	৩	৭					০
৩. লালন নগর	১	২	৭	৩		৫	৬	৪			০
৪. আছিরুদ্দিন সড়ক	১	২	৭	৩		৫	৬	৪			০
৫. ঝিলটুলী	১	২	৪	৩	৬		৫			৭	০
৬. তিতুমীর বাজার	৬	২	৪	৫	৩		১				০
৭. দঃ ফরিদপুর	১	২		৫	৪	৭		৬		৩	০
৮. বায়তুল আমান বস্তি	১	৩		৪	৫			৬	৭		০
৯. দঃ টেপাখোলা	১	২	৬	৫					৪		০
১০. কাহারপাড়া	১	৫	৬	২	৩	৭			০		০
১১. অম্বিকাপুর	১	২	৬	৫					৪		০
১২. লক্ষীপুর	১	১	৬	৩	৪	৯		৮	৭		০
১৩. ভাটি লক্ষিপুর	১	২	৪	৩		৮		৬	৭	৫	০
অগ্রাধিকারের গড় মান	১.৫৩৮	২.৩৮৫	৫.৬৩৬	৩.৭৬৯	৪	৬.৬২৫	৫	৫.৪২৯	৪.৮৩৩	৫	০
সম্মিলিত অগ্রাধিকারের স্কোর	৬৫.০০	৪১.৯৪	১৭.৭৪	২৬.৫৩	২৫.০০	১৫.০৯	২০.০০	১৮.৪২	২০.৬৯	২০.০০	
অগ্রাধিকার ক্রম	১ম	২য়	৮ম	৩য়	৪র্থ	৯ম	৬ষ্ট	৭ম	৫ম	৬ষ্ট	

এফজিডি থেকে ৪টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেক্টর হিসাবে পানি, নর্দমা, রাস্তা ও স্যানিটেশন খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওয়ার্ড ভিশন এবং FGD অনুশীলন অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ ফরিদপুর পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

৭.২ পৌরসভা ভিশন

ভিশন অনুশীলন প্রক্রিয়া ও SWOT বিশেৱষণ

পৌরসভার বিদ্যমান সেবার মান এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা সম্পর্কে নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও ধারণা গ্রহণ, পৌরসভাকে একটি আদর্শ পৌরসভাতে উন্নতি করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ অর্থাৎ পৌরসভার জন্য তাদের ভিশন প্রণয়ন এবং উক্ত ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণসহ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ের লক্ষ্যে ফরিদপুর পৌরসভায় ৮ মে ২০১০ তারিখে পৌরসভা ভিশন অনুশীনের আয়োজন করা হয়।

পিডিপি প্রণয়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত পৌরসভা ভিশন অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভা মেয়রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্ম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারগণ ৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে পৌরসভা ভিশন অনুশীলনের কার্যাদি সম্পন্ন করে। ধারাবাহিক পদ্ধতিতে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ, FGD, ওয়ার্ড ভিশনের ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণের /পর্যালোচনার পর প্রতিটি দল পৌরসভার সামর্থ ও দূর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুকি (SWOT) বিশ্লেষণ করে। ৪টি দলের SWOT বিশ্লেষণ সমন্বিত চিত্র নিম্নের ছকে দেওয়া হলো।

ছক-৭.৩ঃ পৌর ভিশনিং থেকে প্রাপ্ত সম্মিলিত SWOT

সামর্থ্য	দুর্বলতা
• সুন্দর পৌরভবন ও হলরুম • কাজের প্রতি অনুগতশীল একটি পরিষদ • জনগণকে সাহায্যের মনোভাব • ট্যাক্স ও পানির বিল কম্পিউটারাইজেশন • বিরাট গরুর হাট • পৌরসভার ট্যাক্স আদায় ভাল • CBO, WLCC & TLCC এর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ	• স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব • অর্থের অভাব • পরিকল্পনার অভাব • জনগণের অংশগ্রহণ নেই • পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সুযোগ ও রীতি পরিলক্ষীত হয় না। • দারিদ্র হ্রাসকরণ ও জেন্ডার বিষয়ে কোন পরিকল্পনা নেই। • টেকসই উন্নয়নের জন্য নিজস্ব দক্ষ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/কর্মচারীর অভাব। • পৌর পুলিশিং ব্যাবস্থা না থাকা • দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া • প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব • অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা • ডাম্পিং গ্রউন্ড না থাকা • পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব • জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা না থাকা

সুযোগসমূহ	**ঝুঁকি/হুমকি**
◊ জনগণের সাহায্যের মনোভাব ◊ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের সুযোগ ◊ প্রকল্প সহায়তা ◊ মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তা নিয়োগ ◊ পিডিপি প্রণয়নে জনসম্পৃক্ততার সুযোগ ◊ পৌরসভার আয় বাড়তে পারে ◊ পিডিপির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ভিশন প্রণয়ন ও অর্জনের কৌশল পাওয়া যাবে। ◊ মাওয়াতে পদ্মা সেতু হওয়ার সম্ভাবনা ◊ এখনো অনেক উন্মুক্ত যায়গা ◊ কুমার নদী শহরের মধ্যে অবস্থিত ◊ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ	◊ নিরাপত্তাহীনতা ◊ নদীভাঙ্গন ◊ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ শহরমূখী হওয়া ◊ যথেষ্ট পরিমান বরাদ্দ না পাওয়া ◊ আর্সেনিক ও আয়রনযুক্ত পানি ◊ দরিদ্র মানুষের পরিমান বৃদ্ধি ◊ মাদকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়া ◊ পিডিপি বাস্তবায়নে অর্থের যোগান না থাকা ◊ সড়ক দূর্ঘটনা বেড়ে যেতে পারে ◊ জনগণের পরামর্শ নিয়ে তদানুযায়ী কাজ করতে না পারলে জনগণের আস্থা, সমর্থন ও সম্মান হারানোর আশংকা থাকবে। ◊ বন্যার আশংকা ◊ কর্মসংস্থানের অভাব ◊ ড্রেনের পানি আঙ্গিনার জলাশয় ও কুমার নদীতে ফেলার ফলে পানি দূষণ হওয়া ◊ মানুষের চাহিদা তৈরী ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান বড়বে।

উক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি দল কার্যকরভাবে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়। এ সব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের বিস্তারিত বিবরণ ফরিদপুর পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রণয়ন

SWOT বিশ্লেষণের পর প্রতিটি দল তাদের অনুশীলনের মাধ্যমে পৌরসভার জন্য স্ব স্ব দলের ভিশন ২০৩০ প্রণয়নসহ উক্ত ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতঃ ভিশন বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় করে দল নেতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সকল দলের উপস্থাপনের পর প্রতিটি

দলের ভিশন বিবৃতির উপর খোলামেলা আলাপ আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে চুড়ান্তকৃত ফরিদপুর পৌরসভার ভিশন ২০৩০ মেয়র মহোদয় উপস্থাপন করেন। উক্ত ভিশন বিবৃতি নিম্নরূপঃ

ফরিদপুর পৌরসভা ভিশন ২০৩০

" আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে সুপরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে ফরিদপুর পৌরসভাকে দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আধুনিক, পরিকল্পিত ও সুসজ্জিত এবং আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত নিরাপদ বাসযোগ্য মডেল পৌরসভা হিসাবে গড়তে চাই।"	
তারিখ ঃ ০৮ মে ২০১০খ্রিঃ	'পৌরসভা ভিশন' বিবৃতি উপস্থাপন করছেন ফরিদপুর পৌরসভার মেয়র জনাব শেখ মাহ্তাব আলী মেথু

পৌরসভার ভিশন সংশোধন

২০১০ প্রথমবারের মতো ভিশন ঘোষনার পর থেকে বিগত সাত বছরের ফরিদপুর পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং পৌর নাগরিকদের প্রত্যাশার প্রতিফল ঘটাতে ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে টিএলসিসি এবং পৌর পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ফরিদপুর পৌরসভার ভিশনটি নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়।
সংশোধিত ভিশন - **"ফরিদপুর আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং বাসযোগ্য নগর হবে"**।

৭.৩ উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়

পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রণয়নের পর তা অর্জনের জন্য উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত স্টেকহোল্ডারগণকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলো।

অবকাঠামো ও সেবা

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়া	Landuse Plan ও ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করে পরিকল্পিত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা হবে। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
২য়	সবার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য ২৪=৭ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ জন্য পর্যায়ক্রমে উৎপাদক নলকূপ, আয়রণ দূরীকরণ প্ল্যান্ট (IRP), সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং উন্নত সরবারহ লাইন স্থাপন করা হবে। সর্বক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
৩য়	টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়া	বর্জ্য ফেলার স্থান (Dumping Ground), ট্রান্সফার ষ্টেশন সহ জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা গড়া হবে।
৪র্থ	সুসজ্জিত ও পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সার্বিক যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। শহরের অভ্যন্তরে বড় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাইপাস সড়ক নির্মানের পরিকল্পনা নেওয়া হবে।
৫ম	স্যানিটেশন ব্যবস্থা	উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিয়ামক। গরীব ও হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। আগামী ২ বছরের মধ্যে সবার জন্য ১০০% স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
৬ষ্ঠ	কসাইখানা, সৌন্দর্য্য বর্ধন ও মার্কেট নির্মান।	কসাইখানা নির্মান, সৌন্দর্য্য বর্ধনমূলক কাজ সহ মার্কেট নির্মানের মাধ্যমে ব্যবসা বানিজ্যের অবাধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। ফলে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে, দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।
৭ম	পরিবেশ সহ বস্তি উন্নয়ন	উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে বস্তিবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন	শিক্ষার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনগণের অংশগ্রহণে মান বাড়ানোর বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে পৌরসভার উদ্যোগে গরীবদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হবে। একই সাথে এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হবে।
২য়	দারিদ্র হ্রাসকরণ	দরিদ্র মানুষের তালিকা প্রণনয়, তাদের সামাজিক অন্তর্ভূক্তি (Social inclusion), নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে দারিদ্র হ্রাস করার প্রয়াস নেওয়া হবে। অরক্ষিত গ্রুপগুলিকে (Vulnerable group) চিহ্নিত করে পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় নেওয়া হবে।
৩য়	সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	সামাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলা হবে। জনসচেতনতা এক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি।

পৌর পরিচালন ব্যবস্থা

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পৌরসভার কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ	পৌরসভার কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে পৌরসভার আয়-ব্যয়ের হিসাব জনগণের কাছে তুলে ধরা, পৌরকর ধার্য্য ও আদায় এবং টেকসই আবর্জনা ব্যবস্থার উন্নয়ন, জনসচেতনতা সহ প্রতিটি কাজে সিবিও প্রতিনিধিসহ সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পৌরসভার কার্য্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
২য়	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা	মান সম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত এবং কাজের প্রতি আনুগত্যশীল পৌর জনপ্রশাসন গড়ে তোলাই হবে প্রশাসনিক শৃংখলার প্রধান কৌশল। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশাসনিক শৃংখলার উন্নয়ন ঘটবে।
৩য়	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	পৌরসভার সেবাগুলোকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং উপযুক্ত মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।
৪র্থ	নতুন সেবা গ্রহণে অবাধ সুযোগ	সিটিজেন চার্টারে সেবা প্রাপ্তির স্থান, সেবা জন্য নির্ধারিত মূল্য, সেবা পেতে অসুবিধা হলে আপত্তি দাখিলের স্থান জানানো হলে নতুন সেবা গ্রহণে জনগণের অসুবিধা কমবে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহে জনগণের অধিকার নিশ্চিত হবে।
৫ ম	আপত্তি / নিষ্পত্তি	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য চলমান পদ্ধতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সহ উন্নত মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হলে জনগণ কাঙ্খিত সেবা পাবে।

অষ্টম অধ্যায়
ভিশন অর্জন/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা
Vision Realization Planning

ফরিদপুর পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন ঃ

"ফরিদপুর আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং বাসযোগ্য নগর হবে"

৮.১ পৌরসভার সার্বিক ভিশন অর্জনের উপায়/মাধ্যম

- পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা-পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা;
- নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা।

৮.২ ফরিদপুর পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন লক্ষ্য সমূহ অর্জনের সার্বিক কৌশল

একটি শহরের ভিশন এবং প্রধান প্রধান সেক্টরের অগ্রাধিকারই সেক্টর ভিত্তিক ভিশন এবং এর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ের পথ দেখায়। সেক্টর ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করতে হলে বছর ভিত্তিক কৌশল ও বছর ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

ফরিদপুর পৌরসভা সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরী অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ এবং বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরণে ভিশন বাস্তবায়নের থেকে ৪টি লক্ষ্য এবং তা অর্জনের জন্য সময় নির্বাচনসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিক সার্বিক বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করা হয়েছে। লক্ষ্য ভিত্তিক এ সব বিষয় নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ নগর পরিকল্পনা

(১) ২০১১ সালের মধ্যে মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তার আওতায় পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করা।

(২) ২০১১ সালের মধ্যে প্রণীত মহা পরিকল্পনার আওতায় তৈরী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে অপরিকল্পিতভাবে আবাশিক ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

(৩) ২০১১ সালের মধ্যে প্রণীত মহা-পরিকল্পনার আওতায় তৈরী ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে ২০১১ সাল থেকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ বাস্ড়বায়ন করা।

(৪) ২০১১ সালের মধ্যে প্রণীত মহা-পরিকল্পনার আওতায় তৈরী রোড় নেটওয়ার্কসহ পরিবহণ ও যানবাহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা।

লক্ষ্য-২ ঃ মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা প্রদান

(১) ২০৩০ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র শহরে পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিনাল, রাস্ড়া, ফুটপাথ,সেতু/ কালভাট ইত্যাদিনির্মাণ ও সড়কবাতি স্থাপনসহ যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা।

(২) ২০১১ সালের মধ্যে ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ২০৩০ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ পরিকল্পিত নর্দমা ব্যবস্থা স্থাপন।

(৩) ২০১৫ সালের মধ্যে ৪০% থেকে ৭০% এলাকা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। এর ২০২০ সালে মধ্যে ১০০% এলাকা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় নেওয়া হবে। ২০৩০ সনের মধ্যে ২৪x৭ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

(৪) ২০১৩ সালের মধ্যে মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রেখে পাবলিক টয়লেটসহ ১০০% স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপন।

(৫) ২০১১ সালের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমগ্র পৌরসভাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা।

(৬) ২০১৫ সালের মধ্যে পৌর এলাকায় বিনোদন সুবিধার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৭) ২০১৫ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় কসাইখানা নির্মাণ ও সকল কাঁচা বাজারের উন্নয়ন সম্পন্ন করা।

(৮) ২০১৫ সালের মধ্যে কবরস্থান/ শ্মাশান ঘাট নির্মাণ, সম্প্রসারন ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষ্য- ৩ ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

(১) ২০১৫ সালের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা।

(২) ২০১০ সালের মধ্যে দরিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করে তার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসের সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা।

(৩) ২০১৫ সালের মধ্যে জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষিত জন শক্তি তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

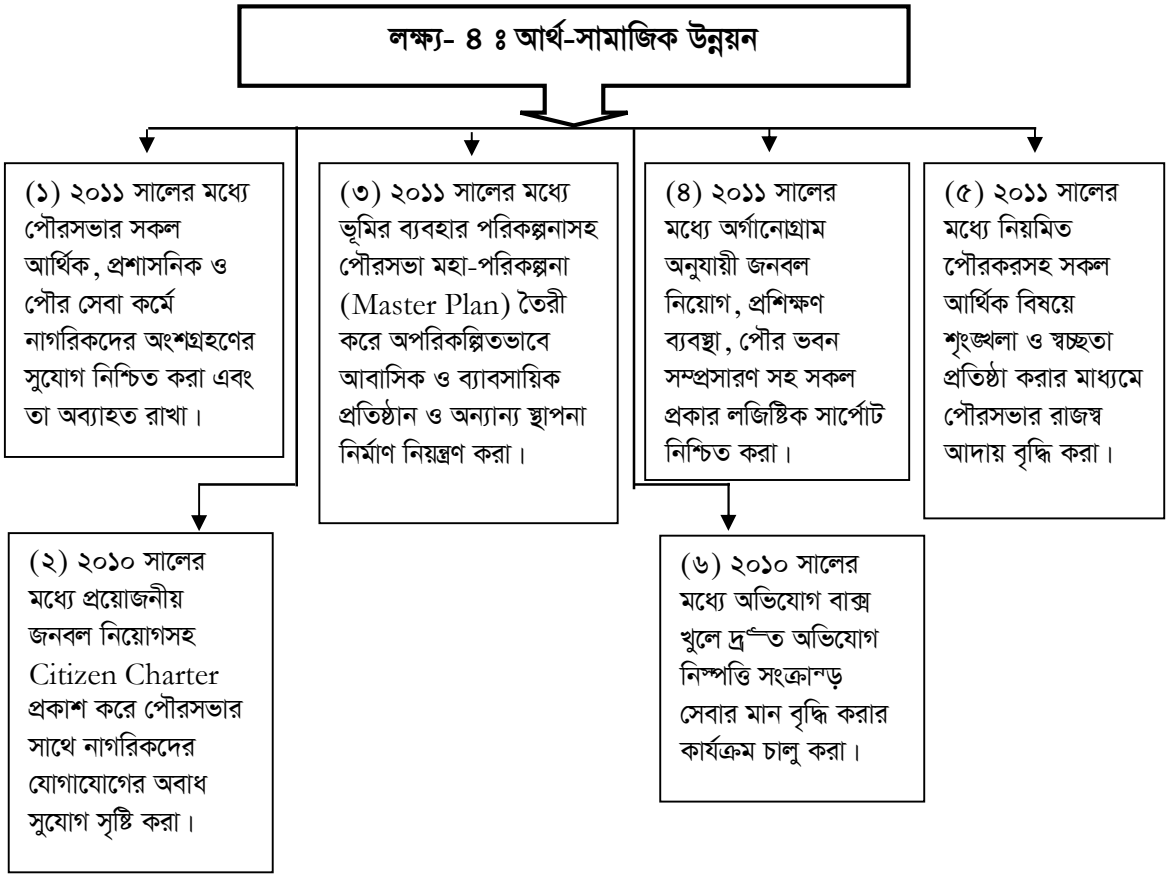

৮.৩ লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

৮.৩.১. লক্ষ্য-১ নগর পরিকল্পনা

কৌশল ১ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তার আওতায় পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

পৌরসভা আইন ২০০৯ এ পৌরসভা স্থাপনের ৫ বছরের মধ্যে পৌরসভা মহা-পরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু ফরিদপুর পৌরসভা ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত এর পরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ফরিদপুর পৌর এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ অপরিকল্পিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠেছে এবং ফরিদপুর পৌর এলাকার মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়াই রাস্তা, ফুটপাথ, ড্রেন ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে। উল্লেখিত মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

(১) মহা-পরিকল্পনা তৈরীর জন্য TOR তৈরী করা ;

(২) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ কার্যক্রম ;
(৩) নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;
(৪) খসড়া মহা-পরিকল্পনা তৈরী ও পর্যালোচনা ;
(৫) পরামর্শক কর্তৃক মহা-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করণ;
(৬) পৌরসভা কর্তৃক মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ;
(৭) টাউন প্ল্যানিং ইউনিট/প্রকৌশল বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি ; এবং
(৮) মহা-পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

উল্লেখ্য, এলজিইডি-এর আওতাধীন জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর পৌরসভার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যানবাহন পরিকল্পনা এবং ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সমন্বয়ে মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশা করা যায় ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে ফরিদপুর পৌরসভা মহা-পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হবে।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কার্যক্রম	গংস্থা*	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) মহা-পরিকল্পনা তৈরীর জন্য TOR তৈরী	LGED																				
২) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ কার্যক্রম	ঐ																				
৩। মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	ঐ	√																			
৪। খসড়া মহা-পরিকল্পনা তৈরী ও পর্যালোচনা	ঐ	√																			
৫) মহা-পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ	ঐ	√																			
৬) মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ ও অনুমোদন	পৌরসভা এলজিইডি	√																			
৭)টাউন প-ানিং ইউনিটের/প্রকৌশল বিভাগের দক্ষণতা বৃদ্ধি	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
৮) মহা-পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

- বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
- ২০১০ সাল বলতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০৩০-২০৩১ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।
- বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

কৌশল ২ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে প্রণীত মহা পরিকল্পনার আওতায় তৈরী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ

ফরিদপুর পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই। তবে সম্প্রতি এলজিইডির তত্ত্বাবধানে ফরিদপুর পৌরসভার মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৌরসভায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ-

(১) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ম্যাপ শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন।
(২) বিল বোর্ড ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা প্রচার ;
(৩) টাউন প-ানিং ইউনিটের/প্রকৌশল বিভাগের জনবল নিয়োগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি ;
(৪) ভবনের প-ান অনুমোদনকালে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাথে ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসরণ করা ;
(৫) পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভার বিশেষ ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ;
(৬) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প-ান অনুমোদনকালে শিল্প মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরের ছাড়পত্রের বিষয় নিশ্চিত হওয়া ;
(৭) শিল্প কারখানা স্থাপন নিয়ন্ত্রণে ভূমি ব্যবহার ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে অনুসরনের বিষয় পৌর পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং
(৮) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে সকল অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																						
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর**																				
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রদর্শন	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
২) পরিকল্পনা অনুসরণের গুরুত্ব প্রচার	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৩) প্ল্যানিং ইউনিটের/প্রকৌশল বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৪) ভবন নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসরণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫.-ক) ব্যাবসায়িক ও আবাসিক ভবন স্থাপন নিয়ন্ত্রণে বিশেষস্ট্যান্ডিং	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	√	√																		

কমিটির কার্য পরিধি নির্ধরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান																					
৫.-খ) স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্য পরিধি অনুসারে আবাসিক ও ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন নিয়ন্ত্রণ।	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৬) বানিজ্যিক এবং ৫ তলার অধিক ভবনের প্ল্যান অনুমোদনকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগের ছাড়পত্র নিশ্চিতকরণ	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৭) পরিকল্পনাসমূহ কঠোর ভাবে অনুসরণের জন্য পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	√	√																		
৮-ক) সকল অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণে ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৮-খ) সকল প্রকার প্ল্যান/নকশা অনুমোদন মনিটরিং	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৮-গ) অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী বাস্তবায়ন তদারকী ও রিপোর্ট	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কৌশল ৩ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে প্রণীত মহা-পরিকল্পনার আওতায় তৈরী ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে ২০১১ সাল থেকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা।

<u>কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ</u>

ফরিদপুর পৌরসভায় সমন্বিত কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। পৌর এলাকার মধ্যে একটি নদী ও একাধিক খাল রয়েছে। এ খালে কিছু কিছু সংযোগ দেওয়া হলেও অধিকাংশ ড্রেন অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকার সাথে সংযোগ দেওয়া আছে। ফরিদপুর পৌরসভার মধ্য দিয়ে কুমার নদী প্রবাহমান। শহরের মূল কেন্দ্র থেকে মাত্র ২/৩ কিলোমিটার দূরে পদ্মা নদী অবস্থিত। অন্যদিকে ফরিদপুর খাল কুমার নদীতে মিলিত হয়েছে। সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কুমার নদীর সাথে ফরিদপুর খাল, মুচীবাড়ী খাল, আঙ্গিনার খাল, ডিসি বাংলো খাল এবং চানমারীর নিচু এলাকার স্থায়ী যোগসূত্র তৈরী করতে

কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া খালের অনেক স্থান অবৈধভাবে দখল হয়ে আছে। সার্বিকভাবে ফরিদপুর পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ আরম্ভের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১) ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্ল্যান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অগ্রাধিকার নিণয় ;
(২) পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ;
(৩) মুচিবাড়ি ও আঙ্গিনার খালের সাথে কুমার নদীর সংযোগ স্থাপন;
(৪) উপ-প্রকল্প নির্বাচন ;
(৫) কারিগরি নক্সা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন ;
(৬) সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক ধাপ (Phasing) ;
(৭) বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ; এবং
(৮) সরকারী খাল দখলমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) প্ল্যান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়	পৌরসভা	√																			
২) পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে আউটফলসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ	পৌরসভা, পাউবো.	√	√	√	√																
৩। উপ-প্রকল্প নির্বাচন	পৌরসভা, পাউবো.	√	√	√	√	√															
৪) কারিগরি নক্সা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫) বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক ধাপ (Phasing)	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৬) বাস্তবায়ন	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কার্যক্রম গ্রহণ																					
৭) সরকারী খাল দখলমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ।	পৌরসভা	√	√	√																	
৮) সকল কার্যক্রম মনিটরিং ও রিপোটিং		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কৌশল ৪ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে প্রণীত মহ পরিকল্পনার আওতায় তৈরী রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহণ ও যানবাহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

<u>কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ</u>

ফরিদপুর পৌরসভা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা উপজেলার সাথে সড়ক পথের মাধ্যমে ভালভাবে সংযোগকৃত। পৌরসভার অভ্যন্তরের রাস্তা, ফুটপাথ বা পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থা মধ্যম মানের। অভ্যন্তরীন রাস্তাগুলিকে মানসম্পূর্ণ ভাবে নির্মান এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। পৌরসভার অভ্যন্তরে সওজ এবং এলজিইডির রাস্তাও রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের ঐ সকল রাস্তাও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে কৌশল বাস্তবায়নের নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) সার্বিক রোড নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ;
(২) রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাক্কালে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং এলজিইডির সাথে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ;
(৩) কারিগরী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী;
(৪) সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) আভ্যন্তরিন রাস্তাসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	পৌরসভা, সওজ, এলজিইডি	√	√	√																	

প্রণয়ন																					
২) সওজ এবং এলজিইডির সাথে পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন	পৌরসভা, সওজ, এলজিইডি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৩) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, কারিগরী নক্সা ও প্রাক্কলন তৈরী	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√	√																
৪) সম্পদ সংগ্রহ ও পর্যায় ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ (Phasing)	পৌসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

৮.৩.২ লক্ষ ২ ঃ মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা প্রদান

কৌশল ১ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র শহরে পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিনাল, রাস্তা, ফুটপাথ, সেতু/ কালভাট ইত্যাদি নির্মাণ ও সড়কবাতি স্থাপনসহ যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা।

<u>কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ</u>

ফরিদপুর পৌরসভা জাতীয় মহা সড়ক-এর মাধ্যমে সারা দেশের সাথে সংযুক্ত হলেও এর অভ্যন্তরিন রাস্তা ও পরিবহন ব্যবস্থা মধ্যম মানের। শহরে সড়কবাতির ব্যবস্থা আছে।কিন্তু পাড়া/মহল্লার অভ্যন্তরে চলার জন্য পার্শ্ববর্তী রোড নেটওয়ার্ক-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য অনেক জায়গায় এখনো রাস্তা নির্মান করা হয়নি। নতুন ভাবে গড়ে উঠা এলাকায় কাঁচা রাস্তা নির্মাণের জন্য সংকীর্ণ জায়গা রাখা হয় কিংবা রাস্তার জন্য জায়গা রাখা হয় না। এ সব বিষয় বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(১) রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যানসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
(২) পরামর্শকের সহায়তায় কারিগরী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে প্রধান সড়ক, মাঝারী সড়ক, গলি রাস্তা, কমিউনিটির অভ্যন্তরিণ রাস্তা/ফুটপাত ইত্যাদির গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ণয় ;
(৩) অগ্রাধিকার অনুযায়ী ফুটপাথসহ নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা প্রশস্তকরণ, প্রয়োজনীয় সেতু/কালভার্টসহ উন্নয়নের গৃহিত সকল রাস্তায় সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা ;

(৪) পরামর্শকদের সহায়তায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার কারিগরী নক্সা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন ;

(৫) পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ;

(৬) রাস্তার জংশনে ট্রাফিক সাইন ও মার্কিং স্থাপনা করা এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা ;

(৭) যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারী সংস্থা এলজিইডি এবং সওজ অধিদপ্তরের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ ও সমন্বয় বিধান করা ; এবং

(৮) সম্পদ সংগ্রহ পরিকল্পনা ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ (Phasing)

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) পরিবহন ও যানবাহন পরিকল্পনা প্রণয়ন	পৌরসভা, এলজিইডি	√																			
২)অগ্রাধিকার নির্ণয়	পৌরসভা পরামর্শক	√																			
৩)সড়কবাতি স্থাপনসহ উন্নয়ন কাজের ধরন নির্ধারণ	সওজ পৌরসভা বিঃউঃবোঃ	√																			
৪) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার নক্সা ও প্রাক্কলন তৈরী	পৌরসভা পরামর্শক	√	√																		
৫) ক. বাস/ট্রাক টার্মিনাল, ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা সওজ	√	√	√	√	√															
৫)খ. নক্সা ও প্রাক্কলন তৈরী		√	√	√	√	√															
৬) ট্রাফিক সাইন, রাস্তা মার্কিং ও ফুটপাথ	পৌরসভা পুলিশ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

দখলমুক্ত করণ																					
৭) সওজ এবং এলজিইডির সাথে সমন্বয়	পৌরসভা সওজ এলজিইডি	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৮) সম্পদ সংগ্রহ বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কৌশল ২ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ২০৩০ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ পরিকল্পিত নর্দমা ব্যবস্থা স্থাপন।

<u>কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ</u>

ফরিদপুর পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থা সীমিত এবং অপরিকল্পিত। ফরিদপুর খাল ও মুচিবাড়ী খাল শহরের পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাও অনেক স্থানে অবৈধ দখলদারদের কবলে চলে যাচ্ছে। শহরের মধ্যে সেকেন্ডারী/টারসিয়ারি ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক দূর্বল। আঞ্চলিক পরিমন্ডলে পানি নিষ্কাশনের সাথে ফরিদপুর পৌরসভার অবস্থাগত কারণে এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা সমন্বিত করার কোন বিকল্প নেই। বিষয়গুলি বিবেচনা নিয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় ঃ

১. প্রণীত ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ করা;
২. ড্রেনেজ প্ল্যানে চিহ্নিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ কাজ সম্পাদন করা;
৩. সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ বিস্তারিত কারিগরি নক্সা ও প্রাক্কলন তৈরী করা;
৪. জলাবদ্ধতা কমানোর জন্য পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ করা;
৫. নতুন ড্রেন উন্নয়নের সাথে বিদ্যমান ড্রেনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
৬. নতুন ড্রেন ও বিদ্যমান কাঁচা/পাকা ড্রেন পরিষ্কার ও আবর্জনামুক্ত রাখার জনবল নিয়োগসহ কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং অব্যাহত রাখা;
৭. সম্পদ সংগ্রহ, বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক (Phasing) নির্ধারণ করা ;
৮. ড্রেনের পরিচ্ছন্নতা ও পানির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা করা;
৯. বাসাবাড়ী এবং বাজারের বর্জ্য দ্বারা ড্রেন/খালের দূষণ রোধ কল্পে ব্যবস্থা করা; এবং
১০. বিদ্যমান খাল দখলমুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১	১৭	১৮	১৯	২

																	৬				০
১) ড্রেনেজ পরিকল্পনা অনুসরণে বাস্তবায়ন এবং সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ।	পৌরসভা, পাউবো	√																			
২) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ করা।	পৌরসভা পরামর্শক	√	√																		
৩) জরিপ অনুযায়ী নকসা ও প্রাক্কলনসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন করা	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৪) পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫) ড্রেন নির্মাণ ও মেরামতের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরী	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৬) ড্রেনঅবমুক্ত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৭) বাজেট বরাদ্দ ও Phasing	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৮) ড্রেনের পানির মান মনিটরিং	পৌরসভা ডিওই ডিপিএইচই	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৯) শিল্প বর্জ্যের দূষণ রোধ	পৌরসভা ডিওই শিল্প প্রতিষ্ঠান	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১০) খাল দখলমুক্ত করে সংস্কার, সংরক্ষণ ও	পৌরসভা প্রশাসন পুলিশ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

সম্প্রসারণ																					

কৌশল ৩ ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে ৪০% থেকে ৭০% এলাকা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। এর ২০২০ সালে মধ্যে ১০০% এলাকা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় নেওয়া হবে। ২০৩০ সনের মধ্যে ২৪x৭ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ

ফরিদপুর পৌরসভায় নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিদ্যমান। পৌরসভা কর্তৃক অসংখ্য হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে। তবে বেশীর ভাগ জনগণ তাদের নিজস্ব হস্তচালিত নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অনেক নলকূপে পানি পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ফরিদপুর পৌরসভার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করলে নলবাহিত পানি সরবরাহ বাস্তবসম্মত। বিষয়গুলি বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. UGIIP-2 এর আওতায় নিযুক্ত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালট্যান্ড (MDSC) দ্বারা সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নলবাহিত পানি সরবরাহের এলাকা নির্ধারণ;
২. MDSC এর মাধ্যমে নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য কারিগরী নকশা ও প্রাক্কলনসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ;
৩. পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ পানির বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রণয়ন করা ;
৪. পানি সরবরাহ বিভাগে বিদ্রমান জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
৫. UGIIP-2 এর আওতায় নলবাহিত পানি সরবরাহের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা স্থাপন করা;
৬. এলাকা ভিত্তিক পর্যাপ্ত হস্তচালিত গভীর নলকুপ স্থাপন করা ; এবং
৭. মনিটরিং এর মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা নির্ণয় ও প্রয়োজনে সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১-ক) নলবাহিত পানি সরবরাহের সম্ভাব্য এলাকা নির্বাচন	পৌরসভা, পরামর্শক	√	√																		
১-খ) উক্ত ব্যবস্থার Viability যাচাই	পৌরসভা, পরামর্শক	√	√																		

২) কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন	পৌরসভা, পরামর্শক	√	√																		
৩) বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহ সহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	পৌরসভা, পরামর্শক	√	√																		
৪-ক) পানি সরবরাহ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল	পৌরসভা	√	√	√																	
৪-খ) জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি	পৌরসভা UMSU/PMO	√	√																		
৫) UGIIP-2 এর আওতায় কাজ বরাদ্দ ও সীমিত কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা DPHE	√	√	√	√	√															
৬) UGIIP-2 এর আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন	পৌরসভা PMO	√	√	√	√	√															
৭) মনিটরিং ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা,PMO DPHE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কৌশল ৪ ঃ ২০১৩ সালের মধ্যে মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রেখে পাবলিক টয়লেটসহ ১০০% স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপন।

<u>কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ</u>

ফরিদপুর পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন ৯ টি পাবলিক টয়লেট আছে। তবে সবগুলির অবস্থা ভাল না এবং অনেকগুলিতে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই। এগুলি পূনঃনির্মাণের প্রয়োজন। পারিবারিক স্যানিটেশন অবস্থাও ভাল নয়। ৯%পরিবারের মতে সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ৮% পরিবার বাড়ির পাশে, ১% পরিবার ড্রেনে, ৬৪% পরিবার গর্তখুড়ে এবং ২৭% পরিবার অন্যান্য উপায়ে ড্রেনের ময়লা অপসারণ করে। (সূত্রঃ প:জঃ সংযুক্ত- ৪, টেবিল-২২)

১. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা ;
২. UGIIP-2 এর আওতায় নিযুক্ত MDS Consultants দের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করে পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা ও উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা ;
৩. মহিলাদের সুব্যবস্থা রেখে সকল পাবলিক টয়লেটের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী করে তা নির্মাণ করা ;
৪. পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ;
৫. ১০০% পারিবারিক স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্যানিটেশন জরিপ পরিচালনা করে অস্বাস্থ্যসম্মত সকল ল্যাট্রিন ও হতদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা ;
৬. স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে প্রতি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে নাগরিকদের উৎসাহিত করা;
৭. পর্যায়ক্রমে অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন দ্বারা প্রতিস্থাপনের/উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৮. হতদরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদান করা ;
৯. সেপটিক ট্যাংকের পঙ্কিল উত্তোলন ও পরিবহনের জন্য ভ্যাকুয়াম ট্যাংকারের ব্যবস্থা করে তার মাধ্যমে পঙ্কিল অপসারণ করা ;
১০. বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা ; এবং
১১. স্যানিটেশন সংক্রান্তে মনিটরিং অব্যাহত রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) সংশ্লিষ্ট বিভাগে জনবল নিয়োগ।	পৌরসভা, এলজিইডি	√	√																		
২) পাবলিক টয়লেটের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন	পৌরসভা পরামর্শক	√	√																		
৩) নক্সা ও প্রাক্কলন তৈরী ও নির্মাণ	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√																	
৪) পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫) পারিবারিক টয়লেট জরিপ করে অস্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট চিহ্নিত	পৌরসভা	√	√																		

করা।																					
৬) স্যানিটেশন সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি/প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন	পৌরসভা	√	√	√	√	√															
৭) অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন উচ্ছেদ/প্রতিস্থাপন	পৌরসভা পরিবার প্রধান	√	√	√	√	√															
৮) হত দরিদ্রদের জন্য স্বল্প/বিনা মূল্যে ল্যাট্রিন প্রদান	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৯) স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পঙ্কিল অপসারণের স্থান তৈরী	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১০) ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার দ্বারা পঙ্কিল অপসারণ	পৌরসভা এনজিও	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১১) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ	পৌরসভা ও পিএমও	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১২) স্যানিটেশন মনিটরিং	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কৌশল ৫ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমগ্র পৌরসভাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ

ফরিদপুর পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি খুবই সীমিত। বর্জ্য অপসারণের জন্য কোন ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই বিধায় পৌরসভার রাস্তার পাশে বা নীচু জায়গায় যেখানে সেখানে এবং ড্রেনের মধ্যে আবর্জনা ফেলে রাখা হয়। বর্জ্য পরিবহনের জন্য ৪ টি গার্বেজ ট্রাক আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। হাসপাতালের বর্জ্য বা শিল্প বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের কোন ব্যবস্থা নেই। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে ;

১. বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে ২০/২৫ বছরের চাহিদা নিরুপণ করে ট্রান্সফার ষ্টেশন ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
২. বর্জ্য সম্প্রসারণের জন্য ট্রান্সফার ষ্টেশন ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল গ্রাউন্ডের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরীসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
৩. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ ;
৪. বাড়ী বাড়ী থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতি প্রবর্তন করা ;
৫. রিসাইক্লিং ও কমপোষ্টিং কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
৬. বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ;
৭. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা ও সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ;
৮. নিয়মিত রাস্তা ঝাড়ু এবং হাট বাজার এলাকার বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা;
৯. হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা;
১০. শিল্প বর্জ্য অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সরকারী দপ্তর/বিভাগের সাথে সমন্বয় করা ;
১১. সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা; এবং
১২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 3R পলিসি (Reduce, Reuse, Recycle) প্রবর্ত্তন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কার্যক্রম	সংস্থা*	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) বর্জ্য অপসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী	পৌরসভা, ভুমি প্রশাসন	√	√																		
২) ট্রান্সফার ষ্টেশন ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও নির্মাণ	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√																	
৩) সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা এলজিইডি	√	√	√																	
৪) বাড়ী বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ	পৌরসভা সিবিও	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫)রিসাইক্লিং/কমপোষ্টিং	পৌরসভা এনজিও	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

৬) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	পৌরসভা পিএমও	√	√	√																		
৭) হাট বাজার ও রাস্তার আবর্জনা অপসারণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৮) হাসপাতাল বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম	পৌরসভা ডিওই, স্বাস্থ্য	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৯) শিল্প বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থাপনা	পৌরসভা, ডিওই শিল্প প্রতিষ্ঠান	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১০) নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ	পৌরসভা সংশ্লিষ্ট সংস্থা	√	√	√	√	√																
১১) সার্বক্ষনিক মনিটরিং	পৌরসভা ডিওই	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

ফরিদপুর পৌরসভা উপরোক্ত ছকে বর্ণিত কৌশল বাস্তবায়ন কর্মসূচীর আলোকে উপ-প্রকল্প প্রণয়নসহ সময় ভিত্তিক সকল কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

কৌশল ৬ ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে পৌর এলাকায় বিনোদন সুবিধার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ

ফরিদপুর পৌরসভায় বর্তমানে কোন বিনোদন সুবিধা নেই। পরিবার জরিপ ও FGD থেকে যে সকল পরামর্শ এসেছে তার মধ্যে পার্ক ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, খেলার মাঠ তৈরী, এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ অন্যতম। তন্মধ্যে পৌরসভার উদ্যোগে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১. প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়াকওয়েসহ কেন্দ্রিয় পর্যায় একটি বড় পার্ক নির্মাণ;
২. প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা;
৩. অডিটোরিয়াম/কমিউনিটি সেন্টারের জমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ;
৪. চিড়িয়াখানা নির্মাণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা;
৫. খেলার মাঠ/ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ক্রীড়া সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা;
৬. বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন;
৭. পার্ক, পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখা; এবং
৮. মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রেখে ব্যায়মাগার নির্মাণ।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **		
কৌশল	সংস্থা	বছর**

বাস্তবায়ন কার্যক্রম		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১-ক) MDSC এর মাধ্যমে সমীক্ষা করে পার্কের স্থান নির্বাচন।	পৌরসভা, পরামর্শক	√	√																		
১-খ) পার্কের জন্য জমি অধিগ্রহণ	পৌরসভা ভূমি প্রশাসন	√	√																		
১-গ) পার্কের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও পার্ক নির্মাণ	পৌরসভা পরামর্শক		√	√	√																
২) প্রতি ওয়ার্ডে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ।	পৌরসভা শিক্ষা দপ্তর	√	√	√																	
৩-ক) পৌর অডিটোরিয়ামের স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণ	পৌরসভা, পরামর্শক, ভুমি প্রশাসন	√	√																		
৩-খ) পৌর অডিটোরিয়ামের নকশা, প্রাক্কলন তৈরী ও নির্মাণ	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√																	
৪) চিড়িয়াখানার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ	পৌরসভা	√	√	√																	

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৫) খেলার মাঠ/ ষ্টেডিয়াম/ বেয়ামাগার নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ	পৌরসভা	√	√	√																	
৬) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	পৌরসভা, পিএমও সংশ্লিষ্ট দপ্তর		√	√	√	√	√														

৭) পার্ক/পাঠাগার/ অডিটোরিয়াম ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থা	পৌরসভা, সংশ্লিষ্ট দপ্তর				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কৌশল ৭ ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় কসাইখানা নির্মাণ ও সকল কাঁচা বাজারের উন্নয়ন সম্পন্ন করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ

ফরিদপুর পৌরসভায় ১টি কসাইখানা আছে, কসাইখানাটির অবস্থা খুবই খারাপ। পৌর মালিকানায় কয়েকটি পাকা মার্কেট আছে। ব্যক্তি মালিকানায় ৪০টি পাকা/সুপার মার্কেট রয়েছে। এ ছাড়া পৌর এলাকায় ছোট/বড় ৬টি হাট ও ৫টি কাঁচা বাজার রয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. MDS পরামর্শকদের সহায়তায় পৌর এলাকার মধ্যে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী কসাইখানার সংখ্যা নির্ণয় করে তা নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
২. পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন হাট ও কাঁচা বাজার চিহ্নিত করে প্রতিটি হাট বাজারের অবকাঠামো জরিপ করা এবং লে-আউট প-ান তৈরী করা ;
৩. সকল হাট ও কাঁচা বাজারের ভৌত অবকাঠামো যথা মাছ মাংস/শাকসবজি সেড, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পানি সরবরাহ , রাস্তা ড্রেন, ডাষ্টবিন নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী করা;
৪. বাজেট বরাদ্দ করে ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ;
৫. সকল হাট, বাজার ও কসাইখানা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজনে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেওয়া ; এবং
৬. মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১-ক) কসাইখানার সংখ্যা নির্ধারণ	পৌরসভা, পরামর্শক	√	√																		
১-খ) কসাইখানার নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও তা নির্মাণ করা	পৌরসভা পরামর্শক	√	√	√	√																
২) পৌরসভার মালিকানাধীন হাট বাজার	পৌরসভা	√	√																		

চিহ্নিতকরণ																					
৩-ক) হাটবাজারের জরিপ করে অবকাঠামো চাহিদা নিরুপন	পৌরসভা পরামর্শক	√	√																		
৩-খ) চাহিদানুযায়ী নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী	পৌরসভা পরামর্শক		√	√																	
৪) বাজেট বরাদ্দ ও উপ প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়ন	পিএমও পৌরসভা পরামর্শক		√	√	√	√															
৫) বেসরকারীকরণসহ কসাইখানা ও হাট বাজার পরিচালন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা এনজিও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৬) মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

কৌশল-৮ ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে কবরস্থান/ শ্মশান ঘাট নির্মাণ, সম্প্রসারন ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।

<u>কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম ঃ</u>

ফরিদপুর পৌরসভার মালিকানাধীন ২টি কবরস্থান আছে ও একটি শ্মশান ঘাট আছে। এটি একটি অন্যতম নাগরিক সুবিধা যা পৌরসভার কার্যাবলীর আওতাভুক্ত। কাজেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্মশান ঘাট ও কবরস্থান নির্মাণ করা ও এর পরিচালন ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা আবশ্যক। এ জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১) শ্মশান ঘাটের প্রয়োজনের ভিত্তিতে অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয় ;
২) কবরস্থানের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এর অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয় ;
৩) জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ ;
৪) কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ;
৫) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মান কাজ বাস্তবায়ন ;
৬) কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ; এবং
৭) মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) জরিপের মাধ্যমে অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয়	পৌরসভা, পরামর্শক	√																			
২) জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম	পৌরসভা, ভুমি প্রশাসন	√	√																		
৩) অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী	পৌরসভা পরামর্শক		√																		
৪) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	পৌরসভা পিএমও		√	√																	
৫) পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	পৌরসভা			√																	
৬) মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

৮.৩.৩. লক্ষ্য-৩ ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

বাস্তবায়নের কৌশল-১ ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সংগত কারণেই এ দুটি ক্ষেত্রে পৌরসভাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

শিক্ষা ঃ

১) শিক্ষার সুযোগ ও প্রসারে কাজ করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা;
২) যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই সেই সকল এলাকায় সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
৩) পৌরসভা কর্তৃক স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় এনজিও সংগঠিত করে কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করা;
৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা ; এবং
৬) অগ্রগতি মনিটরিং করে ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

স্বাস্থ্য ঃ

১) পৌরসভার স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;
২) বাজার পরিদর্শন করে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ এবং ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩) সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনে পৌরসভা কর্তৃক গণ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার-প্রচারণা/র‍্যালি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ;
৪) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা ; এবং
৫) কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (শিক্ষা)

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) স্থায়ী কমিটি গঠন ও দায়িত্ব প্রদান	পৌরসভা,	√																			
২) সরকারী/বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ	পৌরসভা, বিভাগ, সংস্থা	√	√	√	√	√															
৩) স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এনজিও সংগঠিত করা	পৌরসভা এনজিও	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫) অগ্রগতি	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

মনিটরিং																					

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (স্বাস্থ্য)

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা, এনজিও	√																			
২) খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ	পৌরসভা	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৪) ওয়ার্ড ভিত্তিক ইপিআই কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫) মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	√	√	√	√	√															
৬) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গণ সচেতনতা র‍্যালী ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৭) বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন	পৌরসভা	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৮) মনিটরিং ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

বাস্তবায়ন কৌশল-২ ঃ ২০১০ সালের মধ্যে দরিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRP) প্রণয়ন করে তার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসের সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী ঃ

ফরিদপুর পৌরসভার বস্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী ২৪টি সুনির্দিষ্ট বস্তি আছে। এছাড়া ক্লাস্টারে অনেক দরিদ্র পরিবার বসবাস করে। এ জন্য দারিদ্র নিরুপন ও কৌশল প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে আলাদা কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে ফরিদপুর পৌরসভায় দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। PRAP আওতায় গ্রহনযোগ্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ-

১) ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ফরিদপুর পৌরসভার জন্য দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন;

২) PRAP এর আওতায় চিহ্নিত ভৌত অবকাঠামো (রাস্তা/ফুটপাথ, স্যানিটেশন, ড্রেন, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৩) PRAP এ বর্ণিত দারিদ্র হ্রাসকরণ-এর আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম, যথা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;

৪) ভৌত অবকাঠামোর জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;

৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা ;

৬) অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **																					
কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) PRAP প্রণয়ন	পৌরসভা	√																			
২-ক) PRAP অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো চিহ্নিত করণ	পৌরসভা	√	√																		
২-খ) অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী	পৌরসভা সুবিধাভোগী	√	√																		
২-গ) বাজেট বরাদ্দ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাস্তবায়ন	পৌরসভা সুবিধাভোগী	√	√	√	√	√															
৩-ক) PRAP এর আওতায়	পৌরসভা সুবিধাভোগী	√	√																		

আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ																					
৩-খ) চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচী প্রনয়ন	পৌরসভা সুবিধাভোগী	√	√																		
৩-গ) বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা	√	√	√	√	√															
৪) মনিটরিং ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ	পৌরসভা	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

বাস্তবায়ন কৌশল-৩ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর কার্যক্রম গহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

ফরিদপুর পৌরসভার পরিবার চিত্র বিশে-ষণ থেকে দেখা যায় যে দরিদ্র ও নি আয়ের পরিবার ৪৪%। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য দরিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রম, যথা-ভৌত অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন ছাড়াও কর্ম সংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

ফরিদপুর পৌরসভার পেশা ভিত্তিক পরিবার চিত্র অনুযায়ী পৌর এলকার ২০% পরিবার চাকুরী; ৪০% পরবার ব্যবসা; এবং ১০% পরিবার কৃষি কর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কাজেই ব্যবসা, ও শ্রমিক খাতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যকঃ

(১) শিল্প কারখানা, ব্যবসা ও অন্যান্য কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের চাহিদার ক্ষেত্রসমূহ নিরুপনের জন্য জরিপ পরিচালনা করা;
(২) কৃষি ব্যবসা ও শিল্প ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ;
(৩) সরকারী (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর) (যুঃউঃঅঃ) বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ব্যবস্থাপনা উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
(৪) পৌরসভা কর্তৃক এ বিষয়ে প্রচার প্রচারনার কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
(৫) প্রয়োজনীয় বাজেট অর্থ বরাদ্দ রাখা ও বাস্তবায়ন।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১০-২০৩০ **

কার্যক্রম	সংস্থা	বছর**																			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১) ব্যবসা, কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নিরুপন	পৌরসভা এনজিও	√	√	√																	
২) কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন	পৌরসভা এনজিও	√	√																		
৩) কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী	পৌরসভা এনজিও	√	√																		
৪) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	পৌরসভা সঃকঃঅঃ এনজিও		√	√	√																
৫) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রচারণা চালানো	পৌরসভা এনজিও		√	√	√	√															
৬) কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন	সঃকঃঅঃ এনজিও		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৭) বাজেট বরাদ্দ ও মনিটরিং	পৌরসভা সঃকঃঅঃ এনজিও		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

৮.৩.৪ লক্ষ্য-৪ঃ পৌরসভার গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি

ইউজিআইআইপি-২ ভূক্ত পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নগর পরিচালন উন্নতিরকণ কর্মপরিকল্পনা বা Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। UGIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির মাপকাটিতে চাহিদা মোতাবেক পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে তবেই সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বিনিয়োগের অর্থ বরাদ্দ পাবে। এ জন্য UGIAP এ প্রথম পর্যায়ের কাজ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঐ পৌরসভা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নতি হবে এবং UGIAP এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সকল কাজ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঐ পৌরসভা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকল্প তহবিল থেকে অবশিষ্ট বিনিয়োগ সহায়তা পাবে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পরও GUIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে যার ফলশ্রুতিতে পৌরসভা আর্থিক প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়সহ সেবা সরবরাহের সকল ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উপর স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত ভিশন বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন কৌশলের সাথে UGIAP এর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য এবং তা অর্জনের কৌশলস সমূহ নির্ণয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কৌশল বাস্তবায়নের সময় ভিত্তিক কার্যক্রম GUIAP এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত কৌশল ও GUIAP এ কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য, কৌশল ও কৌশল বাস্তায়নের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

বাস্তবায়ন কৌশল-১ঃ ২০১১ সালের মধ্যে পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং তা অব্যাহত রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

পৌরসভার আর্থিক, প্রশাসনিক ও সেবা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের বিষয় UGIAP এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়নে ও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে চিহ্নিত কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

(১) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়নে পরিবার জরিপ প্রশ্নমালা, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

(২) PDP প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচলনা করে ভিশন ২০৩০ প্রণয়ন করা;

(৩) পৌরসভার মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল স্তরের নাগরিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি TLCC গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহণে পিডিপি প্রণয়ন তদারকিসহ UGIAP এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৪) প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC) গঠন ও UGIAP এ বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৫) মহল-া ভিত্তিক কমিউনিটি সংগঠন (CBO) গঠন করে তাদের কার্যপরিধি অনুযায়ী পৌরসভার সেবা সরবরাহ কাজে অংশগ্রহণ, পৌরসভার কার্যাবলী পরিচালনায় TLCC, WLCC এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশেষ বিশেষ পৌরসেবার কাজ পৌরসভার সথে অংশদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;

(৬) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-২ এ বর্ণিত PRAP পিডিপির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে UGIAP বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্দসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; এবং

(৭) মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেন্ডার কমিটির সহযোগিতায় পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা, প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা। GAP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরী করে পৌরসভার দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক GAP বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

(৮) কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

GUIAP (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) উপরোক্ত কমিটি, সংগঠনের এবং GAP ও PRAP এর কার্যপরিধিসহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা আছে এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল- ২ ঃ ২০১০ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ Citizen Charter প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে GUIAP এ দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রমের বিষয় আছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রকাশ;

(২) সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের পৌর সেবার মান ও পরিমান সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ;

(৩) পৌরসভা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী তা কার্যকর রাখা;

(৪) নিয়মিত TLCC ও WLCC এর সভা অনুষ্ঠান করা;

(৫) বাজেট প্রস্তাব জনসমূখ্যে প্রকাশ ও WLCC তে আলোচনা করা ও প্রচার প্রচারনা অব্যাহত রাখা;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

GUIAP দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় ভিত্তিক উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

কৌশল-৩ঃ ২০১০ সালের মধ্যে ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনাসহ পৌরসভা মহা-পরিকল্পনা (Master Plan) তৈরী করে অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক ও ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

ভূমি সীমাবদ্ধ ও অবর্ধিষ্ণু সম্পদ। মানব জীবনের সকল চাহিদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমি থেকেই উৎসারিত। পৃথিবীব্যপি জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান আধিক্যের ফলে ভূমির যথাযথ ও পরিকল্পিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে; বিশেষ করে নগর জীবনে এর প্রয়েজন অপরিহার্য। নগর এলাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নগরকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, যাতায়াত ও পরিবেশ বান্ধব অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেকসই আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই প্রতিটি নগর এলাকার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা থাকা অতি জরুরী।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

ফরিদপুর পৌরসভার জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শে UGIAP এর চাহিদা মোতাবেক ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে UGIAP এর বর্ণনা অনুযায়ী ফরিদপুর পৌরসভার নগর পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হালনাগাদ করণসহ সংযুক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বর্ণিত সকল প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন

ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তা ছাড়া PDP ভূক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এলজিইডি কর্তৃক প্রণয়াধীন ভূমি ব্যবহার ম্যাপ/প-ান প্রণয়নে নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

UGIAP এ বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার কাজ বাস্তবায়নসহ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যক্রম অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া যে কোন ভৌত অবকাঠামো, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও আবাসনসহ সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণের প-ান অনুমোদনে পৌরসভাকে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে সর্বোচ গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করতে হবে।

কৌশল -৪ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পৌর ভবন নির্মাণসহ সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

পৌরসভায় অফিস ভবন আছে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গার পরিমান কম। অর্গানোগ্রামে বর্ণিত অনুমোদিত পদের ২৫% পদ শুন্য হয়েছে। এদের মধ্যে নগর পরিকল্পনাবিদ, সচিব এবং বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তার গুরুত্বপূর্ণ পদও খালি আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকুরীর বিবরণ আছে কিন্তু তদানুযায়ী কাজ হয় না। এসব বিষয় বিবেচনাসহ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পৌর ভবনের সম্প্রসারণ সহ UGIAP এ বর্ণিত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

১) সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে পৌরসভার আকার ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জনবল নিয়োগ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেহোল্ডার/ নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
২) সকল স্থায়ী কমিটি গঠণ ও তা UGIAP এ বর্ণিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণে যে ভাবে সকলে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেভাবে কমিটিসমূহকে কার্যকর (Activate) করা;
৩) স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের অধিন একটি নগর উন্নয়ন বিভাগ খুলে তার মার্ধ্যমে পৌরসভার সঠিক মনিটরিং সহ ভৌত কাজের অগ্রগতি ও গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং যতক্ষণে না হয় ততক্ষণে প্রকল্প সহায়তার কাজগুলি বাস্তবায়ন করা।
৪) UGIAP এর সকল কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি PMO তে দাখিল; এবং
৫) UGIAP এর বর্ণনা মতে E-Governance এর কার্যক্রম আরম্ভ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপরোক্ত বিষয়ে সমূহ বাস্তবায়নে UGIAP এ সময় ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা আছে যার ভিত্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশল - ৫ ঃ ২০১১ সালের মধ্যে নিয়মিত পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃংঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

পৌরসভার আর্থিক বিষয়ে শৃংঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য UGIAP এ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের শর্তাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সকল কার্যাবলী বাস্তবায়ীত হলে এক দিকে যেমন পৌরসভার হিসাব ব্যবস্থায় শৃংঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে ও অন্য দিকে আর্থিক বিষয়ে পৌরসভা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। এ সকল কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১) কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
২) কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে উৎপাদিত বিল প্রস্তুত;
৩) বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তঃবর্তিকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং আদায় বৃদ্ধির করা;
৪) কমপক্ষে মূল্য বৃদ্ধির হার এর সমতুল্য কর বহির্ভূত নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি;
৫) বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দেনা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণরুপে পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধের হার বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২৫% এর কম থাকবে;
৬) ৩ মাসের অধিক সময়ের বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ সকল বকেয়া বিল সম্পূর্ণরুপে পরিশোধ করা; এবং
৭) আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য UGIAP এ সময় ভিত্তিক করণীয় (বাস্তবায়ন প্রণালী) বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে যা অনুসরণে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশল-৬ ঃ ২০১০ সালের মধ্যে অভিযোগ বাক্স খুলে দ্রুত অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত সেবার মান বৃদ্ধি করার কার্যক্রম চালু করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী ঃ

অভিযোগ নিস্পতির জন্য বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে গণমূখী সেবকে পরিনত করা হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলি গ্রহণ করা হবে।

১) অভিযোগ সংক্রান্ত সেল গঠন;
২) অভিযোগ গেলে জনবল পদায়ন;
৩) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বক্ষমতা বাড়ানো;
৪) ডিজিটাল পদ্ধতিতে অভিযোগ লিপিবদ্ধ এবং নিস্পত্তির জন্য কর্মকর্তা / কর্মচারীর নিকট প্রেরণ; এবং
৫) প্রতিমাসে অভিযোগ দাখিল ও নিস্পত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরী, কর্তৃপক্ষের নজরে আনা এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নবম অধ্যায়

আর্থিক পরিকল্পনা

Financial Planning

৯.১ ভূমিকা

পৌরসভা স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পুরাতন হলেও স্থানীয় সরকারের অংগ হিসাবে পৌরসভা অনেকটা দূর্বল প্রতিষ্ঠান । পৌরসভার আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ পূর্বক বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠানের টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯/২(গ) অনুচ্ছেদে " **জন সাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা - প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন"** বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সংবিধানের ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বিষয়ে উল্লেখ আছে " ---- **স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতা সহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।"** অর্থাৎ পৌরসভা জনগণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে দায়িত্ব প্রাপ্ত। যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন অর্থ। সুতরাং অর্থ সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা মাফিক ব্যয়ের উপর জনসেবার পরিমান (Quantity) ও মান (Quality) নির্ভরশীল। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থিক ভিত মজবুত করত: আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌরসভার আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী। এসব বিষয়কে সামনে রেখেই ফরিদপুর পৌরসভার 'ভিশন ২০৩০' অর্জনের লক্ষ্যে আর্থিক পরিকল্পানা তৈরিও এর স্থায়িত্বশীলতার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯.২ আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

ফরিদপুর পৌরসভার আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিরুপন।

- পৌরসভার আয়ের খাত বিশ্লেষণ এবং শক্তিমান খাতগুলিকে ভিত্তি করে পৌরসভার আয় বাড়ানোর পথ বের করা;
- রাজস্ব আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে পৌরসভাকে শক্ত ভীতের উপর দাড় করানোর পন্থা বের করা;
- পৌরসভার বর্তমান দেনা কী পরিমান তা নির্ধারণ করা এবং ভবিষৎতে দেনার পরিমাণ কী হতে পারে সে বিষয়ে প্রক্ষেপণ করা;
- পৌরসভার আর্থিক ভিত্তি নির্ধারণ করা এবং সেখান থেকে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এবং
- টেকসই উন্নয়নের জন্য পৌরসভার জন্য আর্থিক ক্রিয়া পদ্ধতি প্রণয়ন করা।

৯.৩ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Pourashava Financial Management)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর চতুর্থ ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

৯.৩.১ ঃ পৌরসভার তহবিল

প্রত্যেক পৌরসভায়, পৌরসভা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে (ধারা ৮৯)। উক্ত পৌরসভা তহবিলে নিম্নেবর্ণিত অর্থ জমা হবেঃ

(ক) এ আইন কার্যকর হওয়ার সময় পৌরসভার সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল;

(খ) এ আইন অধীনে পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পৌরসভার ওপর ন্যস্ড় অথবা তদকর্তৃক ব্যবস্থিত সম্পত্তি হতে সকল খাজনা এবং আয়, যা
পৌরসভার নিকট পরিশোধ অথবা জমাযোগ্য;

(ঘ) এ আইনের অধীনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীনে পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;

(ঙ) কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দানের সমুদয় অর্থ;

(চ) পৌরসভার অধীনে পরিচালিত ট্রাস্ট হতে (যদি থাকে) জমাকৃত সমুদয় আয়;

(ছ) সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল অনুদান;

(জ) বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশ; এবং

(ঝ) সরকারের নির্দেশে পৌরসভার সম্পূর্ণ অধিকারে ন্যায় অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।

৯.৩.২ আরোপিত ব্যয়

পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় (ধারা ৯০) নিম্নরূপ হবে, যথা ঃ-

(ক) পৌরসভার কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মচারী অথবা স্থানীয় পরিষদ সার্ভিসের যে কোন সদস্যকে অথবা তার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনায় অবদান পৌরসভার সার্ভিস সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাবে নিরীক্ষা এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় অর্থ; এবং

(গ) কোন আদালত অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পৌরসভার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত এরূপ আরোপযোগ্য যে কোন ব্যয়।

৯.৩.৩ সংরক্ষণ বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠণ ঃ

(ক) পৌরসভা তহবিলের জমাকৃত টাকা সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংক অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পদ্ধতিতে জমা রাখতে হবে;

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা তার তহবিলের যে কোন অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে;

(গ) পৌরসভা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠন এবং সংরক্ষণ করতে পারবে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে;

(ঘ) পৌরসভার তহবিলে সময়ে সময়ে জমাকৃত অর্থ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে হবে ঃ-

(ঘ - ১) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(ঘ - ২) এ আইনের অধীন পৌরসভার তহবিলের ওপর আরোপিত যথোপযুক্ত ব্যয় মিটানো;

(ঘ - ৩) পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত যথোপযুক্ত ব্যয় মিটানো; এবং

(ঘ - ৪) সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় মিটানো।

৯.৩.৪ বাজেট ঃ

(ক) প্রতি অর্থ - বছর শুরু হওয়ার পূর্বে (ধারা - ৯২) পৌরসভা উক্ত বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরনী, অতঃপর প্রাক্কলিত বাজেট বলে উল্লেখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয় - ব্যয়, এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাবে সন্নিবেশ করা হয়।

৯.৩.৫ হিসাব ঃ

(ক) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব (ধারা-৯৩) নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে রক্ষিত হবে;

(খ) প্রতি অর্থ বছরের শেষে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে; এবং

(গ) বার্ষিক হিসাবে বিবরণীর একটি প্রতিলিপি জনসাধারণের দর্শনের জন্য পৌরসভার কার্যালয়ের প্রকাশ্য কোন স্থানে প্রদর্শন করে এবং জনসাধারণের নিকট হতে হিসাব সংক্রান্ত

সকল আপত্তি অথবা পরামর্শ পৌরসভা কর্তৃক বিবেচিত হবে।

৯.৩.৬ নিরীক্ষা ঃ

(ক) পৌরসভার হিসাব উপযুক্ত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেল হতে নিয়োজিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষি হবে;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক পৌরসভার হিসাব নিরীক্ষিত হবে;

(গ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার হিসাব সংক্রান্ত সকল বই এবং অন্যান্য দলিলাদি দেখতে পারবে এবং পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অথবা কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে;

(ঘ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সমাপনান্তে প্রতিবেদন দাখিল করবেন যাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উল্লেখ থাকবে-

(ঘ-১) তহবিল তসরুফের ঘটনা;

(ঘ-২) পৌরসভা তহবিল ক্ষতি, অপচয় অথবা অপপ্রয়োগের ঘটনা;

(ঘ-৩) হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনিয়ম;

(ঘ-৪) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মতে যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত (ঘ-১), (ঘ-২), (ঘ-৩) এ বর্ণিত

অনিয়মের জন্য প্রতক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাদের নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে;

(ঙ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি পৌরসভাকে প্রদান ক' রে তার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবে;

(চ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত অনিয়ম সংক্রান্ড় সকল বিষয়ে পৌরসভা দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা

গ্রহণ করবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকে অবহিত করবে; এবং

(ছ) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব তার নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বছরে একবার নিরীক্ষা করবে এবং এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পৌরসভার সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে।

৯.৪ ব্যাপ্তি (Scope)

ফরিদপুর পৌরসভার আর্থিক পরিকল্পনা ও স্থায়ীত্বশীলতা বিষয়ের ব্যাপ্তি নিম্নরুপ ঃ

- পৌরসভার রাজস্ব ও উন্নয়ন ক্ষেত্রের আয়-ব্যয় এর বিশ্লেণের মাধ্যমে বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা নিরুপণ করা/ জানা;
- আর্থিক প্রক্ষেপণ (Financial Projection) তৈরি;
- পৌরসভার দায়-দেনা হিসাব করণ/নির্ধারণ; এবং
- স্থায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক ক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরি করা, যার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও উন্নয়ন।

৯.৫ পৌরসভার রাজস্ব আয়ের খাত ঃ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর চতুর্থ অধ্যায়ে পৌর কর আরোপন বিষয়টি বর্ণিত আছে। সংশি-ষ্ট আইনের ৯৮ ধারায় পৌর করারোপন বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে। তৃতীয় তফশিলে মোট ২৯ ধরণের কর আরোপের বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। খাতগুলি নিম্নরুপ ঃ

১। ইমারত এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

২। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।

৩। ভূমি উন্নয়ন কর এবং আদায়কৃত করের ২% অংশ।

৪। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর ফিস।

৫। পৌর এলাকায় ভোগ, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানি পণ্যের উপর ফিস।

৬। পৌর এলাকা হইতে রপ্তানি পণ্যের উপর কর।

৭। টোল জাতীয় ফিস।

৮। পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর।

৯। জন্ম, বিবাহ, দত্তক এবং ভোজের উপর ফিস।

১০। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

১১। পশুর উপর কর।

১২। সিনেমা,ড্রামা,নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের উপর কর।

১৩। মোটর গাড়ী ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।

১৪। বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট।

১৫। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট।

১৬। জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট।

১৭। পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট।

১৮। সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন করের উপর উপ-কর।

১৯। স্কুল ফিস।

২০। পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন জনসেবামূলক কার্য হইতে প্রাপ্ত সুবিধাদির উপর ফিস।

২১। মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস।

২২। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফিস।

২৩। পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সবার উপর ফিস।

২৪। পশু জবাইয়ের জন্য ফিস।

২৫। জলমহাল/ফেরীঘাট হইতে ফিস।

২৬। পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের উপর ফিস।

২৭। এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর।

২৮। পৌরসভার অধীনস্থ হাট-বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ।

২৯। সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোন কর।

৯.৬ ফরিদপুর পৌরসভার ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট

প্রতিটি পৌসভার আর্থিক বছরে ভিত্তিক আয়-ব্যয় প্রদর্শনপূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্ড়াবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেট পর্যালোচনা করলে এর আর্থিক অবস্থার সার্বিক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ফরিদপুর পৌরসভার রাজস্ব ও উন্নয় হিসাবের আয়- ব্যয়ের বিবরণ সম্ব২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এরূপ প্রস্তাবিত বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিন্মে প্রদত্ত হলঃ

ছক - ৯.১ঃ পৌরসভার বাজেট ২০১৭-২০১৮ রাজস্ব আয় হিসাব

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬)	চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)	পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০১৭-২০১৮)
১।	রাজস্ব আয় হিসাব (ট্যাক্স)	৯৩৮৬৬১৩৮	৭২১৬১৮৯২	১৩৭৫১৬০০০
২।	রাজস্ব আয় হিসাব (রেইটস)	১৮৬২০১৭২	২৩৬০৮৬৩৬	৮০০৫০০০০
৩।	রাজস্ব আয় হিসাব (ফিস)	৬৪৭৩২১৩	৩৫০১১১১৩	৬১৭১৫০০০
৪।	রাজস্ব আয় হিসাব (অন্যান্য)	৫৬৯৪৩৫১৮	৫৮৩৬১৩১৩	৭১৬৫০০০০
৫।	রাজস্ব আয় হিসাব(উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান)	৩১৫৮৮৯৪	৩১৫৮৮৯৪	৩৫৭৭০০০
৬।	রাজস্ব আয় হিসাব (পানি খাত)	৬১১৮৩৩০২	৬০৫২৭৫৫৭	৮৮৯৬০০০০
	সর্ব মোট	**২৩৩৭৭২০২৪**	**২১৭৮১৮২৯২**	**৪৪৩৪৬৮০০০**

ছক- ৯.২ঃ পৌরসভার বাজেট ২০১৭-২০১৮ রাজস্ব ব্যয় হিসাব

১	সাধারণ সয়স্থাপন	৬৮৬৫৯৮১১	৭২৬৬০০০০	৯৪৮৫০০০০
২	হিসাব ব্যয়	৫৯৯২৬৭০	৭৪৫৪৯১২	৯৫০০০০০
৩	স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী	৩২৫৯৫১৬২	২৯৫৬৫০০০	৪৩৪৫০০০০
	কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার,ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	২৩৭৭৭৫	৫০০০০	৩০০০০০
৪	অন্যান্য	৯০১২৬৭৭	৩২০০০০০	৫০০০০০০
৫	পানি খাতের ব্যয়	৫৬৩৩৭৮১৩.৪৩	৩৫২৫৬০০০	৬৪৮১০০০০
	সর্ব মোট	**১৭২৮৩৫৯০৮.৪**	**১৪৮১৮৫৯১২**	**২১৭৯১০০০০**

৯.৭ পৌরসভার রাজস্ব আয়-ব্যয় বিশে-ষণ ঃ

ফরিদপুর পৌরসভার আর্থিক শক্তি বিচার করা হবে এর রাজস্ব আদায়ের উৎসের ব্যাপ্তি ও পরিমাণের উপর। আদায় দক্ষতা নির্দেশ করে একটি পৌরসভা নিজস্ব তহবিল হতে কিরুপ পরিমান অর্থায়ন করার সামর্থ রাখে। অন্যদিকে আদায় দক্ষতা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক। ফরিদপুর পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের দক্ষতার হার বাজেটের সাপেক্ষে বিগত তিন বছরে ৪৯% থেকে ৬৫% এর মধ্যে ছিল, যা সন্তোষজনক নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় প্রকৃত আদায় দক্ষতা বছর ভিত্তিতে হ্রাস/বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রকৃত আদায়ের পরিমান পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সব বছরেই হ্রাস পেয়েছে; যা ফরিদপুর পৌরসভার ক্রমবর্ধমান আর্থিক সামর্থর দুর্বলতা প্রকাশ করে। তবে আর্থিক অবস্থা ভাল করার মত যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান আছে। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে এই দুর্বলতা দুর করা সম্ভব। বাৎসরিক বাজেট বিশে-ষণ করলে দেখা যায়, মূলত দু'ভাবে রাজস্ব খাতে আয় হয়ে থাকে। একটি পানি খাত ব্যতিত সাধারণ খাত (উপংশ-১) এবং অন্যটি পানি খাত (উপংশ-২) । উপাংশ-১ এ মোটা দাগে ৫টি আয়ের খাত যথা ট্যাক্সেস, রেট, ফিস, অন্যান্য এবং উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদানে মাধ্যমে রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। এ বিষয়ে ছক ৯.৪ ও ৯.৫ এ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ দেওয়া হলো।

ছক- ৯.৩ঃ মোট রাজস্ব বাজেট এবং আদায়

বিবরণ	২০১৪-২০১৫ (লক্ষ টাকা)	২০১৫-২০১৬ (লক্ষ টাকা)	২০১৬-২০১৭ (লক্ষ টাকা)
মোট রাজস্ব বাজেট	২৩১১৮১০৯২	২১২৭১৪৫৮৮	(লক্ষ টাকা)
মোট রাজস্ব আদায়	১১৩১৬২৮৫৫	১৩৯৩০৮০৭৫	১৯২২৯০৬১৬
মোট আদায় দক্ষতা	৪৮.৯৫%	৬৫.৪৯%	৫৫.৩৬%
বাজেট বৃদ্ধির হার		-৮.৬৮%	৩৮.৭৬%
আদায় বৃদ্ধির হার		১৮.৭৭%	২৭.৫৫%

ছক ৯.৪ ঃ পৌরসভার ৩ বছরের আয় বিশে-ষণ

(ক. রাজস্ব হিসাব, উপাংশ-১)

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	ট্যাক্সেস						
	ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর	৭৬৮৯৯২৪.৬৫	৬.৮০	১৩৭১৬৮৩৪.০০	৯.৮৫	১৬৯৬৮৪৯১.৩৭	৮.৮২
	খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর	১৯৫৯৮৮৪৬.০২	১৭.৩২	২৩৭৭৩৬৪১.৭৭	১৭.০৭	৩৮৪৮১২১৫.৩২	২০.০১
	গ) ইমারত নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ	২৫৫১০৭০.০০	২.২৫	৫৭৪৫৯৫৪.০০	৪.১২	৫১৭২৩৪৯.০০	২.৬৯
	ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৪৪৮৮৮১৯.০০	৩.৯৭	৬৬৩৩৮২৫.০০	৪.৭৬	৬৭৭৬২০৭.০০	৩.৫২
	ঙ) জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ	৪২০৮৮১.০০	০.৩৭	৪১৪০৯৯.০০	০.৩০	৭৮০৭৫৫.০০	০.৪১
	চ) বিজ্ঞাপন	৩৯১৩০০.০০	০.৩৫	৩৪৬৫৪৭৩.০০	২.৪৯	৩২১৭৮৭৫.০০	১.৬৭
	ছ) পোষা প্রাণী (গৃহপালিত)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জ) সিনেমা, থিয়েটার,অডিও ভিজুয়াল ও ডিস ব্যবসা	৪৮০০.০০	০.০০	৪৮০০.০০	০.০০	৪০০০.০০	০.০০
	ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতিত)	৬৭৩৬৪৩.০০	০.৬০	৭৩৭১৯.০০	০.০৫	৭৬১০০০.০০	০.৪০
	উপ-মোট						৩৭.৫২
২।	রেট		০.০০		০.০০		০.০০
	ক) লাইটিং	৩১৫৮৯০০.৮৫	২.৭৯	৫৫৭৮৪২৮.০০	৪.০০	৭১৫৮১৫৪.০০	৩.৭২
			০.০০				
	খ) কঞ্জারভেন্সী	৭৩৬০৯৮১.৯০	৬.৫০	১৩০৪১৭৪৪.০০	৯.৩৬	১৬৪৫০৪৮২.০০	৮.৫৬
	গ) জনসেবামূলক পূর্ত কাজ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	ফিস		০.০০		০.০০		০.০০
	ক) লাইসেন্স (ঠিকাদারী)	২৩৪২২৫.০০	০.২১	২১৩৯০০.০০	০.১৫	১৭০৪০০.০০	০.০৯
	খ) পশু জবাই	৩২৫৬১৫.০০	০.২৯	৩৮১৯০০.০০	০.২৭	৩৭৯৪০৮.০০	০.২০
	গ) (র) মার্কেট ভাড়া (দোকান ভাড়া)	৫০৬৬৬১৪.০০	৪.৪৮	৫৪৩৯৮০৭.০০	৩.৯০	৬৫৩৪২৫৪.২৪	৩.৪০
	(ii) পৌর মার্কেট (সেলামী)	৫৩০০০০.০০	০.৪৭	৪৩৭৬০৬.০০	০.৩১	২৭৯২৭০৫১.০০	১৪.৫২
	ঘ) মেলা, কৃষি প্রদর্শনী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ঙ) অন্যান্য (হোল্ডিং এর নাম পরিবর্তন, সীমানা নির্ধারণ সহ ইত্যাদি)	৭৫৮৮৫৪.০০	০.৬৭	২১১৬০০৫.০০	১.৫২	৬০৮৪২৬.০০	০.৩২
৪।	অন্যান্য						
	ক) হাট বাজার ইজারা	৪৮০১৪৯৩২.০০	৪২.৪৩	৪৪৪৩৬৬৪৮.০০	৩১.৯০	৪৭৪৬৬৪৭৭.০০	২৪.৬৮
	খ) বাস ষ্ট্যান্ড ইজারা	১১৯৩০০০.০০	১.০৫	১৩৭৫৬১৬.০০	০.৯৯	১৬৪৪৮০১.০০	০.৮৬
	গ) পুকুর ইঁজারা/ফেরী ঘাট	১২০০০০.০০	০.১১	২৩১২০০.০০	০.১৭	০.০০	০.০০
	ঘ) কবরস্থান/শশ্মান ঘাট	৯২৫০০০.০০	০.৮২	৫৩০০০০.০০	০.৩৮	১১২০০০০.০০	০.৫৮
	ঙ) রোড রোলারসহ অন্যান্য যানবাহন ভাড়া	১৯৫৩০০.০০	০.১৭	৬০২৮০০.০০	০.৪৩	২৮১৩০০.০০	০.১৫
	চ) পৌর সম্পত্তি ভাড়া (জায়গা)	৩০১২১৬.০০	০.২৭	০.০০	০.০০	৮০০০০.০০	০.০৪
	ছ) বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাক্তি কর্তৃক রাস্তা কর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট	২২৭৫৭৮.০০	০.২০	২৬৮৮৯০.০০	০.১৯	৩১১৫৪০.০০	০.১৬
	ঝ) বিভিন্ন ফরম	৭৮৩২৪০.০০	০.৬৯	৫৪২৬৪৫.০০	০.৩৯	৯০৬৯১০.০০	০.৪৭
	ঞ) দরপত্র	১৫৩৮৩৭৫.০০	১.৩৬	৯৬০৯০০.০০	০.৬৯	৬২৫৪৫০.০০	০.৩৩
	ট) জরিমানা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঠ) ক্রোকি পরওয়ানা ও সারচার্জ	৪০৩৭৩.২৫	০.০৪	০.০০	০.০০	১৬৭৫৬৬.০০	০.০৯
	ড) সংরক্ষণ সেবা ও অন্যান্য (সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার ফি সহ)	৫৮০৭৫.০০	০.০৫	০.০০	০.০০	১১৩৮৫২.০০	০.০৬
	ঢ) ব্যাংকে জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ	১১৬২১৮৯.৯০	১.০৩	৬১৯৫৮৮.২০	০.৪৪	৫৭০২১৮.১৯	০.৩০
	ণ) ইপিআই	৮১৬৪৭.০০	০.০৭	৩৩৯২২.০০	০.০২	৬৫৮০২.০০	০.০৩
	ত) হল ভাড়া	৯১৬৯৮০.০০	০.৮১	১০৩৭৫০০.০০	০.৭৪	১০৩৩৭০০.০০	০.৫৪
	থ) পুরাতন ভবন/পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	দ) স্থানান্ড়র (গ্রহণ)	১০৬০০০০.০০	০.৯৪	৩৬১৮৩৭৬.০০	২.৬০	২৫৩১৭৫২.০০	১.৩২
	ধ) টয়লেট ইজারা	৫২৫৬৮০.০০	০.৪৬	৬০৩৩৬০.০০	০.৪৩	৫৭৭১৪৩.০০	০.৩০
	ন) টোল আদায়/ইজারা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প) ভিজিএফ পরিবহন খরচ বাবদ আয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৭৬.০০	০.০০
	ফ) শিশু পার্কের ভাড়া	২৫০০০০.০০	০.২২	২৫০০০০.০০	০.১৮	২৫০০০০.০০	০.১৩

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫।	উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান						
	ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে সহায়তা	১৬৫১০৯.০০	০.১৫	১০৩১২৪.২৫	০.০৭	২০৪৯৮৬.০০	০.১১
	খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন- ভাতা সহায়তা	৪৯৮৪৪.২০	০.০৪	৮২০৩০.৫০	০.০৬	১৩৮৩১২.০০	০.০৭
	গ) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেনিফিটের টাকা	২২৭৩৯৯২.০০	২.০১	২৮৯৮০১০.০০	২.০৮	২৭৫৪৩৬৩.০০	১.৪৩
	ঘ) ছাত্রী বেতন	৫৮৫০.০০	০.০১	৫৫৭৩০.০০	০.০৪	১০০০০.০০	০.০১
	ঙ) জলাতংক ভ্যাকসিন/এআরভি বাবদ প্রাপ্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	চ) বেওয়ারীশ লাশ দাফন	২০০০০.০০	০.০২	২০০০০.০০	০.০১	৪০০০০.০০	০.০২
	মোট	**১১৩১৬২৮৫৫.৭৭**	**১০০.০০**	**১৩৯৩০৮০৭৫.৭২**	**১০০.০০**	**১৯২২৯০৬১৬.১২**	**১০০.০০**

ছক ৯.৪ ঃ পৌরসভার ৩ বছরের আয় বিশেৱষণ

(ক. রাজস্ব হিসাব, উপাংশ-২)

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	পানি কর	৯৯৩০৯৯৩.৩৫	৪.৯৬	১৮২১৬২৪১.০০	৭.৪৬	২৪৮৮৪৯১৮.০০	৯.১২
২।	সংযোগ ফিস	৬৬৩৮৮০.০০	০.৩৩	৮৪৬২০০.০০	০.৩৫	৫৭৯৭০০.০০	০.২১
৩।	পুনঃ সংযোগ ফিস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	সারচার্জ	০.০০	০.০০	২৭৩১৭৫.০০	০.১১	০.০০	০.০০
৫।	ফরম বিক্রয়	২৯২৫০.০০	০.০১	৪৬৩০০.০০	০.০২	২৮৯০০.০০	০.০১
৬।	অন্যান্য		০.০০		০.০০		০.০০
	ক) পানি সরবরাহ বিল (ট্যারিফ)	২১১১১৮১৩.৫৩	১০.৫৪	২৮২৮৪২৬০.৮০	১১.৫৯	২২৫৯১৫১৭.২৭	৮.২৮

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	খ) পানির মিটার বাবদ	৫২১০০০.০০	০.২৬	৬৮৬৫৪৮.০০	০.২৮	৩৮৭০০০.০০	০.১৪
	গ) ব্যাংকে জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ	২৪১০২৮.৩২	০.১২	১০১২০২.১৯	০.০৪	৫৫৫২১.৮৬	০.০২
	ঘ) স্থানান্ড়র(বিবিধ খাত থেকে)	৪০০০০০০.০০	২.০০	৮৩৩৬৮৭৫.৮২	৩.৪২	১২০০০০০০.০০	৪.৪০
৭।	৩৭ জেলা শহর প্রকল্প হতে প্রাপ্ত	৪৯৬৫২৩৩.০০	২.৪৮	৪৩৯২৫০০.০০	১.৮০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট	৪১৪৬৩১৯৮.২০	২০.৬৯	৬১১৮৩৩০২.৮১	২৫.০৭	৬০৫২৭৫৫৭.১৩	২২.১৭
	সর্বমোট আয় (উপাংশ ১+২)	১৫৪৬২৬০৫৩.৯৭	৭৭.১৬	২০০৪৯১৩৭৮.৫৩	৮২.১৫	২৫২৮১৮১৭৩.২৫	৯২.৬২
	প্রারম্ভিক জের (উপাংশ-১)	৩৬৭৯৫৬৩২.২৯	১৮.৩৬	৩৬৬১২৩১৬.৭২	১৫.০০	১৬৩১৩১১২.৪৮	৫.৯৮
	প্রারম্ভিক জের (উপাংশ-২)	৮৯৭১১২৭.৫৭	৪.৪৮	৬৯৫১৩৫৮.৯৩	২.৮৫	৩৮৩৪৬৮৭.৩২	১.৪০
	সর্বমোট	২০০৩৯২৮১৩.৮৩	১০০.০০	২৪৪০৫৫০৫৪.১৮	১০০.০০	২৭২৯৬৫৯৭৩.০৫	১০০.০০

ছক ৯.৪ ঃ পৌরসভার ৩ বছরের আয় বিশেল্বষণ

(উন্নয়ন হিসাব)

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	৪০০০০০০.০০	৮.৮১	৭০০০০০০.০০	১১.৮১	৭০০০০০০.০০	১৪.৮৪
২।	রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ		০.০০		০.০০		০.০০
	ক) উপাংশ-১ হইতে	২৬১৯৬৮১৭.০০	৫৭.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ) উপাংশ-২ হইতে	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	স্বেচ্ছা অনুদান	০.০০	০.০০	১০০০০.০০	০.০২	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪।	অন্যান্য		০.০০		০.০০		০.০০
	ক) উন্নত মার্কেট সমূহ হতে প্রাপ্ত সেলামী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ) বিশেষ বরাদ্দ	২৬০০০০০.০০	৫.৭৩	৪০০০০০০০.০০	৬৭.৫১	১৪৫০০০০০.০০	৩০.৭৩
	গ) ব্যাংক লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	৬৮২৫০৬.০০	১.১৫	২৮৬২১৬.২৮	০.৬১
			০.০০		০.০০		০.০০
	ঘ) স্থানান্ড়র (গ্রহন)		০.০০		০.০০	১৩৫০০০০০.০০	২৮.৬১
			০.০০		০.০০		০.০০
৫।	প্রারম্ভিক স্থিতি	১২৫৮২১৭৮.০০	২৭.৭৩	১১৫৫৫৭২৫.০০	১৯.৫০	১১৮৯৩২৫২.০০	২৫.২১
	সর্বমোট	**৪৫৩৭৮৯৯৫.০০**	**১০০.০০**	**৫৯২৪৮২৩১.০০**	**১০০.০০**	**৪৭১৭৯৪৬৮.২৮**	**১০০.০০**

ছক ৯.৫ঃ পৌরসভার ৩ বছরের ব্যয় বিশে-ষণ

(ক. রাজস্ব হিসাব, উপাংশ-১)

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	সাধারণ সংস্থাপন						
	ক) পৌর মেয়র/কাউন্সিলরগণের সম্মানী ভাতা	১২৭০৯০০.০০	১.০৬	১০৬৫৬০০.০০	০.৬৪	৮৪৫২০০.০০	০.৪৪

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	খ) (১) পানি সরবরাহ শাখা ব্যতিত অন্যান্য শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৩১২৩৫৪১৮.০০	২৬.১৪	৩৫২৭৬০৪৩.০০	২১.০৫	৪৩৪৭৯১৭২.০০	২২.৪৩
	গ) আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্ড়র	১২৯৩৩৭০.০০	১.০৮	৪৩৩৩০৩৮.০০	২.৫৯	৪৭৪৮৪৭৫.০০	২.৪৫
	ঘ) (১) যানবাহন মেরামত/ক্রয়	১৫৩২৬৯৬.০০	১.২৮	৪৯৯৮৭৪২.০০	২.৯৮	১১৫৫৮২২০.০০	৫.৯৬
	(২) জ্বালানী	৪১৩১৯২৫.০০	৩.৪৬	৪৬৩৯৯৯১.০০	২.৭৭	৪৫৮০৬৪৭.০০	২.৩৬
	ঙ) টেলিফোন ও ইন্টারনেট	৪৫০০৭.০০	০.০৪	২৪৮৬৫.০০	০.০১	২৭৬৩৩.০০	০.০১
	চ) বিদ্যুৎ বিল	৬৯৯৯৫৫৩.০০	৫.৮৬	৭২৪০৭৩৪.০০	৪.৩২	৯৪০২৬১২.০০	৪.৮৫
	ছ) আনুসঙ্গিক ব্যয়	৪৫৬৮৭১৬.১০	৩.৮২	৫৭৪২৪৯২.০০	৩.৪৩	৪৬০৫৮০২.০০	২.৩৮
	জ) বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	৩৫৬১৩৬৭.০০	২.৯৮	৪৭০০৯৩৪.০০	২.৮১	৪৯০৩৯২১.০০	২.৫৩
	ঝ) প্রশিক্ষণ (দেশের অভ্যন্ড়রে/ বাহিরে)	৩৫০৫০.০০	০.০৩	০.০০	০.০০	৮৮৮৭৫.০০	০.০৫
	ঞ)বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিল	০.০০	০.০০	৬৩৭৩৭২.০০	০.৩৮	৪৩৪৩৪৫.০০	০.২২
	আপ্যায়ন ব্যয়		০.০০		০.০০	২৬৬৭৪৮৭.০০	১.৩৮
২।	শিক্ষা ব্যয়		০.০০		০.০০		০.০০
	ক) পৌরসভাচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৪৯১৯২৯৩.০০	৪.১২	৫৯১৬২৫০.০০	৩.৫৩	৪৩৯৯২৭৫.০০	২.২৭
	খ) পাঠাগারের বই পুস্ড়ক ক্রয়	৫৮৯০০.০০	০.০৫	৭৬৪২০.০০	০.০৫	৪২১৭৭০.০০	০.২২
	গ) অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(ঘ) বি,এম,ডি,এফ কন্ট্রিবিউশন বাবদ প্রদান		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন						
	ক) ঔষধ ও চিকিৎসা (এআরভি সহ)	৬৪০০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	৩১৫৫০.০০	০.০২
	খ) ইপিআই	১১২২৬৫.০০	০.০৯	৭৫৩১০.০০	০.০৪	১৮৭৭৬০.০০	০.১০
	গ) নর্দমা পরিস্কার	৩৪২২৭০.০০	০.২৯	১১০৯২৯০.০০	০.৬৬	২২৪৭৫০৫.০০	১.১৬
	ঘ) ময়লা আবর্জনা পরিস্কার	১৫২৫১০১০.০০	১২.৭৬	১৮৯৫২০৭২.০০	১১.৩১	১১৫৭৭২৫.০০	০.৬০
	ঙ) ময়লা আবর্জনা পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	১৮৪৮০০.০০	০.১৫	০.০০	০.০০	৯১৮২১৪.০০	০.৪৭
	চ) জলাতংক রোগ প্রতিরোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(কুকুর নিধন)						
	ছ) কবরস্থান/শ্মাশান ঘাটের জন্য ভূমি ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জ) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৮৫০.০০	০.০৫
	ঝ) সুইপার কলোনী/জবেহখানা মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০৫১৫.০০	০.১৬
	ঞ) জর"রী জনস্বাস্থ্য (জলাবদ্ধতা নিষ্কাশন/অপসারণ সহ অন্যান্য)	১৫৫৮৮৮০.০০	১.৩০	৫৭১২৬৯৬.০০	৩.৪১	৯০৬২৫০.০০	০.৪৭
	ট) মৃত দেহ অপসারণ	৩০২৩৪০.০০	০.২৫	২৬৫০৩২৫.০০	১.৫৮	৪৬২৩৮১.০০	০.২৪
	ঠ) মশক নিধন	০.০০	০.০০	৬০৯৫২.০০	০.০৪	৩৩৭০৫০.০০	০.১৭
	ড) বর্জ্য বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঢ) টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ণ)চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন		০.০০	৪০৩৪৫১৭.০০	২.৪১	৩৩৫৩০২৪.০০	১.৭৩
	ণ)চুক্তি ভিত্তিক পরিছন্ন কর্মচারীদের বেতন		০.০০		০.০০	২১৯৭০০০০.০০	১১.৩৩
৪।	কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার,ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	০.০০	০.০০	২৩৭৭৭৫.০০	০.১৪	১৪৩১৫২.০০	০.০৭
৫।	বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০০০০.০০	০.০২	৪০০০০.০০	০.০২	৩৫০৩২৫.০০	০.১৮
৬।	ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আথিক অনুদান/গরীবদের সাহায্য	১৪৪৩৫৭০.০০	১.২১	৭১০৪৬৮২.০০	৪.২৪	৪৫১০০৪২.০০	২.৩৩
	খ) পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	১২৭৩৯০০.০০	১.০৭	১৮০৭৯৯৫.০০	১.০৮	১৫০৭১৮৩.০০	০.৭৮
	গ)যুদ্ধাহত ওপঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রতিবন্ধী	১০০০০০.০০	০.০৮	১০০০০০.০০	০.০৬	০.০০	০.০০
৭।	ভূমি উন্নয়ন কর	৭১৮২৫.০০	০.০৬	৭২৫৬০১.০০	০.৪৩	৬০২৯২৮.০০	০.৩১
৮।	অডিট ব্যয়	১৩০৮০৮.০০	০.১১	১০২৫৫৮.০০	০.০৬	১১৫০০০.০০	০.০৬
৯।	মামলা খরচ	২৫৫০০.০০	০.০২	৬৫৩৫৪০.০০	০.৩৯	৪৭৩২৫.০০	০.০২
১০।	জাতীয় দিবস উদযাপন	৬২৮৯৫৬.০০	০.৫৩	৫৫৭৭০০.০০	০.৩৩	১২০৪৫০০.০০	০.৬২

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১।	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	৪৩৬৭৬৬.০০	০.৩৭	২৬৬৩০৩.০০	০.১৬	১৯৫৭৮৯.০০	০.১০
১২।	জরুরী ত্রাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩।	সম্মানী ব্যক্তি/ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪।	বি,এম,ডি,এফ ঋণ কিস্তি পরিশোধ বাবদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৬৫৭৯৫০.০০	৪.৯৮
১৫।	UGIIP-3 এর বিবিধ ব্যয় বাবদ		০.০০		০.০০		০.০০
	(১)সি,বি,ও এর ব্যয় বাবদ	৩৪২৩৫.০০	০.০৩	৭৯৩৬৫.০০	০.০৫	১২২২১৯.০০	০.০৬
	(২)গ্যাপ এর ব্যয় বাবদ	৯০১৯৬৫.০০	০.৭৫	১৩০০০.০০	০.০১	১৭৩০৪৮৮.০০	০.৮৯
	(৩)এম,সি,সি ব্যয় বাবদ (প্রচার প্রচারণা)	৩৩৫৫২৫.০০	০.২৮	৪৭৫৮০.০০	০.০৩	০.০০	০.০০
	(৪)প্রাপ এর ব্যয় বাবদ (দরিদ্রদের)	১০৬৫৪৭৫.০০	০.৮৯	১২৯২০.০০	০.০১	২৩১১৮০৩.০০	১.১৯
	(৫)টি,এল,সি,সিএর ব্যয় /সভার আপ্যায়ন ব্যয়	৪৬৬৬৭০.০০	০.৩৯	৪৭৩১৬০.০০	০.২৮	৪৯৭৫২০.০০	০.২৬
	(৬) ডব্লিউ,সি এর ব্যয় বাবদ	২৫৯২০.০০	০.০২	১৫১২০.০০	০.০১	১৩৬৮০.০০	০.০১
	(৭)প্রকল্পের অনান্য ব্যয় বাবদ		০.০০	৩০০০০.০০	০.০২	০.০০	০.০০
১৬।	স্থানান্তর (ফেরত)	৫০০০০০০.০০	৪.১৮	৯৯৪১০৭৬.০০	৫.৯৩	০.০০	০.০০
১৭।	অন্যান্য ব্যয়		০.০০		০.০০		০.০০
	ক) হাট-বাজারের মূসক ও আয়কর এবং ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমা		০.০০	৩৬০৭৪৬০.০০	২.১৫	১১১৭২৯.২০	০.০৬
	খ) মার্কেটের টাকা ফেরত		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) সিডিউল এর অর্থ (প্রকল্পের)সরকারী কোষাগারে জমা		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) মনোহরী দ্রব্যাদি ক্রয়	১০৬৩১৩১.০০	০.৮৯	১৪৭২০২৮.০০	০.৮৮	১২৭৩৮৮৪.০০	০.৬৬
	ঘ) ম্যাব এর বার্ষিক ফি		০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০০.০০	০.০১
	ঙ) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	চ)ব্যাংক চার্জ		০.০০	২০২৬৬৪.২৩	০.১২	১৩২৮৬৬.৩২	০.০৭
	ছ) ৭ ভূমি রাজস্ব	১৭২৮৮৮৬.০০	১.৪৫		০.০০		০.০০
	স্থানান্তর (ফেরত)		০.০০		০.০০	১৬১৮৮৭২১.০০	৮.৩৫

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	রাজস্ব খাতে বাস্ড়বায়িত প্রকল্প		০.০০		০.০০	২৮৯৭৪৯০৭.০০	১৪.৯৫
	ঁজ) সরকারী কোষাগাওে জসা (ভ্যাট ও আয়কর এর টাকা)	১১৫০০৯৯.০০	০.৯৬		০.০০		০.০০
১৮।	রাজস্ব উদ্ধৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্ড়র	২৬১৯৬৮১৭.০০	২১.৯২	৩২৮৩৪৮৫৭.০০	১৯.৫৯	০.০০	০.০০
১৯।	সমাপ্তি জের (১নং উপ-খাতের মোট ব্যয়ের এক দ্বাদশাংশের কম নহে)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট(সমাপ্তি জের+উন্নয়নেস্থানান্তর বাদে)	১১৯৫১০২০৮.১০	১০০.০০	১৬৭৫৭৩০২৭.২৩	১০০.০০	১৯৩৮৪২২৬৯.৫২	১০০.০০

ছক ৯.৫ঃ পৌরসভার ৩ বছরের ব্যয় বিশে-ষণ

(ক. রাজস্ব হিসাব, উপাংশ-২)

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন	৬৬৪৩৪৪৯.০০	৩.৩২	৮৮২৬৭৯২.০০	৩.৬২	১০৬৪১৩১৯.০০	৩.৯০
২।	বিদ্যুৎ বিল (পানি সরবরাহ সংক্রান্ড়)	২০৮৭৫৭২২.০০	১০.৪২	২২৬৬৪৯৭০.০০	৯.২৯	২৬১৮৩৫৩৪.০০	৯.৫৯
৩।	পানির লাইনের সংযোজন ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার	২৫৮২০৫৮.০০	১.২৯	১৮০৩৩০.০০	০.০৭	০.০০	০.০০
৫।	উৎপাদক নলকুপ মেরামত/সংস্কার	১১৫৫১০৩.০০	০.৫৮	৭০০৯৬৫৫.০০	২.৮৭	২৮৭৩৫০.০০	০.১১
৬।	পানি সরবরাহ শাখার মনোহরী দ্রব্যাদি রেজিষ্টার ইত্যাদি	২৫৩১০৫.০০	০.১৩	২৩০০৮৪.০০	০.০৯	৪১৭১৫৫.০০	০.১৫
৭।	ডাক ও তার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	টেলিফোন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯।	অবচয় হিসাবে স্থানান্ড়র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

১০।	নলকুপের যন্ত্রাংশ ক্রয়	০.০০	০.০০	৪২২৪৫৬.০০	০.১৭	৬০১৭৮৪০.০০	২.২০
১১।	পানির লাইন মেরামত	১১৪২৭৮৭.০০	০.৫৭	৫০৩৮৫১৮.০০	২.০৬	১৭৭৪৭২৪.০০	০.৬৫
১২।	গভীর নলকূপ স্থাপন (৩৭ জেলা শহর)	৪৪৬৮৭১০.০০	২.২৩	৪৩৯২৫০০.০০	১.৮০	০.০০	০.০০
১৩।	অন্যান্য ব্যয় (কম্পিঃ মেরামত,কম্পিঃ বিল ফরম, ব্যাংক চার্চ ইত্যাদি)	১৪৪০৯৪৮.০০	০.৭২	৩১২৫৬২১.৫৯	১.২৮	১২০৮৭৫.৬৫	০.০৪
১৪।	স্থানান্তর(বিবিধ হিসাবে ফেরত)		০.০০	৪৪৪৬৮৮৬.৮২	১.৮২	০.০০	০.০০
১৫।	বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্ড়বায়ন		০.০০	০.০০	০.০০	২৫১৩১৪৭.০০	০.৯২
১৬।	পানির মিটার ক্রয় ও স্থাপন ব্যয়	৩৩২৪৬৪.০০	০.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭।	সমাপ্তি জের (১নং উপখাতে প্রয়োজনীয় এক মাসের ব্যয়ের কম নহে) স্থানান্ড়র		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট(সমাপ্তি জের+উন্নয়নেস্থানান্তর বাদে)	৩৮৮৯৪৩৪৬.০০	১৯.৪১	৫৬৩৩৭৮১৩.৪১	২৩.০৮	৪৭৯৫৫৯৪৪.৬৫	১৭.৫৭
	সর্বমোট ব্যয় (উপাংশ ১+২)	১৫৮৪০৪৫৫৪.১৩	৭৯.০৫	২২৩৯১০৮৪০.৬৪	৯১.৭৫	২৪১৭৯৮২১৪.১৭	৮৮.৫৮
	সর্বমোট সমাপ্তি জের (উপাংশ ১)	৩৫৮৬১৩৬১.৩১	১৭.৯০	১৬৩০৯৫২৬.২০	৬.৬৮	১৪৭৬১৪৫৯.০৮	৫.৪১
	সর্বমোট সমাপ্তি জের (উপাংশ ২)	৬১২৬৮৯৮.৩৯	৩.০৬	৩৮৩৪৬৮৭.৩২	১.৫৭	১৬৪০৬২৯৯.৮০	৬.০১
	সর্বমোট	**২০০৩৯২৮১৩.৮৩**	**১০০.০০**	**২৪৪০৫৫০৫৪.২০**	**১০০.০০**	**২৭২৯৬৫৯৭৩.০৫**	**১০০.০০**

ছক ৯.৫ঃ পৌরসভার ৩ বছরের ব্যয় বিশেৱষণ

(ক. উন্নয়ন হিসাব)

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৫-১৬)	শতকরা হার (%)	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৬-১৭)	শতকরা হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	অবকাঠামো ঃ						
	ক) রাস্ড়া নির্মাণ	১২৬৯২৫৫৪.০০	২৭.৯৭	৩৮৭২০১৫৮.০০	৬৫.৩৬	৮৯৫৩২০২.০০	১৮.৯৮
	খ) O & M ঃ				০.০০		০.০০

	(i) রাস্ড়া মেরামত/ সংস্কার	৭৫৭৮০৭৬.০০	১৬.৭০	৬৬০৫১৯.০০	১.১২	৫৮১১২৪৭.০০	১২.৩২
	(ii) ব্রীজ/কালভাট মেরামত/সংস্কার	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	(iii) ড্রেন মেরামত	০.০০	০.০০	২৭৬৭২৫০.০০	৪.৬৭	৭৪৬৬৭২.০০	১.৫৮
	(iv) ফুটপাত মেরামত ও সংস্কার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(v) রাস্ড়া আলোকিত করণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(vi) বাস টার্মিনাল সংস্কার	১২৭৪০৫.০০	০.২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	টয়লেট নির্মাণ				০.০০	৮১৯৮৭৪.০০	১.৭৪
	(vii) সাঁকো নির্মাণ	১১৮৪৬০.০০	০.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(viii) ছোট ছোট মেরামতসহ অন্যান্য	৪২৭৩১৪৩.০০	৯.৪২	২৬০৬০১.০০	০.৪৪	৬৭৫২০৪.০০	১.৪৩
	গ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) ড্রেন নির্মাণ	২৯৬৮৭৫৪.০০	৬.৫৪	৮৭৩২৩৩.০০	১.৪৭	০.০০	০.০০
	ঙ) পানির লাইন স্থাপন/ সম্প্রসারণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৩৩৬৪৫.০০	১.৫৬
	চ) পৌর ভবন সম্প্রসারন ও সংস্কার	২৫৭৭৮০.০০	০.৫৭	০.০০	০.০০	৯৯১১৫৯.০০	২.১০
	ছ)ব্যাংক চার্জ		০.০০	০.০০	০.০০	৪০২৯০.০০	০.০৯
২।	হাট/বাজার উন্নয়ন	২৭৫০৭৫.০০	০.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	বাস টার্মিনাল/মাইক্রো ষ্ট্যান্ড বাবদ ব্যয় (নতুন)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	মার্কেট নির্মাণ	২৪৮৬১৩৪.০০	৫.৪৮	০.০০	০.০০	৩৩৯৫৬৮.০০	০.৭২
৫।	পার্ক নির্মাণ/সংস্কার	১৭০৮৫৮২.০০	৩.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।	অন্যান্য ঃ		০.০০	৪০৬৪২১৮.০০	৬.৮৬	০.০০	০.০০
	ক) ঘাটলা নির্মাণ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ) সীমানা প্রাচীর	২২১০৮৩.০০	০.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) ওজুখানা ও সেড নির্মাণ	৭১২২১০.০০	১.৫৭	০.০০	০.০০	১৪৩৭৫৮.০০	০.৩০
৭।	আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	সৌন্দর্য্য বর্ধন	৪০৪০১৪.০০	০.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯।	মেয়র ভবন নির্মান		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	সস্থানান্ড়র (প্রদান)		০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬৪৮৮৪০.০০	২৮.৯৩
১১।	মোট ব্যয়		০.০০	৪৭৩৪৫৯৭৯.০০	৭৯.৯২	৩২৯০৩৪৫৯.০০	৬৯.৭৪

১২।	সমাপ্তি জের	১১৫৫৫৭২৫.০০	২৫.৪৬	১১৮৯৩২৫২.০০	২০.০৮	১৪২৭৬০০৯.২৮	৩০.২৬
	সর্বমোট	৪৫৩৭৮৯৯৫.০০	১০০.০০	৫৯২৩৯২৩১.০০	১০০.০০	৪৭১৭৯৪৬৮.২৮	১০০.০০

৯.৭.১ গৃহ ও ভূমির উপর কর ঃ

পৌরসভার ২০১৪-১৫,২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (ছক -৯.৪) বিশে-ষণে দেখা যায়, ৪টি শিরোনামে যথা:- ভূমি ও ইমারতের উপর কর, আলোকসজ্জ, ময়লা আবর্জনা পরিস্কার এবং পানি কর হিসাবে হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫,২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গৃহ ও ভূমির উপর কর উপাংশ-১ এর মোট আয়ের যথাক্রমে ৬.৮০%, ৯.৮৫% এবং ৮.৮২% । সামগ্রিক ভাবে হোল্ডিং ট্যাক্স (হোল্ডিং, লাইটিং, কনজারভেন্সি ও পানি কর) আয়ের খাত হিসাবে অন্যতম প্রধান। এই খাত থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট আয়ের ৩৫.০০% এর বেশি আয় হয়েছে। তবে দাবীকৃত হোল্ডিং ট্যাক্সের উলে-খযোগ্য অংশ বকেয়া আছে। ছক- ৯.৬ তে এ বিষয়ে বিশে-ষণ তুলে ধরা হলো।

ছক- ৯.৬ ঃ ৩ বছরের হোল্ডিং ট্যাক্সের দাবী ও আদায়

অর্থ বছর	চলতি(লক্ষ টাকা)			বকেয়া(লক্ষ টাকা)			সমগ্রীক আদায়ের হার
	দাবী	আদায়	আদায় হার	দাবী	আদায়	আদায় হার	
২০১৪-১৫	১৩০.২২	৫৬.৮৩	৪৩.৬৪%	১৫৮.০৬	১১১.২৩	৭০.৩৭	৫৮.৩০%
২০১৫-১৬	১৬৯.৭০	৮২.৮৬	৪৮.৮৩%	৩২০.৮২	৮০.৯৬	২৫.২৩	৩৩.৪০%
২০১৬-১৭	১৬৭.৩৬	৯০.৯৬	৫৪.৩৫%	৩২৯.৩২	৮৩.২০	২৫.২৬	৩৫.০০%
মোট	৪৬৭.২৮	২৩০.৬৫	৪৯.৩৬%	৪০৪.২০	২৭৫.৩৯	৩৪.০৭%	

২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হোল্ডিং ট্রাক্সের হাল ও বকেয়া উভয় মিলে যথাক্রমে ৫৮.৩০% , ৩৩.৪০% এবং ৩৫.০০% আদায় হয়েছে। হিসাব মতে ৫০% ট্যাক্সই বকেয়া থাকছে। ট্যাক্স আদায়ে হার বাড়াতে না পারলে বকেয়ার পরিমান বৃদ্ধি হতেই থাকে এবং এক পর্যায়ে অনাদায়ীতে পরিণত হয়। পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্যাক্স আদায়ের হার বৃদ্ধি করতে পারলেই FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং এর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

৯.৬.৩ মূলধন হিসাব বিশে-ষণ ঃ

প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংগ মূলধন। পৌরসভার মূলধন হিসাবে গৃহীত ঋণ, প্রদেয় ঋণ ফেরত, বিনিয়োগ হতে আয়, অবচয় এবং আনুতোষিক উপখাতগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। ছক- ৯.৭ এ ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরগুলোর মূলধন হিসাবের বিবরণ দেওয়া হলো।

ছক ৯.৭ ঃ মূলধন হিসাবের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	অর্থবছর ও আয় (লক্ষ টাকা)		
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	গৃহিত ঋণ	০	০	০

২	প্রদত্ত ঋণ ফেরত	১৩.৭৫	৭.০১	২.৩৫
৩	বিনিযোগ হতে আয়	০	০	০
৪	অবচয়	০	০	০
৫	আনুতোষিক	২৬.৬০	৩৩.২৩	১৮.৩০

ছক ৯.৭ এর ডাটা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় গৃহীত ঋণ, বিনিয়োগ হতে আয় এবং অবচয় তহবিলে কোন মূলধন অর্জিত হয়নি। উৎপাদক নলকুপ, গার্বেজ ট্রাক, পানি শোধনাগার ইত্যাদি জনগুরত্ত্বপূর্ণ ম্যাশিনারীজ আছে, যার অবচয় হয়ে থাকে। যে কোন দিন পানির পাম্প নষ্ট হতে পারে, উৎপাদক নলকূপ ধীরে ধীরে তার উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে পরিত্যাক্ত হয়ে যেতে পারে। গার্বেজ ট্রাক, ভেকুটেক মেশিন একদিন অকেজো ঘোষণা করায় প্রয়োজন পড়বে। এ সমস্ড় সম্পদ অতীব জনগুর"ত্ত্বপূর্ণ এবং জর"রী সেবা খাত হিসাবে বিবেচিত। গুর"ত্ত্বপূর্ন এ সম্পদের বিপরীতে অবচয় তহবিল গড়ে তোলা দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার পরিচয় বহন করে। পৌরসভার এ খাতটি তেমন গুর"ত্ত্ব পায়নি বিধায় বিগত ৩ বছরে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে আনুতোষিক তহবিলে ৩৩.২৩ লক্ষ টাকার বরাদ্দের বিপরীতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৮.৩০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আনুতোষিক তহবিলে বরাদ্দের পরিমান প্রতি বছর বাড়ার কথা। আনুতোষিক তহবিলের বরাদ্দ বেতন বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। বেতন যেহেতু বছরান্ড়ে বাড়ে সে হিসাবে সমান সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আনুতোষিক তহবিলের জমার পরিমানও বেড়ে যায়। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতনের ৩ মাসের সমপরিমান অর্থ আনুতোষিক হিসাবে জমা রাখার কথা। বিদ্যমান নিয়মে অর্থ জমা রাখলেও প্রকৃতপক্ষে একজন কর্মচারীর অবসরকালীন সময়ে প্রাপ্য আনুতোষিকের সর্বোচ্চ ৫০-৫৫ ভাগ জমা হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ অবসর গ্রহণকারী একজন কর্মচারীর আনুতোষিক বাবদ সমস্ড় পাওনা পরিশোধ করতে হলে পৌরসভা থেকে এককালীন প্রায় ৫০% অর্থ ব্যয় করতে হবে। পৌরসভার স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বড় অংকের অর্থ এককালীন সরবরাহ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে দাড়ায়। এ জন্য পৌরসভাকে আরো বেশী পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের জন্য অবচয় তহবিল এবং আনুতোষিক তহবিলের সুষ্ট ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৯.৬.৪ পৌরসভার রাজস্ব ব্যয় বিশে-ষন ঃ

পৌরসভায় মূল দু'ভাবে ব্যয় হয় যথা রাজস্ব ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়। রাজস্ব খাতের উদ্ধিত্ত এবং উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত ঋণ সহায়তা এবং অনুদান দিয়ে পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন মূলক কাজ করা হয়ে থাকে। সার্বিক রাজস্ব ব্যয়ের (উপমাংশ-১ ও উপমাংশ-২) বিশে-ষণ ছক ৯.৫ -এ দেওয়া হয়েছে। উলে-খিত ছকে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে। সাধারণ

সংস্থাপন, শিক্ষা ব্যয়, স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী খাতে ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবং পানি খাতের ব্যয় বিশে-ষণে দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় সাধারণ সংস্থাপন খাতে। পানি শাখা ছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ বিগত ৩ বছরে ৩.১২ কোটি (২৬.১৪%), ৩.৫৩ কোটি (২১.০৫%) ও ৪.৩৫ কোটি (২২.৪৩%) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯.৭ পৌরসভার রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের প্রবণতা ঃ

ছক- ৯.৮ ঃ রাজস্ব খাতের আয়- ব্যয়ের প্রবণতা

অর্থ ব্যয়	আয় (লক্ষ টাকা)	বৃদ্ধির হার	ব্যয় (লক্ষ টাক)	বৃদ্ধির হার
২০১৪-১৫	৬৪০.৩৭		৩৭৮.৭৯	
২০১৫-১৬	৬১২.১৭	-৪.৪০%	৩৮৮.৩৮	২.৫৩%
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৪	-৮.৫৫%	৪৬৬.৪৬	২০.১০%

ছক ৯.৫ থেকে দেখা যায় ২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৮.৫৫% আয় কমেছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে আয় বাড়লেও ক্রমন্বয়ে আয় কমার প্রবনতা ইতিবাচক না। এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহ কারে বিবেচনা করতে হবে। অপরদিকে আয় কমলেও ব্যয় বেড়েছে ২০.১০%। আয় এবং ব্যয়ের বিপরীত মূখী প্রবণতা প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্যহীন করে তোলে। বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে আয় বাড়ানো এবং রাজস্ব ব্যয়কে যৌক্তিকীকরণ করার কোন বিকল্প নেই।

৯.৮ পৌরসভার উন্নয়ন আয় ও উন্নয়ন ব্যয় বিশে-ষণ ঃ

ফরিদপুর পৌরসভার বিগত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন হিসাবে প্রকৃত আয়-ব্যয় এবং বাজেট দেওয়া হ'ল।

ছক-৯.৯ ঃ উন্নয়ন হিসাব হতে আয়

উন্নয়ন আয় (Devlpopment Income)

ক্রমিক নং	বিষয়	অর্থ বছর		
		২০১৪-১৫ (লক্ষ টাকা)	২০১৫-১৬ (লক্ষ টাকা)	২০১৬-১৭ (লক্ষ টাকা)
১.	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী (PDP)	৫০.০০	৫৮.০০	২৫.০০
২.	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৬৮.৯৯	৭৪.৬৬	১২৫.৯৮
৩.	অনুদান /জরুরী ত্রান	৬.৫০	১৪.৩৮	০.০০
৪.	প্রকল্প সহায়তা/ঋণ (বস্তি উন্নয়ন, STIDP-2, বন্যা পূণর্বাসন,জেলা শহর ইত্যাদি)	৩৯৪.৫৬	১২৪.৮৪	৮৮৩.৫০
৫.	অন্যান্য (হাট বাজার, দোকান, পার্ক ইত্যাদি)	০.০০	৭৮.৯২	১১৯.০৪

	মোট	৫২০.০৫	৩৫০.৮০	১১৫৩.৫২

ছক-৯.১০ ঃ উন্নয়ন হিসাব হতে ব্যয়

উন্নয়ন ব্যয় (Development Expnditure)

ক্রমিক নং	বিষয়	অর্থ বছর		
		২০১৪-১৫ (লক্ষ টাকা)	২০১৫-১৬ (লক্ষ টাকা)	২০১৬-১৭ (লক্ষ টাকা)
১.	অবকাঠামো নির্মাণ (প্রকল্প সহায়তা ব্যতিত)	৯৬.৬৩	১৪৩.৭৮	১৭১.২৭
২.	হাট বাজার, মার্কেট, পার্ক নির্মাণ উন্নয়ন	০.০০	২৫.৩৯	১২২.৮১
৩.	অডিটরিয়াম/ অফিস ভবণ উন্নয়ন	১০.৬৯	৮১.২৭	২৮.৪৬
৪.	প্রকল্প সহায়তায় অবকাঠামো উন্নয়ন (STIDP-2, IUD, EDPRP, DIDP) ইত্যাদি	৩৯৯.৩৬	৯৮.২৪	৭৭৮.৭৩
৫.	মোট ব্যয়	৫০৬.৬৮	৩৪৮.৬৮	১১০১.২৭

বিশে-ষণ ঃ ২০১৪-১৫ ,২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন খাতে আয় ও ব্যয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায়, ২০১৫-১৬ অর্থ বছর উন্নয়ন ব্যয় কমেছে। অন্যদিকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন ব্যয় অনেক বেড়েছে। উন্নয়ন ব্যয়ের এই তারতম্যের কারণ উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্প সহায়তার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। ভবিষ্যতে পৌরসভাকে টিকে থাকতে হলে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে উন্নয়ন মূলক কাজে অতিরিক্ত সম্পদের যোগান বাড়াতে হবে। অন্যথায় প্রকল্প সহায়তা বন্ধ কিংবা কমে গেলে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী মৌলিক সেবা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য দরকার মান সম্পন্ন পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্ড়বায়ন।

৯.৯ আর্থিক প্রক্ষেপণ (Financial Projection) ২০১৭-২০২৬ (১০ বছর এর)

রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কৌশল

পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ভির করে এর আয়ের উৎস সম্প্রসারণ ও তা থেকে অর্থ সংগ্রহের সাফল্যের ওপর। ফরিদপুর পৌরসভাকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা আবশ্যক ঃ

- ৫ বছর অন্ড়র ইমারত ও ভূমির ওপর কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) পুন:নির্ধারণসহ সারা বছর অন্ড়: বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্সের চাহিদা বৃদ্ধি করা;
- হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি করা;
- অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

পুন:কর ও অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম

পৌরসভা কর আইন ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই সাধারণ কর নির্ধারণ বাস্ড়বায়ন করবে এবং অতঃপর ৫ বছর অন্ড়র অন্ড়র পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বা পৌরকর পুন:নির্ধারণ করবে। এছাড়া নিয়মিত অন্ড়বর্তীকালীন পৌরকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু রাখবে। তদানুযায়ী ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ফরিদপুর পৌরসভায় সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) বাস্ড়বায়ন করা হয়। এবং পরবর্তীতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সর্বশেষ পূন:কর নির্ধারণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পরবর্তী পূন:কর নির্ধারণ করা করা হবে।

হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬,২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে চলতি হোল্ডিং ট্যাক্সের আয় যথাক্রমকে ৪৩.৬৪%, ৪৮.৮৩% ও ৫৪.৩৫% আয় হয়েছে। অর্থাৎ ৫০% আয়ই বকেয়া থাকছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয় ৮০% এ উন্নিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। প্রতিবছর ১০% বৃদ্ধি ধরে প্রক্ষেপনে নির্ণয় করা হয়েছে।

নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি

ফরিদপুর পৌরসভায় বিকাশমান অর্থনীতি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এখানে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পাবলিক টয়লেট, কসাইখানা, অডিটরিয়াম, পাকা মার্কেট ইত্যাদি আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করে সেবা সরবরাহের সাথে সাথে পৌরসভার আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। পৌরসভা পেশা-ব্যবসা এবং ভূমি উন্নয়ন করের, ওপর কর ইত্যাদি আরোপ করলেও এর আওতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।করের আওতা বাড়িয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায়। ফরিদপুর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে কর, রেইটস, ফিস ইত্যাদি আদায়ের গত তিন বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বছর ভিত্তিক এ খাতের আয় সংশ্লিষ্ট বছরের মোট আয়ের যথাক্রমে ১০০%, ৮৭% এবং ৮০%। পক্ষান্ড়রে UGIIP-3 এর আওতায় প্রণীত UGIAP এর শর্ত মোতাবেক এ খাতের রাজস্ব আয় প্রতি বছর কমপক্ষে মূল্য বৃদ্ধির রেইট অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে হবে।উক্ত লক্ষ্য অর্জনে UGIAP অনুসরণে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

১। সরকার অনুমোদিত মডেল ট্যাক্স সিডিউলের সাথে সংগতি রেখে কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎসের (ফিস, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদি) হার হালনাগাদ করা;
২। প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
৩। প্রতি মাসে এসব পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব কর্তৃক উপরে বর্ণিত করণীয়সমূহ প্রতি মাসে পর্যালোচনা করা;
৫। কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অগ্রগতি পৌর পরিষদের মাসিক সভায় এবং TLCC এর ত্রৈমাসিক সভায় পর্যালোচনা করা;

অন্যান্য ট্রাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি

আদর্শ কর তফসিল অনুযায়ী নতুন নতুন করের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। এ আইনের মাধ্যমে পৌরসভা বিভিন্ন রেট, ট্যাক্স আরোপ করতে পারে। যেমন-বিনোদন,পশুপাখি, মটরবোট ছাড়া অন্যান্য যানবাহন, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কর যোগ্য ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৌরসভার ভাড়া, লিজ, নিলাম ইত্যাদি থেকেও আয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সব ক্ষেত্র থেকে প্রায় ২৫ ভাগের অধিক রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

৯.১০ রাজস্ব প্রক্ষেপন (Revenue Projection) ২০১৭-২০২৬

ছক ৯.১২.১ এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬,৯৩,৫৬,২৭০.০০ টাকা জেনারেশন বিবেচনায় নিয়ে ১০% হারে নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি হিসেবে আগামী ৫ বছরের নগদ প্রবাহ হিস্ব করা হলো। পৌরসভায় সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের উপর নির্ভর করে আগামী ১০ বছরের জন্য নগদ প্রবাহ বিবরণ প্রস্তুত করা হলো। নগদ প্রবাহ বিবরণ বা Cash Flow Slatement তৈরী করার জন্য যে সমস্ড় অনুমান বা শর্তবলী বিবেচনায় নেওয়া হলো তা নিম্নরূপ ঃ

- পৌরসভায় পূণ:কর নির্ধারণের কার্যক্রম ২০১৪-২০১৫ সালে শেষ হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ সালে আরোপিত হোল্ডিং ট্যাক্সে ৬০%, ২০১৫-১৬ সালে ৭০% এবং ২০১৬-১৭ সাল থেকে ৮০% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হয়। এবং ২০১৭-১৮, ২০১৮-২০২১ পয©ন্ড় ৮৫% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হবে।
- ২০১৯-২০ সালে পূণ:কর নির্ধারণ করার পর থেকে প্রতি ৫ বছর পর পর নিয়মিত ভাবে পূণ:কর নির্ধারণ করা হবে।
- অন্ড়:বর্তী কালীন কর নির্ধারণ চালু রাখা এবং কমপক্ষে নতুন বাড়ী ঘরে উপর কর আরোপ করে কমপক্ষে ৫% হারে কর বৃদ্ধি পক্ষেপন করা হচ্ছে।
- পানির সংযোগ বৃদ্ধি করে এ খাত থেকে আয় বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রতি ৫ বছর পর পর কমপক্ষে ৫০% পানির বিল বাড়ানো হবে। পানির সংযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫% হারে আয় বাড়ানো হবে।
- অন্যান্য খাত থেকে কমপক্ষে ১০% হারে আয় বাড়ানো হবে।

ছক-৯.১১.১ নগদ প্রবাহ বিবরণী - প্রথম ৫ বছর

আয়ের খাত	অর্থ বৎসর-১ ২০১৬-২০১৭	অর্থ বৎসর-২ ২০১৭-২০১৮	অর্থ বৎসর-৩ ২০১৮-২০১৯	অর্থ বৎসর-৪ ২০১৯-২০২০	অর্থ বৎসর-৫ ২০২০-২০২১
জেনারেশন (২০১৬-১৭)	৬৯৩৫৬২৭০				
হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (প্রথম বছর ১০%বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী বছরে ১০% হারে বৃদ্ধি ধরে)	৬৯৩৫৬২৭০	৭৬২৯১৮৯৭	৮৩৯২১০৮৬.৭	৯২৩১৩১৯৫.৩৭	১০১৫৪৪৫১৪.৯
আদায়ের হার (%)	৮০	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫
হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়	৫৫৪৮৫০১৬	৬৪৮৪৮১১২.৪৫	৭১৩৩২৯২৩.৭	৭৮৪৬৬২১৬.০৬	৮৬৩১২৮৩৭.৬৭
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর	৩৮৪৮১২১৫	৪২৩২৯৩৩৬.৫	৪৬৫৬২২৭০.১৫	৫১২১৮৪৯৭.১৭	৫৬৩৪০৩৪৬.৮৮
গ) ইমারত নির্মান/পুনঃ নির্মান	৫১৭২৩৪৯	৫৬৮৯৫৮৩.৯	৬২৫৮৫৪২.২৯	৬৮৮৪৩৯৬.৫১৯	৭৫৭২৮৩৬.১৭১
ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৬৭৭৬২০৭	৭৪৫৩৮২৭.৭	৮১৯৯২১০.৪৭	৮১৯৯২১০.৪৭	৯০১৯১৩১.৫১৭
ঙ) জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহন	৭৮০,৭৫৫.০০	৮৫৮৮৩০.৫	৯৪৪৭১৩.৫৫	১০৩৯১৮৪.৯০৫	১১৪৩১০৩.৩৯৬
চ) বিজ্ঞাপন	৩২১৭৮৭৫	৩৫৩৯৬৬২.৫	৩৮৯৩৬২৮.৭৫	৪২৮২৯৯১.৬২৫	৪৭১১২৯০.৭৮৮
ছ) পোষা প্রানী	০.০০	০	০	০	০
জ) সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০	৪৪০০	৩৭৪০	৪১১৪
ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যাতিত)	৭৬১,০০০.০০	৭৬১,০০০.০০	৮৩৭১০০	৭১১৫৩৫	৭৮২৬৮৮.৫
ঞ) পুকুর ইজারা/ মাছ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০	০	০
মোট প্রাপ্তি	**৬৪৪৮৫৮৬২**	৭০৯৩৪৪৪৮.২	৭৮০২৭৮৯৩.০২	৬৬৩২৩৭০৯.০৭	৭২৯৫৬০৭৯.৯৭
রেইট ঃ-	**২৩৬০৮৬৩৬**	২৫৯৬৯৪৯৯.৬	২৮৫৬৬৪৪৯.৫৬	৩১৪২৩০৯৪.৫২	৩৪৫৬৫৪০৩.৯৭
ফিস ঃ-	৩৫,০১১,১১৩.০০	৩৮৫১২২২৪.৩	৪২৩৬৩৪৪৬.৭৩	৪৬৫৯৯৭৯১.৪	৫১২৫৯৭৭০.৫৪
ঙ) অন্যান্য ঃ-	**৫৮৩৬১৩১৩**	**৬৪১৯৭৪৪৪.৩**	**৭০৬১৭১৮৮.৭৩**	**৭৭৬৭৮৯০৭.৬**	**৮৫৪৪৬৭৯৮.৩৬**
উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদানঃ-	**৩১৫৮৮৯৪**	**৩৪৭৪৭৮৩.৪**	**৩৮২২২৬১.৭৪**	**৪২০৪৪৮৭.৯১৪**	**৪৬২৪৯৩৬.৭০৫**
সর্বমোট প্রাপ্তি	**১৪৮০৬৭৪৮৩**	**১৬২৮৭৪২৩১.৩**	**১৭৯১৬১৬৫৪.৪**	**১৯৭০৭৭৮১৯.৯**	**২১৬৭৮৫৬০১.৯**
প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৬০৪১৭৭	৫০৬৪৫৯৪.৭	৫৫৭১০৫৪.১৭	৬১২৮১৫৯.৫৮৭	৬৭৪০৯৭৫.৫৪৬

প্রারম্ভিক স্থিতিসহ সর্বমোট	**১৫২৬৭১৬৬০**	**১৬৭৯৩৮৮২৬**	**১৮৪৭৩২৭০৮.৬**	**২০৩২০৫৯৭৯.৫**	**২২৩৫২৬৫৭৭.৪**
মোট রাজস্ব ব্যয় (প্রতি বছর ১০% বৃদ্ধি)	**১৪৭৮৬৫৩৬০**	**১৬২৬৫১৮৯৬**	**১৭৮৯১৭০৮৫.৬**	**১৯৬৮০৮৭৯৪.২**	**২১৬৪৮৯৬৭৩.৬**
সমাপনী জের	**৪৮০৬৩০০**	**৫২৮৬৯৩০**	**৫৮১৫৬২৩**	**৬৩৯৭১৮৫.৩**	**৭০৩৬৯০৩.৮৩**

ছক-৯.১১.২ নগদ প্রবাহ বিবরণী - দ্বিতীয় ৫ বছর

	অর্থ বৎসর-৬	অর্থ বৎসর-৭	অর্থ বৎসর-৮	অর্থ বৎসর-৯	অর্থ বৎসর-১০
আয়ের খাত	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬
জেনারেশন (২০২১-২২)	১০১৫৪৪৫১৪.৯				
হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (প্রথম বছর ১০%বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী বছরে ১০% হারে বৃদ্ধি ধরে)	**১১১৬৯৮৯৬৬.৪**	**১২২৮৬৮৮৬৩**	**১৩৫১৫৫৭৪৯.৩**	**১৪৮৬৭১৩২৪.৩**	**১৬৩৫৩৮৪৫৬.৭**
আদায়ের হার (%)	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০
হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়	১০০৫২৯০৬৯.৮	১১০৫৮১৯৭৬.৭	১২১৬৪০১৭৪.৪	১৩৩৮০৪১৯১.৮	১৪৭১৮৪৬১১
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর	৬১৯৭৪৩৮১.৫৭	৬৮১৭১৮১৯.৭৩	৭৪৯৮৯০০১.৭	৮২৪৮৭৯০১.৮৭	৯০৭৩৬৬৯২.০৬
গ) ইমারত নির্মান/পুনঃ নির্মান	৮৩৩০১১৯.৭৮৮	৯১৬৩১৩১.৭৬৭	১০০৭৯৪৪৪.৯৪	১১০৮৭৩৮৯.৪৪	১২১৯৬১২৮.৩৮
ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৯৯২১০৪৪.৬৬৯	১০৯১৩১৪৯.১৪	১২০০৪৪৬৪.০৫	১৩২০৪৯১০.৪৫	১৪৫২৫৪০১.৫
ঙ) জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহন	১২৫৭৪১৩.৭৩৫	১৩৮৩১৫৫.১০৯	১৫২১৪৭০.৬১৯	১৬৭৩৬১৭.৬৮১	১৮৪০৯৭৯.৪৪৯
চ) বিজ্ঞাপন	৫১৮২৪১৯.৮৬৬	৫৭০০৬৬১.৮৫৩	৬২৭০৭২৮.০৩৮	৬৮৯৭৮০০.৮৪২	৭৫৮৭৫৮০.৯২৬
ছ) পোষা প্রানী	০	০	০	০	০
জ) সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল	৪৫২৫.৪	৪৯৭৭.৯৪	৫৪৭৫.৭৩৪	৬০২৩.৩০৭৪	৬৬২৫.৬৩৮১৪
ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যাতিত)	৮৬০৯৫৭.৩৫	৯৪৭০৫৩.০৮৫	১০৪১৭৫৮.৩৯৪	১১৪৫৯৩৪.২৩৩	১২৬০৫২৭.৬৫৬
ঞ) পুকুর ইজারা/ মাছ বিক্রয়	০	০	০	০	০
মোট প্রাপ্তি	৮০২৫১৬৮৭.৯৭	৮৮২৭৬৮৫৬.৭৭	৯৭১০৪৫৪২.৪৪	১০৬৮১৪৯৯৬.৭	১১৭৪৯৬৪৯৬.৪
রেইট ঃ-	৩৮০২১৯৪৪.৩৬	৪১৮২৪১৩৮.৮	৪৬০০৬৫৫২.৬৮	৫০৬০৭২০৭.৯৫	৫৫৬৬৭৯২৮.৭৪
ফিস ঃ-	৫৬৩৮৫৭৪৭.৬	৬২০২৪৩২২.৩৬	৬৮২২৬৭৫৪.৫৯	৭৫০৪৯৪৩০.০৫	৮২৫৫৪৩৭৩.০৬
ঙ) অন্যান্য ঃ-	**৯৩৯৯১৪৭৮.২**	**১০৩৩৯০৬২৬**	**১১৩৭২৯৬৮৮.৬**	**১২৫১০২৬৫৭.৫**	**১৩৭৬১২৯২৩.২**

উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদানঃ-	৫০৮৭৪৩০.৩৭৬	৫৫৯৬১৭৩.৪১৪	৬১৫৫৭৯০.৭৫৫	৬৭৭১৩৬৯.৮৩	৭৪৪৮৫০৬.৮১৩
সর্বমোট প্রাপ্তি	২৩৮৪৬৪১৬২	২৬২৩১০৫৭৮.৩	২৮৮৫৪১৬৩৬.১	৩১৭৩৯৫৭৯৯.৭	৩৪৯১৩৫৩৭৯.৭
প্রারম্ভিক স্থিতি	৭৪১৫০৭৩.১	৮১৫৬৫৮০.৪১	৮৯৭২২৩৮.৪৫১	৯৮৬৯৪৬২.২৯৬	১০৮৫৬৪০৮.৫৩
প্রারম্ভিক স্থিতিসহ সর্বমোট	২৪৫৮৭৯২৩৫.১	২৭০৪৬৭১৫৮.৭	২৯৭৫১৩৮৭৪.৫	৩২৭২৬৫২৬২	৩৫৯৯৯১৭৮৮.২
মোট রাজস্ব ব্যয় (প্রতি বছর ১০% বৃদ্ধি)	২৩৮১৩৮৬৪০.৯	২৬১৯৫২৫০৫	২৮৮১৪৭৭৫৫.৫	৩১৬৯৬২৫৩১.১	৩৪৮৬৫৮৭৮৪.২
সমাপনী জের	৭৭৪০৫৯৪.২১৩	৮৫১৪৬৫৩.৬৩৪	৯৩৬৬১১৮.৯৯৮	১০৩০২৭৩০.৯	১১৩৩৩০০৩.৯৯

৯.১১ মোট দায় হিসাব করণ ঃ

বাংলাদেশ সরকারের নিকট এখন পর্যন্ড় ফরিদপুর পৌরসভার কোন দায় নেই অথবা টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংক্রান্ড় কোন বকেয়া নেই। ইতিমধ্যেই এ সব পাওনা পরিশোধিত হয়েছে। ফরিদপুর পৌরসভার একটি মাত্র দায় হচ্ছে বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (BMDF) থেকে গৃহীত ঋণ যার পরিমাণ ২৫,৪৪০,০৮৭.০০/- টাকা। এ ঋণের সুদের হার ৫% (চক্রেবৃদ্ধি হার ভিত্তিক) এবং ১ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণ (সুদ+আসল) পরিশোধের সময়কাল ১০ বছর। নিম্নে ঋণ পরিশোধেন বিবরণ দেওয়া হল ঃ

অর্থ-বৎসর ২০১৫-২০১৬ হতে অর্থ- বৎসর ২০২৪-২৫
ঋণ নং-০২

ঋণের পরিমাণ	ঃ টাকা ২,৫৪,৪০,০৮৭.০০
সুদের হার	ঃ টাকা ৫%
সময়কাল	ঃ ১০ বৎসর
অব্যহতি সময়	ঃ ১ বৎসর
পরিশোধের সময়	ঃ ৯ বৎসর
পরিশোধের ভিত্তি	ঃ ত্রৈমাসী
এনুয়িটি	ঃ টাকা ৩,২৫,৯৫,১১১.৪৭
ইতিমধ্যে পরিশোধিত ঋণ ও সুদসহ মোট টাকা	ঃ টাকা ৮২,৫৯,১৯৪.০০
মোট অপরিশোধিত টাকা	ঃ টাকা ২,০৪,৯৩,৪০৩.০০

উপরে বর্ণিত অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধের বছর ভিত্তিক বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলঃ

ছক- ৯.১২
অর্থবছর ২০১৫-২০১৬ হতে অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

Sl No	Financial Year	Installment	Date of Re-Payment	Installment	Balance (Principal)

		no.		Principal	Interest	Total	
1	2015-16	G/P	30-Jun-16		১,২৭২,০০৪	১,২৭২,০০৪	২৫,৪৪০,০৮৭
2	২০১৬-১৭	১	30-Sep-16	৭০৬,৬৬৯	৩১৮,০০১	১,০২৪,৬৭০	২৪,৭৩৩,৪১৬
		২	30-Dec-16	৭০৬,৬৬৯	৩০৯১৬৮	১,০১৫,৮৩৭	২৪০২৬৭৪৯
		৩	30-Mar-17	৭০৬,৬৬৯	৩০০৩৩৪	১,০০৭,০০৩	২৩৩২০০৮০
		৪	30-Jun-17	৭০৬,৬৬৯	২৯১৫০১	৯৯৮,১৭০	২২৬১৩৪১১
3	২০১৭-১৮	৫	30-Sep-17	৭০৬,৬৬৯	২৮২৬৬৮	৯৮৯,৩৩৭	২১৯০৬৭৪২
		৬	30-Dec-17	৭০৬,৬৬৯	২৭৩৮৩৪	৯৮০,৫০৩	২১২০০০৭৩
		৭	30-Mar-18	৭০৬,৬৬৯	২৬৫০০১	৯৭১,৬৭০	২০৪৯৩৪০৩
		৮	30-Jun-18	৭০৬,৬৬৯	২৫৬১৬৮	৯৬২,৮৩৭	১৯৭৮৬৭৩৪
4	২০১৮-১৯	৯	30-Sep-18	৭০৬,৬৬৯	২৪৭৩৩৪	৯৫৪,০০৩	১৯০৮০০৬৫
		১০	30-Dec-18	৭০৬,৬৬৯	২৩৮৫০১	৯৪৫,১৭০	১৮৩৭৩৩৯৬
		১১	30-Mar-19	৭০৬,৬৬৯	২২৯৬৬৮	৯৩৬,৩৩৭	১৭৬৬৬৭২৭
		১২	30-Jun-19	৭০৬,৬৬৯	২২০৮৩৪	৯২৭,৫০৩	১৬৯৬০০৫৮
5	২০১৯-২০	১৩	30-Sep-19	৭০৬,৬৬৯	২১২০০১	৯১৮,৬৭০	১৬২৫৩৩৮৯
		১৪	30-Dec-19	৭০৬,৬৬৯	২০৩১৬৭	৯০৯,৮৩৬	১৫৫৪৬৭২০
		১৫	30-Mar-20	৭০৬,৬৬৯	১৯৪৩৩৪	৯০১,০০৩	১৪৮৪০০৫১
		১৬	30-Jun-20	৭০৬,৬৬৯	১৮৫৫০১	৮৯২,১৭০	১৪১৩৩৩৮২
6	২০২০-২১	১৭	30-Sep-20	৭০৬,৬৬৯	১৭৬৬৬৭	৮৮৩,৩৩৬	১৩৪২৬৭১৩
		১৮	30-Dec-20	৭০৬,৬৬৯	১৬৭৮৩৪	৮৭৪,৫০৩	১২৭২০০৪৪
		১৯	30-Mar-21	৭০৬,৬৬৯	১৫৯০০১	৮৬৫,৬৭০	১২০১৩৩৭৪
		২০	30-Jun-21	৭০৬,৬৬৯	১৫০১৬৭	৮৫৬,৮৩৬	১১৩০৬৭০৫
7	২০২১-২২	২১	30-Sep-21	৭০৬,৬৬৯	১৪১৩৩৪	৮৪৮,০০৩	১০৬০০০৩৬
		২২	30-Dec-21	৭০৬,৬৬৯	১৩২৫০১	৮৩৯,১৭০	৯৮৯৩৩৬৭
		২৩	30-Mar-22	৭০৬,৬৬৯	১২৩৬৬৭	৮৩০,৩৩৬	৯১৮৬৬৯৮
		২৪	30-Jun-22	৭০৬,৬৬৯	১১৪৮৩৪	৮২১,৫০৩	৮৪৮০০২৯
8	২০২২-২৩	২৫	30-Sep-22	৭০৬,৬৬৯	১০৬০০০	৮১২,৬৬৯	৭৭৭৩৩৬০
		২৬	30-Dec-22	৭০৬,৬৬৯	৯৭১৬৭	৮০৩,৮৩৬	৭০৬৬৬৯১
		২৭	30-Mar-23	৭০৬,৬৬৯	৮৮৩৩৪	৭৯৫,০০৩	৬৩৬০০২২
		২৮	30-Jun-23	৭০৬,৬৬৯	৭৯৫০০	৭৮৬,১৬৯	৫৬৫৩৩৫৩
9	২০২৩-২৪	২৯	30-Sep-23	৭০৬,৬৬৯	৭০৬৬৭	৭৭৭,৩৩৬	৪৯৪৬৬৮৪
		৩০	30-Dec-23	৭০৬,৬৬৯	৬১৮৩৪	৭৬৮,৫০৩	৪২৪০০১৫
		৩১	30-Mar-24	৭০৬,৬৬৯	৫৩০০০	৭৫৯,৬৬৯	৩৫৩৩৩৪৫
		৩২	30-Jun-24	৭০৬,৬৬৯	৪৪১৬৭	৭৫০,৮৩৬	২৮২৬৬৭৬
10	২০২৪-২৫	৩৩	30-Sep-24	৭০৬,৬৬৯	৩৫৩৩৪	৭৪২,০০৩	২১২০০০৭
		৩৪	30-Dec-24	৭০৬,৬৬৯	২৬৫০০	৭৩৩,১৬৯	১৪১৩৩৩৮
		৩৫	30-Mar-25	৭০৬,৬৬৯	১৭৬৬৭	৭২৪,৩৩৬	৭০৬৬৬৯
		৩৬	30-Jun-25	৭০৬,৬৬৯	৮৮৩৩	৭১৫,৫০২	০
মোট				২৫,৪৪০,০৮৪	৭,১৫৫,০২৭	৩২,৫৯৫,১১১	

৯.১২ আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা (Financial Sustainability)

পৌরসভাকে আর্থিকভাবে স্থায়ীত্বশীল হতে হলে রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণসহ বাজেট ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। এজন্য সুনিদিষ্ট আর্থিক পরিচালন ও ক্রিয়া পরিকল্পনা (Financial Operation and Action Plan) তৈরিকরে তার আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা আবশ্যক। ফরিদপুর পৌরসভার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম অন্ড়র্ভূক্ত করে উক্ত ক্রিয়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১. রাজস্ব উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা;
২. পৌরসভার নিজস্ব স্থাবর,অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা; এবং
৩. বাজেট ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক ভারসাম্য আনয়ন।

ছক-৯.১৩ রাজস্ব উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা

রাজস্ব খাত	করণীয়	কার্যাবলী	নির্ধারিত সময়	ব্যবস্থা গ্রহণকারী	মন্তব্য
১. হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ/আদায়	১. পাঁচ বছর অন্ড়র পুন:কর নির্ধরণসহ অন্ড় বর্তীকালীন কর নির্ধারণ প্রকিয়া অব্যাহত রাখা	১. পাঁচ বছর অন্ড়র কর পুন:নির্ধারণঃ (ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন, মানব সম্পদ সংগঠন ও মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ (খ) বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পুন:কর নির্ধারণের বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ (গ) কর নির্ধারণ চূড়ান্ড় করণ (ঘ) সংশি-ষ্ট বছরের জুলাই থেকে পুন:কর নির্ধারণ বাস্ড়বায়ন।	২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯	পৌরসভা	
		২. অন্ড়বর্তীকালীন কর নির্ধারণ ঃ (ক) অন্ড়বর্তীকালীন কর নির্ধারণের পদ্ধতি বিন্যাস করা। (খ) কর নির্ধারকের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা (গ) পৌরসভার মাসিক সভায় অন্ড়বর্তীকালীন কর নির্ধারণের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা (ঘ) প্রতি বছর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।	২০১৫-১৬ ২০১৬০ চলমান চলমান	পৌরসভা	
	২. হোল্ডিং ট্যাক্সের বকেয়া নিস্পত্তিকরণ (সরকারি, আধাসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন)	১. ব্যক্তি,সরকারি, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বকেয়া করের বিবরণী প্রদান	চলমান	পৌরসভা	
		২. বকেয়া পাওনার বিষয়ে সংশি-ষ্টদের প্রতি চিঠির মাধ্যমে বিলসহ তাগাদা দেওয়া	চলমান	পৌরসভা LGED	

	৩. বিলিং ও আদায় পদ্ধতির উন্নয়ন	১. কম্পিউটার ভিত্তিক বিলিং ও আদায় পদ্ধতি স্থাপন	চলমান	পৌরসভা UMSU	
		২. ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করণ।	চলমান	পৌরসভা UMSU	
		৩. কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ এবং রেকর্ড/রেজিস্টার সময়মত নিশ্চিত করণ।	চলমান	পৌরসভা UMSU	
	৪. আদায় দক্ষতা বৃদ্ধি করণ	১. যত দ্র্ত সম্ভব ট্যাক্স বিল বই/ কম্পিউটারে তৈরিবিল বিলি করণ।	চলমান	পৌরসভা UMSU	
		২. কর প্রদানকারীকে রিবেট ও কর আদায়কারীকে বোনাস দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলন করা	চলমান	পৌরসভা	
		৩. বড় খেলাপীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তাগাদা দেওয়া।	চলমান	পৌরসভা	
		৪. লিফলেট্, মাইকিং অথবা স্থানীয় পদ্ধতির মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে জনসচেতনাতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং এই ব্যাপারে ঞখঈঈ ডখঈঈ এবং ঈইঙ এর মিটিং এ আলোচনা করা।	চলমান	পৌরসভা	
		৫. মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রদানের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে তাগাদা দেওয়ার ব্যাপারে খএউ কে অনুরোধ করা।	চলমান	পৌরসভা	
২. প্রপারটি লিজ / রেন্টাল চার্জসহ অন্যান্য উৎস	১. বকেয়া চার্জ আদায়	১. ব্যক্তি, সরকারি, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বকেয়া বিবরণী প্রদান।	চলমান	পৌরসভা	
		২. বকেয়া পাওনার বিষয়ে সংশি-ষ্টদের প্রতি চিঠির মাধ্যমে বিলসহ তাগাদা দেওয়া।	চলমান	পৌরসভা	
	২. বিলিং ও আদায় পদ্ধিতির উন্নয়ন	১. কম্পিউটার ভিত্তিক বিলিং ও আদায় পদ্ধতি স্থাপন।	চলমান	পৌরসভা	
		২. ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করণ।	চলমান	পৌরসভা	
		৩. কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ এবং রেকর্ড/রেজিস্টার সময়মত হালনাগাদ করণ।	চলমান	পৌরসভা	
	৩. আদায় দক্ষতা বৃদ্ধি করণ	১. যত দ্র্ত সম্ভব বিল তৈরি ও বিলি করণ।	চলমান	পৌরসভা	
		২. চার্জ প্রদানকারীকে রিবেট ও কর আদায়কারীকে বোনাস দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলন করা।	চলমান	পৌরসভা	
		৩. বড় খেলাপীদেরকে ত্রৈমাসিক	চলমান	পৌরসভা	

		ভিত্তিতে তাগাদা দেওয়া।			
		৪. লিফলেট্, মাইকিং অথবা স্থানীয় পদ্ধতির মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে জনসচেতনাতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং এই ব্যাপারে TLCC, WC মিটিং এ আলোচনা করা।	চলমান	পৌরসভা	

ছক-৯.১৪ ঃ স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা (উদ্দেশ্য ঃ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা)

সম্পদের নাম	করণীয়	কার্যাবলী	নির্ধারিত সময়	ব্যবস্থা গ্রহণকারী	মন্তব্য
ভূমি/অফিস বিল্ডিং/ কিচেন মার্কেট/ সুপার মার্কেট/ যন্ত্রপাতি/ ফার্নিচার/ যানবাহন/ আনুসাংগিক যন্ত্রাংশ এবং কম্পিউটার।	১.সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাদির উন্নতিকরণ	১. পরিচালন সংক্রান্ড় সকল সম্পদের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		২. সকল সম্পদের বাৎসরিক পরিচালন খরচ প্রস্তুতকরণ।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		৩. রক্ষণাবেক্ষণের একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
	২. রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন খরচের সংস্থানের ব্যবস্থা করা।	১. প্রতিটি সম্পদের পৃথক মূল্য নির্ধারণ তালিকা তৈরি করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		২. সম্ভাব্য মোট খরচের তালিকা প্রস্তুতকরণ।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	

ছক-৯.১৫ (**বাজেট ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক ভারসাম্য আনয়ন**)

বিষয়ের নাম	করণীয়	কার্যক্রম	নির্ধারিত সময়	ব্যবস্থা গ্রহণকারী	মন্তব্য
বাজেট ও হিসাব	১. বাস্ড়বতার নীরিখে বাজেট প্রস্তুতকরণ।	১. বাস্ড়বসম্মতভাবে রাজস্ব হিসাবের খাত অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ণয় করার প্রদ্ধতি প্রচলন করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		২. বাজেটে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের যুক্তিসংগত ভবিষ্যৎ অর্থের সংস্থান করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		৩. অব্যয়িত খরচের ভবিষ্যৎ অর্থের খাত ওয়ারী সংস্থান করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
	২. হিসাব ও ব্যবস্থাপনার তথ্য পদ্ধতির উন্নয়ন।	১. স্থায়ী সম্পদের ডাটাবেইজ অথবা রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণে হিসাব পদ্ধতি চালু রাখা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		২. হিসাব ব্যবস্থাপনায় দু'তরফা হিসাব পদ্ধতি চালু করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		৩. কম্পিউটার নির্ভল হিসাব পদ্ধতি চালু করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		৪. বাজেট অনুযায়ী হিসাব করণের সামজস্যতা আনা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
		৫. আর্থিক বৎসর শেষে সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতকরণ।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	
	৩. আর্থিক অবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট প্রস্তুত করা যা হিসাব বিজ্ঞানের রীতি ও প্রথার সাথে সামঞ্জস্যতা রাখা।	১. নিয়মিত আর্থিক অবস্থা ও খাত ওয়ারী রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ করা।	অর্থ বৎসর ২০১৭-১৮	পৌরসভা	

দশম অধ্যায়
ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা
Land Use Planning

১০.১ ভূমিকা ঃ

ফরিদপুর শহর দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। ফরিদপুর ২২.৫ ডিগ্রি থেকে ২২.৫৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে ৮৯.১৫ ডিগ্রি থেকে ৯০.৪০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ফরিদপুর শহর সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৬.২৫ মি. হতে ৯.০০ মি. উচ্চতায় অবস্থিত । ফদিরপুর শহর মূলত কুমার নদী দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত। ১৮৬৯ সালে ফদিরপুর পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর ২০১৩ সালে ২০ বছর (২০১২-২০৩২) মেয়াদী মাষ্টার প্ল্যান প্রণীত হয়েছে যেখানে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে, প্রণীত মাস্টার প্ল্যানটি এখনো সরকার কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়নি। দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের অধীন পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা ২০১৮ সালে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (অতিরিক্ত অর্থায়ন) আওতায় হালনাগাদ করা হচ্ছে । পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি কে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও তার সঠিক বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

১০.২ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ঃ

- পৌরসভার অভ্যন্তরে অবকাঠামো নির্মান সহ আবাসিক, বানিজ্যিক, প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- নাগরিক জীবনের অপরিহার্য্য অংগ হিসাবে একটি পরিমিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যেখানে পরিবেশ, যোগাযোগ, আশ্রয় এবং সেবা গুরুত্ব পাবে; এবং
- বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে একটি যৌক্তিক (Rational) এবং প্রয়োগিক (Pragmatic) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রীত উপায়ে শহরের বর্ধন করত: সব ধরণের নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

১০.৩ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ঃ

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এমন একটি কৌশলগত পরিকল্পনা যা ফরিদপুর পৌরসভার ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর যথেষ্টে সুযোগ সৃষ্টি হবে, ভবিষ্যতের

উন্নয়নের পথকে রুদ্ধ করবে না এবং বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে বিবেচনার রাখবে। ভবিষ্যতের উন্নয়নের ধারা কোন দিকে নিলে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে কোন প্রকার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা থেকে সেসব দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। নগরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার একটি মানদন্ড থাকা বাঞ্চনীয়। জনসংখ্যার অনুপাতে সার্বিক মৌলিক সেবার পরিমান নির্ধারণ করা এবং তা বাস্ড়বায়নের দিক নির্দেশনায় সমৃদ্ধ হবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। শহরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সাথে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার একটি যোগসূত্র থাকবে। সে কারণে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা কখনো স্থীর (Static) নয় তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। সেকারণে দীর্ঘ মেয়াদী ভিশন ও স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা নিয়েই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অতীত ও বর্তমানের ভুলভ্রান্তি দূরকরা এবং ভবিষ্যতে যথাসম্ভব সর্বনিম্ন সমন্বয় করার প্রত্যাশায় প্রণীত পরিকল্পনাই একটি ভাল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার পরিচয় বহন করে।

১০.৪ ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ঃ

বর্তমানে ইমারত নির্মান বিধিমালা ছাড়া ভূমি ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার আইন নেই যা দিয়ে জমির মালিকগণকে পৌরসভার ইচ্ছামাফিক ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োগিক পরিকল্পনার সাথে মানসম্পন্ন বাস্ড়বায়ন ইউনিট থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। বরং পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের উপরই অনেকাংশে সফলতা নির্ভরশীল। প-ানকে বাস্ড় বে রূপদান করতে হলে একদিকে আইনের বাধ্যবাধকতা অন্যদিকে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা মূলক প্রশাসন প্রয়োজন।

১০.৫ পৌর জনগণের উপলব্ধি ও ভূমি ব্যবহার ঃ

২২.৩৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ফরিদপুর পৌরসভার প্রায় অর্ধেক এলাকায় এখনো গ্রামীন পরিবেশ বিদ্যমান। প্রায় সব মহল্লায় কমবেশী পাকা রাস্তা আছে। নতুন ভাবে বসতি গড়া এলাকগুলিতে এখনো অনেক কাঁচা রাস্তা দেখা যায়। ফরিদপুর শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে কুমার নদী। ফরিদপুর খাল, আঙ্গীনা খাল ও মুচিবাড়ী খাল প্রকৃত পক্ষে শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার প্রধান সহায়ক হিসাবে বিদ্যমান ছিল। ছোট বড় অনেক পুকুর শহরকে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে রেখেছিল।প্রাকৃতিকভাবেই সমস্যা সমাধান হওয়ায় পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার তেমন প্রয়োজন পড়েনি। নগরায়নের ফলে বিগত কয়েক বছরে অগনিত মানুষ শহরমূখী হয়েছে, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতি। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মানুষ এখন খুবই সরব। বিষয়টি সম্পর্কে FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। জনগণের প্রধান ৩টি চাহিদার মধ্যে রয়েছে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ বাড়ানো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করা। ফরিদপুর পৌরসভার জন্য ভূমি ব্যবহার ম্যাপ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি, ফলে ব্যবহার ভিত্তিক অর্থাৎ আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প কারখানা, কৃষি, অফিস-আদালত, বস্তি এলাকা, বিনোদন এলাকা, অব্যবহৃত ভূমি ইত্যাদি চিহ্নিত করে এর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে STIDP-2 প্রকল্পের অধীন প্রনীত Drainage and Environmental Master Plan for Faridpur Pourashava তে Land Use সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায় তা ছক- ৪.১ এ দেওয়া হ'ল।

৪.১ ভূমি ব্যবহার (১৯৯৯)

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহার	আয়তন হেক্টর	শতকরা হার
১.	আবাসিক	৯২৯	৭০%
২.	শিক্ষা	৪৩	৩.২৪%
৩.	সংস্কৃতি	৭	০.৫৩%
৪.	আরবান শোর্স	১০৫	৭.৯০%
৫.	স্বাস্থ্য	১০	০.৭৫%
৬.	শিল্প	৬	০.৪৫%
৭.	কমার্শিয়াল	১৬	১.২০%
৮.	কৃষি	১৮০	১৪.০০%
৯.	উন্মুক্ত/ বিনোদন	১০	০.৭৫%
১০	জলাশয়/অন্যান্য	২১	১.১৮%
		১৩২৭ হেঃ	১০০%

উৎস্য ঃ ড্রেনেজ ও পরিবেশ বিষয়ক মাষ্টার প্ল্যান ১৯৯৯।

১০.৬ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ ঃ

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বসবাসযোগ্য শহরের পূর্ব শর্ত। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা না থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের বসবাস হবে অসহনীয়। ফরিদপুর পৌরসভার জন্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এই মুহুর্তে একটি চ্যালেঞ্জই বটে। একদিকে যেমন খাল দখলের হচ্ছে অন্যদিকে চলছে পুকুর ভরাটের মহোৎসব। হাউজিং কোম্পানীগুলি ধীরে ধীরে জমি ক্রয় করে প্লট আকারে জমি বিক্রয় শুরু করেছে। অনেকক্ষেত্রে এগুলি অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। এ ক্ষেত্র নিম্নোক্ত সুপারিশ গুলি বিবেচনা করা যায়।

- পৌরসভার দক্ষিণ - পূর্বাংশে বিশেষ করে ৫নং ওয়ার্ডে ১১৬ নং মৌজার আশ - পাশে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কমার্স কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজের নতুন ক্যাম্পাস উল্লেখযোগ্য। লোকজন ইতিমধ্যে এই এলাকায় জমি কেনা শুরু করেছে। জমির দাম বাড়ছে। এই এলাকায় Zoning Development Control করা দরকার। উন্মুক্ত খালি জায়গাগুলিকে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় এনে পরিকল্পিত উপায়ে প-ান অনুমোদন করা আবশ্যক।
- বরিশাল রোড এবং মুজিব সড়কের পাশ দিয়েই মূলত বানিজ্যিক কর্মকান্ড বিস্তৃত এছাড়া টেপাখোলা গরুর হাঁটের পাশে বানিজ্যিক কর্মকান্ড দেখা যায়। বানিজ্যিক কর্মকান্ড বলতে আসলে কিছু দোকান পাট এবং কাঁচাবাজার ও ব্যাংকিং কর্মকান্ড বুঝায়। এছাড়াও হারুকান্দি এলাকায়, জনতা ব্যাংকের মোড় ও এ শরীয়তুল্লা বাজারও বানিজ্যিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বাজার

এলাকাগুলি উন্নয়নের সাথে সাথে ভবিষ্যতে বাজার এলাকার সম্প্রসারণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

- পৌরসভায় অনেক খোলা জায়গা বা ওপেন স্পেস রয়েছে। ৫নং ওয়ার্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমানে খোলা জায়গা রয়েছে যেগুলিকে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে ব্যক্তি বা গোষ্টি দ্বারা ব্যবহৃত হবে। কমলাপুর বায়তুল আমান এলাকায় কৃষি জমিগুলি রূপান্তরিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক/বানিজ্যিক/ আবাসিক ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। খোলা জায়াগাগুলি দখলমুক্ত করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া খোলা জায়গাতে গাছ লাগানোর বিশেষ প্রোগ্রাম নেয়া যেতে পারে।

- পৌরসভার ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর খাল সঠিক এবং যথাযথ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পা না থাকায় এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় দখল হয়ে যাবে। ফরিদপুর খালকে এখনো কার্যকারী করে তুলতে না পারলে আগামীতে তা ফরিদপুরের দুঃখে পরিণত হবে। ফরিদপুর খালকে দখলমুক্ত করে এর সংস্কারসহ পূনঃখনন করা বিশেষ প্রয়োজন।

- পৌরসভার নিজস্ব কিছু পুকুর রয়েছে। পুকুরগুলিও বেদখল হয়ে যাচ্ছে এগুলো সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে টেপাখোলা লেক থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে।

- কুমার নদী, ভূবনেশ্বর নদী ও পদ্মার পাড় সংরক্ষণসহ নদীর পাড়ে এবং বেড়িবাঁধে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। সাথে সাথে নদীর পাড়ে অর্থাৎ বেড়িবাঁধে বসবাসরত জনগনের রি - সেটেল করার জন্য গুচ্ছগ্রাম জাতীয় গৃহায়ন প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।

- প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা হিসাবে বায়তুল আমান এলাকাকে ঘোষণা দিলে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান হবে সাথে সাথে অনেক মানুষের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। এখানে পরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে এবং ভেজিটেশন প্রোগ্রামও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। তাছাড়া এলাকার কমপক্ষে ৫০% কৃষি জমি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- আবাসিক এলাকাগুলিকে (গোয়ালচামট, শোভারামপুর, ঝিলটুলী, নীলটুলী, খাবাসপুর, আলীপুর, কমলাপুর, লক্ষীপুর) আবাসিক এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে সেখানে পৌরবিধি না মেনে যারা অবকাঠামো তৈরী করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- পৌরসভার পূর্বাংশে উত্তর - দক্ষিণ বরাবর রেল লাইন আছে এবং রেলের অনেক সম্পত্তি আছে। রেল লাইনের পাশের বস্তিগুলিকে রি-সেটেল করে রেল লাইনের জায়গা দখলমুক্ত করতে পারলে এবং বৃক্ষরোপণ প্রোগ্রাম হাতে নিলে শহরে যে পরিমান বৃক্ষ প্রয়োজন সেই চাহিদা পূরণ হতে পারে।

১০.৭ উপসংহার ঃ

পৌরসভার Master Plan করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং DTIIP প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর পৌরসভার Master Plan এবং Land use Plan তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অত্র প্রতিবেদন Land Use Plan তৈরী করার বদলে Land Use Plan প্রণয়নের একটি দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যা পূর্ণাঙ্গ ভূমিব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবায়নাধীন Land Use Plan প্রণয়নের কাজ ডিসেম্বর ২০১০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ফরিদপুর পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা **সংযোজনী-৩ দ্রষ্টব্য।**

একাদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা

Poverty Reduction Action Plan (PRAP)

১১.১ পটভূমি ঃ

২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকার, ADB, KfW ও GTZ এর আর্থিক সহায়তায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। নগর সুপরিচালনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ টেকসই ভৌত সুবিধাদির উন্নয়নই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। পৌরসভায় বসবাসরত গরীব জনগণের উন্নয়নের কথা বিবেচানা করে প্রকল্পে সুনির্দিষ্টভাবে দারিদ্র-হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) প্রনয়নের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত পৌরসভা সমূহের দারিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা একটি সমন্বিত কার্যক্রম যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত পৌরসভার বস্তি ও বস্তির বাইরে বসবাসরত দরিদ্র জনগণের দরিদ্র অবস্থা নিরসণ করা হবে। দরিদ্র-হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনার (PRAP) ৬ টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র (প্রাথমকি, প্রশাসনিক উদ্যোগ, দারিদ্র অবস্থা নিরপণ, পৌরসভা পর্যায়ে সাংগাঠনিক কাঠামো, দারিদ্রতা দূরীকরণের পদক্ষেপ সমূহ পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন) চিহ্নিত করা হয়েছে। PRAP একটি সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা যা পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। পৌরসভা PRAP তৈরী এবং এর বাস্তবায়ন কাজে মূল ভূমিকা পালন করবে। পিডিপি হচ্ছে একটি পৌরসভার জন্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা কিনা ঐ পৌরসভার আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করবে এবং চাহিদাগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবে। PRAP পিডিপির সফল বাস্তবায়নে সরাসরিভাবে সাহায্য করবে।

এ কথা সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য যে, দারিদ্রতা একটি বহুমাত্রিক বিষয়। দারিদ্রতা এমন একটি অবস্থা যখন ব্যাক্তি বা পরিবার তার প্রয়োজন বা প্রয়োজনাবলী (যেমন পুষ্টি, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা) ইত্যাদি মিটাতে সমর্থ হয় না। আন্তর্জাতিক ভাবে ১ ডলার PPP (Purchasing Power Parity) এর নীচে আয় হলে দরিদ্র বলা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যাস বুরো Household Income and Expenditure Survey (HIES) এর মাধ্যমে দারিদ্র অবস্থা বের করে। এক্ষেত্র Cost of Basic Need Method অনুসরণে দারিদ্র নির্ণয় করা হয়। ২০০৫ সালের সার্ভে অনুযায়ী ১৯৯০-৯১ সালে দারিদ্র ৫৬.৬% থেকে ২০০৫ সালে ৪০% এ নেমে এসেছে। নগর দারিদ্র ১৯৯০-৯১ তে ৪২.৭% থেকে ২০০৫ এ ২৮.৪০% নেমে এসেছে। **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার** (MDG) প্রথম লক্ষ্যই দারিদ্র্যকে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা। বাংলাদেশ সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে স্থানীয় সরকারের

প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফরিদপুর পৌরসভাও দারিদ্রকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে। **সংযোজনী -১** এ পূর্নাঙ্গ দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হলো।

১১.২ প্রাপের লক্ষ্য সমূহঃ

১। আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো সেবা দানের দিক গুলো চিহ্নিত করে পৌর এলাকার দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন;

২। স্থায়ী ও টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান;

৩। পৌরসভার সেবার চাহিদা নির্ধারণে সহায়তা করবে ও সেবা প্রদানে কর্ম-কৌশল তৈরীর মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণে সহায়তা করা; এবং

৪। পৌরসভার নিজস্ব দক্ষতা উন্নয়ন ও নগর সুপরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।

১১.৩ PRAP সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাঃ দারিদ্র- সংবেদনশীলতা

১১.৩.১ PRAP'র বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

উন্নয়ন দর্শন থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ঃ

- PRAP দীর্ঘ থেকে মাঝারি মেয়াদী একটি টেকসই বা স্থায়ী উন্নয়ন কৌশল যা একটি দর্শন থেকে শুরু হয়ে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নত নাগরিক সুবিধাদি প্রদান করে;
- PRAP'র একটি শক্তিশালী দিক হলো, পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে PDP'র মাধ্যমে যথাযথ সহায়তা ও সেবা প্রদানে সামর্থ্যতা অর্জন।
- সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশল পত্রের সহিত দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার যথেষ্ট সম্পর্ক ও সদৃশ্য রয়েছে।

১১.৩.২ পৌরসভা নির্দিষ্ট ও পৌরসভার কর্তৃত্ব ঃ

- PRAP অতিমাত্রায় পৌরসভা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির সেবা-কেন্দ্রিক। এ করণে, PRAP স্থানীয় দরিদ্র জনগণের চাহিদা অগ্রাধিকার খাতসমূহকে চিহ্নিত করে পৌরসভার দারিদ্র হ্রাসকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।
- পৌরসভা এ্যাক্ট-২০০৯ অনুযায়ী, PRAP পৌরসভার গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনগুলোর (যেমন: TLCC,WLCC, CBO) সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে।

১১.৩.৩ অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল ঃ (Participatory and Representative)

- PRAP এর একটি উলেখযোগ্য লক্ষ্য হলো, PRAP বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে কমিউনিটির (দরিদ্র জনগণ) অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা।
- পৌরসভা পর্যায়ে PRAP প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো গড়ে তুলবে এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যেগাযোগ ও সমন্বয়কে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।
- পৌরসভা পর্যায়ে PRAP প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো গড়ে তুলবে এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়কে অধিকতর কার্যকর করণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

১১.৩.৪ জেন্ডার সংবেদনশীলতা (Gender Responsive)

- PRAP প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করবে।
- দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে PRAP দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রক্রিয়ার নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হবে।

১১.৩.৫ রাইটস বেইসড (অধিকারভিত্তিক) এ্যাপ্রোচ ঃ (Rights Based Approach)

- PRAP'র আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, পৌরসভার সেবাদানে প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি জনগণকে 'বেনিফিসিয়ারী' হিসেবে বিবেচনা না করে তাদেরকে 'রাইটস্ হোল্ডার' রূপে গণ্য করা।
- PRAP সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ (ভালনারেবল) গ্রুপগুলোর সুনির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ মেটাতে সর্বদা তৎপর থাকবে। এ গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ ফিমেল হেডেড হাউজহোল্ডস, কর্মজীবী শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগণ, ভূমিহীন জনসাধারণ, অদক্ষ বেকার শ্রমিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ (উপজাতি, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত)

১১.৩.৬ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে PRAP একটি শক্তিশালী দলিল হিসেবে বিবেচ্য হবে। দলিলটি পৌর-পরিষদ ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হবে এবং পৌরসভা ও প্রকল্প কর্তৃকপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে।

১১.৩.৭ স্থায়ীত্বশীলতা ঃ

দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) কেবলমাত্র প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা। প্রকল্প সামাপ্তির পরেও পৌরসভার নিজস্ব তহবিল দ্বারা দারিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

১১.৪ ফরিদপুর পৌরসভার বিদ্যমান দারিদ্রের অবস্থা

১১.৪.১ বস্তি বহির্ভূত এলাকার দারিদ্রতা

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বস্তি বহির্ভূত ১৬৩৭৮টি পরিবার জরিপ করা হয়। জরিপকৃত পরিবারের মধ্যে ১১১০০ টি পরিবার (৬৮%) নিজ বাড়িতে, ৫২৭৮টি পরিবার (৩৮%) ভাড়া বাড়িতে বাস করে। ১১১৭ টি পরিবার মহিলা প্রধান এবং ১১১ জন নানা ধরণের প্রতিবন্ধি রয়েছে বলে জরিপে পাওয়া যায়। ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত আয় অর্থাৎ অতি নিম্ন আয়ের ২৭৯২ টি পরিবার (১৭%), ৩৫০১-৪৫০০ টাকা আয় অর্থাৎ নিম্ন আয়ের ৩২০০টি পরিবার(২০%), ৮০০১-১৫০০০ অর্থাৎ মধ্যবিত্ত আয়ের ৪০২৬ টি পরিবার (২৫%) এবং ১৫০০০ টকার উর্দ্ধে অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ১৬৬৯ টি পরিবার (১০%) বসবাস করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ছক ১১.১ এ দেওয়া হলো।

ছক ১১.১ ঃ পারিবার জরিপ থেকে আবাসন ও পারিবারিক আয়(বস্তি বহির্ভূত) সংক্রান্ত তথ্য

ওয়ার্ড নং	মোট পরিবার সংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা	আবাসন		পরিবারের আয় বিন্যাস(টাকার অংকে)					প্রতিবন্ধীর সংখ্যা
			নিজবাড়ি	ভাড়াবাড়ি	অতি নিম্ন আয় ৩৫০০ পর্যন্ত	নিম্ন আয় ৩৫০১-৪৫০০	নিম্ন মধ্যবিত্ত ৪৫০১-৮০০০	মধ্যবিত্ত ৮০০১-১৫০০০	উচ্চ বিত্ত ১৫০০০ এর উর্দ্ধে	
১	২০৮১	৯৫	১৪১৫	৬৬৬	৫৮২	৪৬৫	৫৭৭	৩৩৯	১১৮	১
২	১৬৭২	৫৬	৯৫৯	৭১৩	১৩১	২২৩	৫৩২	৫৩৯	২৪৭	০
৩	১৯২৩	১০০	১১৪৯	৭৭৪	৫৩৮	৫০১	৪৩৮	৩৪৬	১০০	১২
৪	২০৫৬	১৭৬	১১২০	৯৩৬	৮৫	১৪০	৭১০	৭২১	৪০০	১
৫	৯৩৭	১৪২	৮৫১	৮৬	৮৫	৯০	১৯৫	৪৭৫	৯২	৯
৬	১৫০৩	৯৯	১১৯৩	৩১০	১৭৪	৩৬৫	৪০৬	৩১৭	২৪১	৫
৭	২০৩৪	১৫২	১৪২২	৬১২	৪২৭	৫০৩	৫৩৯	৩৮৬	১৭৯	০
৮	২৬৩৮	২২২	১৮২৬	৮১২	৪৫৫	৫৯২	৭৬০	৬৩৯	১৯২	১৪
৯	১৫৩৪	৭৫	১১৬৫	৩৬৯	৩১৫	৩২১	৫৩৪	২৬৪	১০০	৬৯
মোট	১৬৩৭৮	১১১৭	১১১০০	৫২৭৮	২৭৯২	৩২০০	৪৬৯১	৪০২৬	১৬৬৯	১১১
শতকরা হারে		৭%	৬৮%	৩২%	১৭%	২০%	২৯%	২৫%	১০%	

১১.৪.২ ওয়ার্ড ভিত্তিক দারিদ্রের চিত্র

বস্তি বহির্ভূত এলাকায় ওয়ার্ডগুলিতে দারিদ্রের মাত্রার ভিন্নতা ফুটে উঠে। নিম্নোক্ত চিত্র ১১.১ থেকে ১১.৯ ওয়ার্ড ভিত্তিক দারিদ্রের মাত্রায় দেখা যায়, ১ও ৩ নং ওয়ার্ডে সব থেকে বেশি অতিনিম্ন আয়ের মানুষ (২৮%) বাস করে। পক্ষান্তরে ৪ নং ওয়ার্ড সবথেকে কম নিম্ন আয়ের (৪%) মানুষ এবং সব থেকে বেশি উচ্চবিত্ত মানুষ (১৯%) বাস করে, ৩ নং ওয়ার্ডে সবথেকে কম উচ্চবিত্ত (৫%) বাস করে । এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত খতিয়ান চিত্র ১১.১ থেকে ১১.৯ এ দেওয়া হলো।

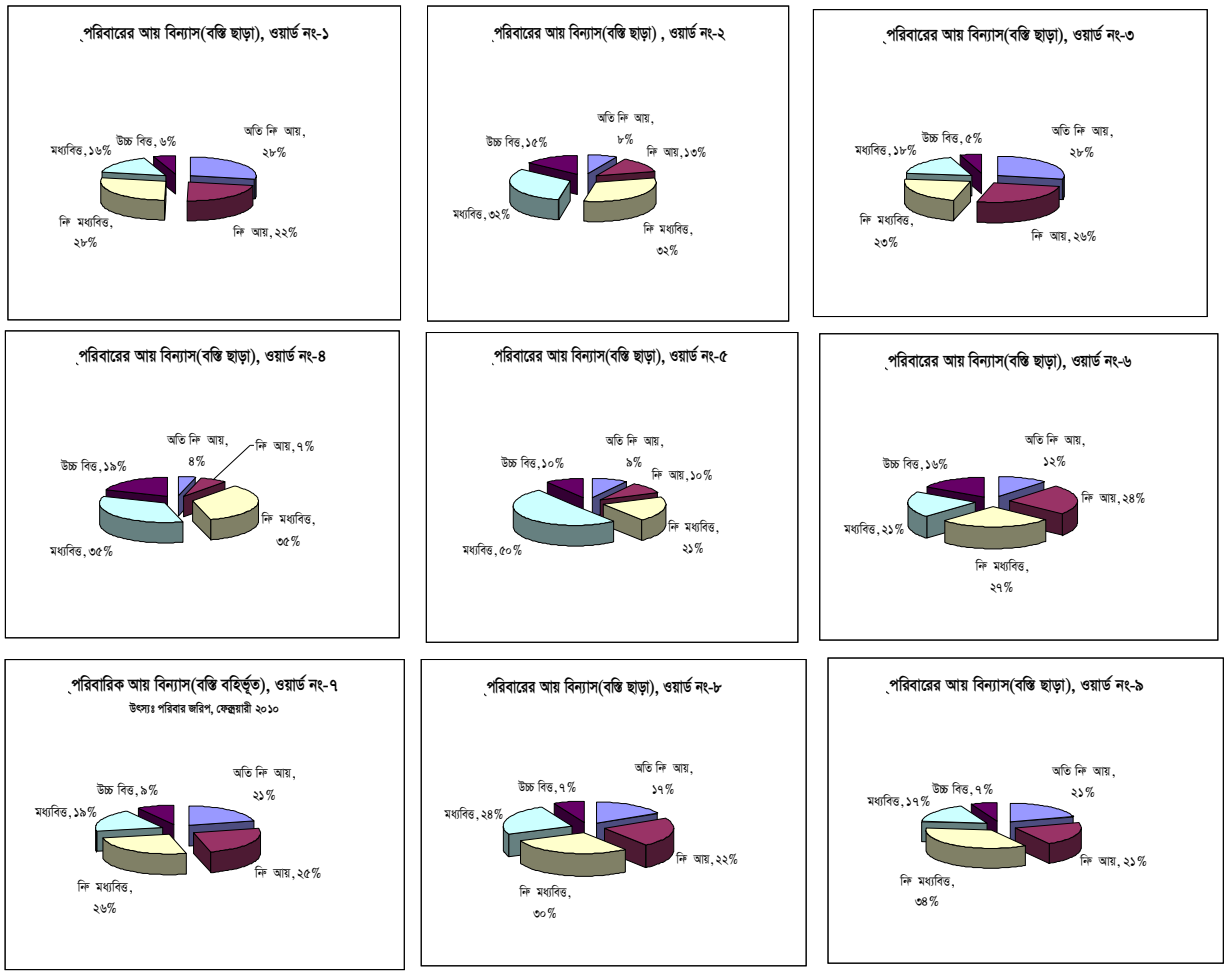

চিত্র ঃ ১১.১ থেকে ১১.৯

১১.৪.৩ বস্তি এলাকায় দারিদ্রের চিত্র

ফেব্রুয়ারি ২০১০ এ পৌরসভার চিহ্নিত ২৪টি বস্তিতে পরিবার জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বস্তিতে বসবারত ২২৯৮ টি পরিবারের মধ্যে ২২৭৮ টি পরিবারের আয় ৩৫০০ টাকার মধ্যে যারা অতি নিম্ন আয়ের মানুষ বলে বিবেচিত। মাত্র ২০টি পরিবারের আয় ৩৫০১-৪৫০০ টাকার মধ্যে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ । জরিপের ফলাফলে দেখা যায় বস্তিতে বসবারত শতভাগ মানুষই নিম্ন থেকে অতি নিম্ন আয়ের। বিদ্যমান অবস্থা জানার জন্য ৩ টি বস্তিতে (লালন নগর ও বিসর্জন ঘাট, বায়তুলআমান ও

কাহারপাড়া) FGD পরিচালনা করা হয়। FGD গুলি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যমান অবস্থা এবং সুপারিশগুলি নিম্নে দেওয়া হলো।

FGD থেকে প্রাপ্ত বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ

১। অধিকাংশ বস্তি / এলাকায় নল বাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।
২। গ্রীষ্ম মৌসুমে হস্তচালিত নলকূপে পানি পাওয়া যায় না।
৩। বস্তি এলাকায় অনেক জায়গায় উন্মুক্ত কিংবা খোলা এবং অস্বাস্থ্যকর পায়খানা বিদ্যমান।
৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় বস্তিএলাকা নেই। ফলে পরিবেশ বিনষ্ট হয়।
৫। ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই কিংবা দুর্বল হওয়ায় ঘনবসতিপূর্ন বস্তিবাসীর পরিবেশ সব থেকে বিপন্ন
৬। গলি রাস্তাগুলিতে মানুষের চলাচলের অনুপযোগী।
৭। ছোট খাটো চুরি, ছিনতাই, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সমাজকে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে।
৮। শিক্ষার অবস্থা ভালো না। দীর্ঘদিন শহরের অভ্যন্তরে বসবাস করলেও SSC ও HSC পাশ ছেলে - মেয়ে পাওয়া যায় না।
৯। জনগণ যথেষ্ট অসচেতন। বাল্য বিবাহ এবং স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলারা সমাজকে অরক্ষিত করে তোলে।
১০। কর্মসংস্থান নেই, প্রশিক্ষণের অভাবে মানুষ দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।
১১। আর্সেনিকের ফলে মানুষ আতঙ্কিত। অনেকে আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।
১২। আবাসন সমস্যা প্রকট। জমির মলিকানা না থাকায় উচ্ছেদ আতঙ্ক সবসময় তাদেরকে অরক্ষিত করে রেখেছে।

FGD থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ

১। শুধুমাত্র রাস্তাঘাট / ড্রেন নির্মাণ করলে উন্নয়ন হয় না। দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ মানুষকে কর্মক্ষম করে তোলে। তবে প্রশিক্ষণ থেকে কাজ প্রাপ্তি পর্যন্ত প্যাকেজ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে দারিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব।

২। দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়ন করলে অর্থাৎ তাদেরকে সামাজিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যাবে।

৩। শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

৪ বস্তি এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তাদের চাহিদা মাফিক গলি রাস্তা, ড্রেন, টিউবওয়েল, লেট্রিন, বাড়ির আঙ্গিনা উচুকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ইত্যাদিকে একটি একগুচ্ছ সেবা (A Bundle of Services) হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৫। সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বাড়ানো, দরিদ্রদের বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করা, বিশেষ করে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ক্ষমতায়ন একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

৬। দরিদ্রমানুষের স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্নবাসন করা না হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

৭। স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া বিশেষ করে মেয়েদের স্কুল বন্ধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। সামাজিক এবং আর্থিক উভয় দিক দিয়ে বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে।

১১.৪.৪ পৌরসভার সামগ্রির দারিদ্র্যের অবস্থা

ফেব্রুয়ারী ২০১০ এ পৌর এলাকায় বস্তি ও বস্তি বহির্ভূত এলাকায় পরিচালিত পরিবার জরিপ কার্যক্রম অনুযায়ী ২৪টি বস্তি এলাকায় ২২৯৮টি পরিবার এবং বস্তি বহির্ভূত এলাকায় ১৬৩৭৮ টি পরিবার, মোট ১৮৬৭৬ টি পরিবারের মধ্যে ৫০৭০ টি পরিবারের (২৭.১৫%) মাসিক আয় ৩৫০০ টাকা বা তার নিচে অর্থাৎ ২৭.১৫% পরিবারের আয় অতি নিম্ন আয়ের। ৩২২০ টি পরিবারের (১৭.২৪%) মাসিক আয় ৩৫০১-৪৫০০ টাকার মধ্যে। অতি নিম্ন ও নিম্ন আয়ের অর্থাৎ ৪৪.৩৯% মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। ছক ১১.২ ও চিত্র ১১.১০ এ সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হলো।

ছক ১১.২ ঃ পারিবার জরিপ থেকে সমগ্র পৌরসভার দারিদ্রের চিত্র

এলাকার ধরণ	অতি নিম্ন আয়	নিম্ন আয়	নিম্ন মধ্যবিত্ত	মধ্যবিত্ত	উচ্চ বিত্ত	
	৩৫০০ পর্যন্ত	৩৫০১-৪৫০০	৪৫০১-৮০০০	৮০০১-১৫০০০	১৫০০০ এর উর্দ্ধে	
বস্তি এলাকা	২২৭৮	২০				২২৯৮
সাধারণ এলাকা	২৭৯২	৩২০০	৪৬৯১	৪০২৬	১৬৬৯	১৬৩৭৮
মোট	৫০৭০	৩২২০	৪৬৯১	৪০২৬	১৬৬৯	১৮৬৭৬
শতকরা	২৭.১৫%	১৭.২৪%	২৫.১২%	২১.৫৬%	৮.৯৪%	১০০%

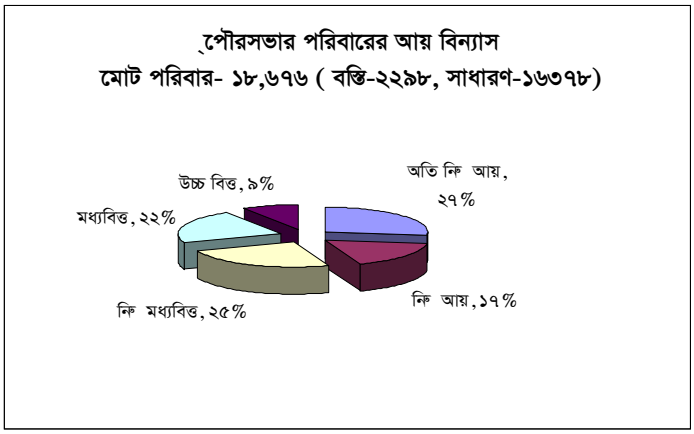

চিত্রঃ ১১.২ ফরিদপুর পৌর এলাকার পারিবারিক আয় বিন্যাস

১১.৫ প্রাপ (PRAP) প্রণয়নের কিছু মৌলিক ভিত্তি

দরিদ্র বিমোচনের জন্য কিছু কৌশলগত প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দারিদ্রকে বিমোচন কিংবা হ্রাস করতে হলে শুধুমাত্র সীমিত কিছু বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকা চলে না।দারিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সীমিত অথচ প্রয়োজনীয় কিছু কৌশল অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। মোটা দাগে সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ও কর্মসংস্থান (Soci Inclusion & Employment), সুশাসন (Good Governance) এবং মানসম্পন্ন মৌলিক সেবা প্রদান (Better Basic Service Delivery) বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

এ বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান কৌশলের উপর ভিত্তি করে PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১। কর্মসংস্থান ঃ (Employment)
২। পুষ্টি (Nutrision)
৩। মানসম্পন্ন শিক্ষা (প্রাইমারী, সেকেন্ডারী এবং কারিগরি, বিশেষ করে নারী শিক্ষা)
৪। সুপরিচালন/ স্থানীয় শাসন(পৌরসভার সিদ্বান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণে মাধ্যমে তাদের Social Inclusion বা সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ হবে।
৫। মাতৃ স্বাস্থ্য (Maternal Health)
৬। স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ (Sanitation Safe water Supply)
৭। সামাজিক ন্যায় বিচার।
৮। পরিবশে ও টেকসই উন্নয়ন।
৯। পরিবীক্ষণ(Monitoring)।

প্রকল্পে নির্দেশিত উপায়ে দারিদ্রহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বা PRAP অংশগ্রহণ মূলক (Participation) এবং প্রতিনিধিত্বশীল (Representative) উপয়ে প্রণীত একটি দাখিল যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) এর অবিশ্যক অংশ হিসাবে থাকবে। PRAP পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার (PDP) এর সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হবে।দারিদ্র বিমোচনের জন্য অনেকগুলি একগুচ্ছ কার্যক্রমকে একসাথে নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। FGD এবং ওয়ার্ড ভিশনগুলি থেকে এধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। পৌরসভার দারিদ্র কমানোর জন্য প্রধান প্রধান কার্যক্ষেত্র দেওয়া হলো ঃ

- পৌরসভার বস্তি এবং বস্তি বহিভূত এলাকায় বসবাসরত সমূগ্র দরিদ্র পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রয়োজনে তালিকা পরিমার্জন করা হবে।
- পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Diction Making procers) প্রক্রিয়ার দরিদ্রদের অংশিদার করা এর মাধ্যমে সামাজিক অন্তভূক্তি করণের সুযোগ থাকবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাদক না বলার সংস্কৃতি গড়ে তোলা হবে। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ নারী নির্যাতনের পথকে সুগম করে। তাই CBO, SIC এবং প্রাথমিক গ্রুপের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিশেষ করে নারী শিক্ষা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর জোর দেওয়া হবে। এ জন্য পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্য সেবাকে দরিদ্র মানুষের দোর গোড়ায় পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

- পরিবেশের উন্নয়নের জন্য অনুন্নত এলাকাগুলীতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে মৌলিক সেবা নিশ্চিত হবে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি জরুরী। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র মানুষকে কর্মীতে রুপান্তর এর উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দেওয় হলে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান অনেকক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পাওে না। এজন্য প্রশিক্ষণ থেকে কাজ প্রাপ্তি পর্যন্ত মনিটরিং এর আওতায় নেওয়া হবে।
- দারিদ্র বিমোচনের জন্য পৌরসভা থেকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য সহযেগিতা করা হয়ে থাকে এবং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রম পরিচলিত হয়। তালিকা না থাকায় চরম দরিদ্র পরিবারগুলিকে বিশেষভাবে নজরদারীর আওতায় আনা সম্ভব হয় না। বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- দরিদ্র পরিবার গুলির একটি ডাটাবেজ করা হবে। এক্ষেত্রে অরক্ষিত দরিদ্র মহিলা প্রধান পরিবারগুলিকে বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় নেওয়া হবে।
- পৌরসভার বাজেটে বরাদ্দকৃত অনুদান দরিদ্র পরিবার গুলিকে একিট পরিকল্পনার আওতায় প্রদান করা হবে।
- ভিশন SSC নামে একটি তহবিল গঠন করা হবে। দরিদ্র পরিবারে ছেলে মেয়েদেরকে আগামী ১০ বছরের মাধ্যে প্রতি পরিবার থেকে কমপক্ষে ১টি ছেলে ও ১টি মেয়ে SSC পাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.৬ বিদ্যমান বস্তি এবং ক্লাষ্টারের বিবরণ

পৌরসভার মোট ২৪টি চিহ্নিত বস্তি রয়েছে। নতুনভাবে আরো ১৫টি ক্লাষ্টার চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির নাম, ধরণ, আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গিক তথ্য **সংযোজনী -১** এ দেওয়া হলো।

১১.৭ দারিদ্র হ্রাসকরণে পদক্ষেপসমূহঃ

পৌরসভা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পৌরসভার জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেও মাধ্যমে পৌরসভা পরিচালিত হয়। পৌরসভার মাধ্যমে বাস্তবায়ন উপযোগী বাস্তবসম্মত কার্যক্রমের মাধ্যমে পৌরসভার দারিদ্রতা হ্রাসকরণ সম্ভব। নিম্নে দারিদ্রতা দূরিকরণের পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করা হল।

১১.৭.১ অবহিতকরণঃ

পৌরসভা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে জরিপকৃত দরিদ্র জনবলকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুসারে সচেতন করার জন্য অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.৭.২ দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

দারিদ্র জনগণের আগ্রহের উপর ভিত্তিকরে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাকরা এবং সিবিও গঠনের সদস্যদের মধ্য হতে ২জন পুরুষ ও একজন মহিলা রিসোর্স পারসন হিসেবে মনোনয়ন করে প্রশিক্ষণ

প্রদানের মাধ্যমে নিজস্ব কমিউনিটির দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনার উপরে প্রশিক্ষণে সক্ষম করে গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা হবে।

১১.৭.৩ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণঃ

পৌরসভা এলাকায় বসবাসরত জনগণের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের সেবামুলক কার্যক্রম চলছে। জনগনের সেবামুলক চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাড়িয়ে দিয়ে দরিদ্র জনগণকে সেবা প্রদানের কার্যক্রমের সাথে আয়র্বধক কার্যক্রমের সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ করা যেতে পারে। দরিদ্র জনগণের আগ্রহ ও স্থানীয় চাহিদা পর্যালোচনা করে আয়বৃদ্ধিমুলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১১.৭.৪ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাঃ

কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার সহায়তায় স্থানীয় যোগ্য ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্থানীয়ভাবে কর্ম ও সেবা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১১.৭.৫ সরাসরি সাহায্যঃ

পৌর-পরিষদ কমিউনিটি ভিক্তিক সংগঠন সরাসরি অনূদান প্রদানের মাধ্যমে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে দানশীল ব্যক্তিদের থেকে সরাসরি কমিনিটি ভিত্তিক সংগঠনের তহবিলে অনুদান গ্রহণ পূর্বক জরিপকৃত হতদরিদ্রদের ক্রম ও অবস্থা বিবেচনা করে হতদরিদ্রদের মাঝে সরাসরি সাহায্য বিতরণ করবে।

১১.৭.৬ কমিউনিটিতে যাকাত তহবিল ও বাস্তবায়ন ঃ

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের এলাকায় বসবাসরত আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রদত্ত যাকাত কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের ব্যাংক হিসেবে জমা করে জরিপকৃত হতদরিদ্রদের ক্রম ও অবস্থা বিবেচনা করে বিতরণ করা।

১১.৭.৭ দারিদ্র নিরসন উপযোগী স্কীম চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নঃ

পৌরসভা সীমানার মধ্যে জনগণের সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হয়। চিহ্নিত দরিদ্রদের মাধ্যমে লেবার কন্ট্রাক্টিং বেসাসাইটি গঠন পূর্বক ছোট ছোট স্কীমের কাজ বাস্তবায়ন করা যাতে দরিদ্র লোকজন উপকৃত হয়।

১১.৭.৮ দরিদ্রদের নিয়ে ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরীকরণঃ

অবহিতকরণ সভার জরিপ ও দরিদ্রদের আগ্রহ বিবেচনা করে দরিদ্রদের ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরী করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা। প্রয়োজনে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুসারে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১.৮ পরিবীক্ষণঃ (Monitoring) ও মূল্যায়ন (Evaluation)

দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসারে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার পরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিষয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, পৌর-পরিষদ ও নগর সমন্বয় কমিটি কর্তৃক পরিবীক্ষণের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ একটি কঠিন কাজ মনে হলেও কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় জনগণ ও পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আন্তরিকভাবে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করলে পৌর-এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সম্ভব। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তাবায়নের জন্য প্রতি ৬ মাস অন্তর সম্পাদিত কার্যক্রম প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস থেকে প্রদত্ত ছক অনুসারে মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সফলতা আনা সম্ভব। ফরিদরপুর পৌরসভার জন্য প্রণীত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বা প্রাপ **সংযোজনী -১** এ দেওয়া হলো।

দ্বাদশ অধ্যায়
জেন্ডার ও উন্নয়ন
Gender and Development

১২.১ পটভূমি ঃ

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেরও উন্নয়ন পরিকল্পনার আবশ্যকীয় দিক হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নের পথে অনুভুত যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠি গড়ে তোলা। বৃহত্তর উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে নারী পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। এ মতাদর্শের ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান পিছিয়ে রয়েছে। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী সমাজের উন্নয়ন স্বাধীন বাংলাদেশের এক অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত হয় যার প্রতিফলন ঘটেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে-এর সংবিধান। সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫ ধারায় নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(৪) ধারা তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আওতায় নারীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এক সাংবিধানিক শক্তি হিসাবে কাজ করছে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসছে এবং বিবর্তনের ধারায় আজ তা জেন্ডার ও উন্নয়ন নামে ব্যাপকতা পেয়েছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং এই দেশের জনগণের অর্ধেকই হলো নারী। যদিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি হিসাবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি গৃহিত হয়েছে, তথাপি সামাজিকভাবে এখনও নারীরা অনেক সুবিধা হতে বঞ্চিত রয়েছে। আর তাই বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে জেন্ডার সমতা ও ন্যায়পরতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। অতঃপর ২০০৪ এবং সর্বশেষ ২০০৮ সালে তা পর্যালোচিত/সংশোধিত হয়েছে। জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আলোকে নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করেছে।

১২.২ বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। এ সময়েই অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকোতে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন, যেখানে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে চলমান নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে বাংলাদেশ ও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নারী সম্মেলনে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী দশক (১৯৭৬-১৯৮৫) এর প্রথম ৫ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সমাজে বিদ্যমান নারী পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্যের বিলোপ সাধনে প্রণীত জাতিসংঘের Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women (CEDAW) এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশল (Nairobi Forward Strategy Looking) গৃহিত হয়। বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি Platform For Action (PFA) এ গুরুত্বপূর্ণ এ দলিলে নারীর অনগ্রসরতার সুনির্দিষ্ট ১২টি ক্ষেত্রের (দারিদ্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সহিংসতা, সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাত, অর্থনৈতিক অংশীদারি, ক্ষমতার অংশীদারি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংগঠিত ব্যবস্থা, মানবাধিকার, গণমাধ্যম, পরিবেশ ও উন্নয়ন, কন্যাশিশু) আঙ্গীকে গৃহিতব্য পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে ৫ বছরে PFA এ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সরকার সমূহ নিজ নিজ দেশের অগ্রগতি তুলে ধরার পাশাপাশি পূর্ণ বাস্তবায়নের পথে অনুভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্যমে সমাধানের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক পরমন্ডলের প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদ/দলিল সমূহে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশ্ব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটের অধিবেশনে বাংলাদেশ Optional Protocol on CEDAW স্বাক্ষর করে। গুরুত্বপূর্ণ এ সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। এ ছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

১২.৩ জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা

১২.৩.১ জেন্ডার বলতে আমরা কি বুঝি

জেন্ডার হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক যা সমাজ দ্বারা সৃষ্ট, সংস্কৃতি থেকে গৃহিত এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন এবং পরিবর্তনশীল। সমাজ নারী ও পুরুষকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে তাই জেন্ডার। একটি সমাজ তার নিজস্ব ধারণা, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে যেভাবে নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন করে কিংবা সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের যে আচরণ গড়ে উঠে সেটাই জেন্ডার। শারীরিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে জেন্ডারের ভূমিকা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের পরিচয় বা দায়িত্ব নির্ধারণ করে জেন্ডার। আমেরিকা বা ইউরোপের একজন নারী এবং বাংলাদেশের একজন নারীর পোষাক-পরিচ্ছদ, কাজ বা ভূমিকা বহুলাংশেই ভিন্ন। মানুষের সমাজই নির্দেশ করে কোনটি হবে নারী সুলভ আচরণ আর কোনটি পুরুষ সুলভ। সময়, স্থান অথবা সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে এই আচরণও ভিন্ন বা পরিবর্তিত হয়।

জেন্ডার শব্দের আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ। আবার সেক্স শব্দের অর্থও লিঙ্গ বলা হয়েছে। জেন্ডার এবং সেক্স একই অর্থের ব্যবহৃত হয়ে এলে সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডারের ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থ সংজ্ঞায়িত হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই জেন্ডার এবং সেক্স এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখানো হয়। লিঙ্গ হচ্ছে নারী পুরুষের প্রাকৃতিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা একজন নারী ও পুরুষকে আলাদা করা যায় এবং যা পরিবর্তন করা যায় না। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী ও পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী ও পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সময়, সমাজ, সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

জেন্ডার হল সমাজসৃষ্ট, আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয়। আর সেক্স হলো প্রাকৃতিক, শারীরিক, পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রধানত অপরিবর্তনীয়।

১২.৩.২ জেন্ডার সম্পর্ক ও জেন্ডার ভূমিকা ঃ

সাধারণতঃ সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী ভেদে জেন্ডার সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন হলেও গোটা বিশ্বজুড়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান। প্রথমতঃ জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাগ, অর্থাৎ নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা। দ্বিতীয়তঃ সমাজে নারীর অমর্যাদাজনক বা হীন অবস্থান। অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় অধিকার, পছন্দ, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর হীন অবস্থা বা সুযোগের অভাব রয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থা এবং অবস্থান এই দুটি শব্দ দুটি সম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যদিও দুটি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অবস্থা হল বস্তুগত অবস্থা যেমন- খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, আয়-উপার্জন ক্ষমতা ইত্যাদি তথা জীবনযাত্রার মান। অবস্থার উন্নতির অর্থ হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। অন্যদিকে অবস্থান হল সরাসরি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ এবং মর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। তাই কারো অবস্থার উন্নয়ন ঘটলে তার অবস্থানের উন্নয়ন নাও ঘটতে পারে। নারীর অবস্থান বলতে বোঝায় নারীর মর্যাদা, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার ইত্যাদি অর্জন।

পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষ যে কোন কাজ করে থাকে সে সকল কাজকে এক কথায় জেন্ডার ভূমিকা বলে। জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরনের ঃ

(১) উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকা ঃ যে সকল কাজের বিনিময় মূল্য আছে বা যা দ্বারা আয় উপার্জিত হয় পরিবারে বা সমাজে তাকেই উৎপাদনমূলক ভূমিকা বলে। আয় হতে পারে সরাসরি অর্থের মাধ্যমে আবার দ্রব্যের মাধ্যমেও, যার কিছু না কিছু বিনিময় মূল্য আছে।

(২) পুনঃ উৎপাদনমূলক (গৃহস্থালী) ভূমিকা ঃ যে সব কাজের কোন বিনিময় মূল্য নেই অথচ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জরুরী তাকেই পুনঃ উৎপাদনমূলক (গৃহস্থালী) ভূমিকা বলে।

(৩) সামাজিক ভূমিকা ঃ এ জাতীয় কাজগুলো সাধারণতঃ কোন বিনিময় মূল্য বা পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয়ে থাকে। সামাজিক ভূমিকা দু'ধরনের ঃ

(ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা ঃ এ ধরনের কাজগুলো নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সকলের উপকারার্থে করা হয়।

(খ) সামাজিক ও রাজনীতিক ভূমিকা ঃ- এই কাজগুলো সমাজের কল্যাণে বিনা পারিশ্রমিকে সাধারণঃ সমাজের উন্নয়ন ও শান্তি শৃংঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে করা হয়ে থাকে।

১২.৩.৩ জেন্ডার সমতা (Gender Equality) বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা

নারী সমাজের অগ্রগতি এবং জেন্ডার সমতার (Gender Equality) পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অংগীকার রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য সরকার সমূহের মত বাংলাদেশ সরকারও মানবাধিকার অর্জন, দারিদ্র বিমোচন এবং দেশে টেকসই আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারীর অগ্রগতি এবং জেন্ডার সমতার পক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছে। সমতার এই অধিকার সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীর অধিকার এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও নীতিমালাসমূহে বাংলাদেশ সরকার জোরালোভাবে সমর্থন জানিয়েছে। যেমন,

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1984)
- Millenium Development Goals (MDG, 2000-2015)

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানকারী দেশসমূহের সাথে সমন্বয় রেখে ”জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (1997, 2004, 2008)” ঘোষনা করেছে। এই নীতি অনুসারে সকল ক্ষেত্রে নারীর অগ্রসর হওয়ার পথে যেসব বাধা আছে তা চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের প্রচেষ্ঠাসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের নীতিমালা অনুসরণে এবং জাতীয় নীতিমালার প্রায়োগিক রূপরেখা হিসাবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে নারীর উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন যা স্পষ্টভাবে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (PRSP) নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালাসমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্র নারীর ভূমিকাকে শুধুমাত্র উপকারভোগী হিসাবে নয়, বরং, হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং নারী-পুরুষের সমতা বিধানকে একটি উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে। “পরিবর্তনের এজেন্ট” বলতে বোঝায় তাদেরকে যারা সামাজে কোনরূপ পরিবর্তন নিয়ে আসে।

১২.৩.৫ জেন্ডার অসমতা (Gender Inequality)

সমাজে নারী-পুরুষের মর্যাদা এবং অবস্থান সমান নয়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নগদ অর্থ উপার্জনের জন্য পুরুষের একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রয়েছে। সম্পদ ও তথ্য পাওয়াতে, সহজ ও স্বচ্ছন্দ চলাচলে, আইন ও শ্রম অধিকার রক্ষায়, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে এবং পারিবারিক ও অন্যান্য নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক কম সুবিধা ভোগ করে থাকে। নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নেতা এবং ব্যবস্থাপক কম হতে পারেন। এমনকি তারা নিজের মতামত প্রকাশ করতে, নিজের সিদ্ধান্তে অন্যকে প্রভাবিত করতে, যে কোন উদ্যোগে ইতিবাচক অবদান

রাখতে কম সক্ষম হয়। যদিও বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীদের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, এরপরও সার্বিক অবস্থায় যথেষ্ট অসমতা রয়েছে।

উদাহারণ স্বরূপ, দেখা যায় যে পৌরসভাগুলোয় মেয়রের সাময়িক অনুপস্থিতিতে কার্য চালানোর জন্য তিনজন কাউন্সিলর নিয়ে যে তালিকা (panel mayor) তৈরী করা হয় সেখানে কোন মহিলা কাউন্সিলরের উপস্থিতি নাই। মেয়র প্যানেলে কোন মহিলা কাউন্সিলরের প্রতিনিধিত্ব নেই। আবার দেখা যায় যে পৌরসভার প্রকল্প, ত্রান কার্ড ও অন্যান্য সেবাসমূহ বিতরণের দায়িত্ব পুরুষ ও মহিলা কাউন্সিলরদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হয় না।

১২.৩.৬ জেন্ডার বিভিন্নতাজনিত প্রভাব (Gender Differentiated Impacts)

সমাজ এবং পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও অবস্থানের জন্য অধিকাংশ সরকারী নীতিমালা, কার্যক্রম, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নারী ও পুরুষের উপর ভিন্ন ভাবে প্রভাব ফেলে। নারীরা পুরুষের মত একইভাবে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অথবা কার্যক্রমের সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয় না। নারীরা অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এবং তাদের বিশেষ চাহিদা সমুহ অনেক ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় না।

যেমন 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতিমালা বা কর্মসূচি ছেলে ও মেয়ে শিশুকে স্কুলে ভর্তি হতে সমান সুযোগ দেয় বা অনেকক্ষেত্রে মেয়ে শিশুকে ভর্তির ব্যাপারে বেশি প্রাধান্য দেয়। কিন্তু স্কুলে সমাপনী বর্ষ পর্যন্ত উভয় শিশুর ঝরে পড়া রোধ করতে সমানভাবে কার্যকরী হয় না। একইভাবে নারী ও পুরুষের পৌরসভার সেবা সর্ম্পকে ভিন্ন এবং অভিন্ন অভিজ্ঞতা রয়েছে। পৌরসভাকে উভয় শ্রেণীর বিশেষ চাহিদার ভিত্তিতে তার কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই নারী-পুরুষ উভয়ই সমভাবে পৌরসভার সেবাসমূহ থেকে উপকৃত হবে।

১২.৩.৭ জেন্ডার সমতা ও নারীর অগ্রগতি (Gender Equality and Women's Advancement)

জেন্ডার সমতার লক্ষ্য হলো নারী ও পুরুষ এখানে পূর্ণ মানবাধিকার উপভোগ করবে; জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাদের করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করবে; এবং এসব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত হলে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল থেকে নারী-পুরুষ সমানভাবে উপকৃত হবে। যে সকল সমাজ সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যসমুহকে এবং তারা যে সব ভিন্ন ভূমিকা পালন করে সেসকলকে সমানভাবে মূল্যায়ন করে সেই সমাজেই জেন্ডার সমতা আছে বলে ধারণা করা হয়।

উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত (gender mainstreaming) করার জন্য পৌরসভার প্রকল্প এবং সেবাসমূহে নারীকে লক্ষ্য করে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের প্রায়শঃই দরকার হয়। এই সকল উদ্যোগসমুহ হলো দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময়, মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ এবং নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের কাজের সুযোগ দেওয়া ও সহযোগিতা করা, যার মাধ্যমে নারীরা দক্ষকর্মী হবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন হবে। নারী কর্মী নিজের মত প্রকাশে এবং কথা বলায় সমধিক সুযোগ পাবে এবং

পুরুষের সাথে কাজের অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এতে সমাজে প্রচলিত জেন্ডার অসমতা অনেকাংশে কমে যাবে।

১২.৪ UGIIP-2 এর আওতায় জেন্ডারঃ

বাংলাদেশে জন কল্যাণমূলক কার্যক্রমে নারীদের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় ও পৌর পরিচালন ব্যবস্থায় মহিলাদের নির্বাচিত করার জন্য কোটা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ তাদের নির্দিষ্ট উপকারভোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে এইসব সুবিধা উপভোগ করার জন্য নারীদের বিশেষভাবে উৎসাহ দিচ্ছে। স্থানীয় অবকাঠামোর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে নারীরা যেন উপকারভোগী হিসাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে পারে এর জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। দলীয় সদস্যপদ ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নারীদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার বিষয়কে এখন বাধ্যতামূলকভাবে বিবেচনা করা দরকার।

UGIIP 2 এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের সকল প্রক্রিয়ায় জেন্ডার অর্ন্তভূক্তিকে জোরালো সমর্থন করে। প্রকল্পটির জেন্ডার লক্ষ্য হল পৌরসভার সেবাসমূহ থেকে নারী, পুরুষ এবং বিশেষ জণগোষ্ঠী যেমন, দুস্থ, সংখ্যালঘু বা অনগ্রসর তাদের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী উপকার পাচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা। প্রকল্পটির কার্যকারিতা মূল্যায়নের প্রতিটি প্রযোজ্যক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা (responsiveness) নিশ্চিত করার উপরও বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পটি যথেপযুক্তভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বিষয়ে আশা করা যায় -

- স্থানীয় প্রশাসনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
- নির্বাচিত পৌরসভাসমুহে দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠি যার অধিকাংশই নারী তাদের জন্য বিনিয়োগ নিশ্চিত হবে।
- দরিদ্র নগরবাসী বিশেষ করে নারী এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

প্রকল্প পৌরসভা সমুহে জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা (GAP) প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে UGIIP-2 জেন্ডার বিষয়কে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উলে-খযাগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

১২.৫ জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা (GAP) প্রণয়ন

পৌরসভার সকল কর্মকান্ডে মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য এবং UGIIP 2 প্রকল্পের অর্ন্তনিহিত ফলাফল বা প্রভাব এ নারীদেরকেও উপকারভোগী হিসাবে নিশ্চিত করার জন্য ফরিদপুর পৌরসভায় জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার (GAP) তৈরী করা হয়।

জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (Pourashava Development Plan) এর একটি অংশ। এটা মূলত: পৌরসভার স্থানীয় অবস্থার পরিপেক্ষিতে জেন্ডার বিষয়ক সম্ভাব্য কার্যক্রমের একটি তালিকা। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ এবং এর ফলাফল উপভোগ করা যথাসাধ্য সম্ভব হবে। পৌরসভায় গঠিত জেন্ডার কমিটির তত্ত্বাবধানে এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে এবং কাজগুলো সম্পাদনের জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ দিবে।

জেন্ডার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শর্ত অনুসারে পৌরসভায় গঠিত প্রকল্পভূক্ত কমিটিগুলো স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ জানুয়ারী TLCC ও WLCC তে নারীদেও অংশগ্রহণ নির্মিত করা হয়েছে। ফলে পৌরসভার বিনিয়োগ পরিকল্পনা, অর্থ বরাদ্দ এবং পরিচালন ব্যবস্থায় নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। UGIIP-2 এ জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার নারীরা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হতে পারে সে ধরণের অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমর গ্রহণ করা হবে। যেমন, নলবাহিত পানি সরবরাহ নারীদের কাজের ভার অনেকাংশে লাঘব করে কারণ প্রথাগতভাবে নারীরাই পরিবারের জন্য পানি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

সাধারণভাবে জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়।

- পৌরসভার কার্যক্রম সমূহে নারীদের বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে নারীদের মতাতমত প্রদানের সুযোগ এবং সেই মতানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ;
- জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ বরাদ্দের নিশ্চয়তা;
- প্রকল্পের অধীনে গঠিত TLCC, WLCC এবং CBO এর সাথে জড়িত নারীদের নেতৃত্ব প্রদান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি;
- মহিলা ও পুরুষ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- পৌরসভার কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা এবং তাদের জন্য পৌরসভার সেবা নিশ্চয়তা;
- পৌর পরিষদ ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে দায়বদ্ধতায় উৎসাহ প্রদান।

১২.৬ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় (PDP) জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা সংযোজন

ফরিদপুর পৌরসভার নাগরিকদেও সম্পৃক্ততায় তাদের চাহিদার ভিত্তিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) তৈরী করা হয়। PDP তে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী উভয়ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনাই অন্তর্ভূক্ত হয়। নারী ও দরিদ্রসহ পৌরসভার বিভিন্ন ধরণের নাগরিক গোষ্ঠির সাথে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় জেন্ডারকে সম্পৃক্ত করার জন্য পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও এই পরিকল্পনায় -

- জনগণের অংশগ্রহণে জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়; এবং

- নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ এবং জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সমুহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা হয়।

১২.৭ গ্যাপ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পৌরসভার জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত তদারকীর জন্য পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে একটি জেন্ডার কমিটি কাজ করে চলেছে। কমিটি সময়ে সময়ে পৌর পরিষদে সুপারিশ পাঠিয়ে এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবে। প্রকল্প মেয়াদে জেন্ডর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পিএমও অফিস থেকে মনিরিং করা হবে। তবে জেন্ডার উন্নয়ন শুধুমাত্র প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না। স্থায়ীত্বপূর্ণ ফল পেতে হলে মন্ত্রণালয়ে অধীন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। জেন্ডার উন্নয়নের পূর্বশর্ত এ বিষয়ে ধারণা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন। ফরিদপুর পৌরসভার জন্য প্রনীত জেন্ডর কর্মপরিকল্পনা **সংযোজনী -২** এ দেওয়া হলো।

এয়োদশ অধ্যায়
বিনিয়োগ পরিকল্পনা
Investment Plan

১৩.১ ভূমিকা ঃ

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার (PDP) এর অন্যতম প্রধান অংগ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন। জনগণের চাহিদা নিরুপন, খাত নির্বাচন এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করাই অত্র প্রকল্পের বড় বৈশিষ্ট্য। ২য় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের কার্যক্রমের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় চাহিদাও অনেক বেড়েছে। এলাকা ভিত্তিক সংগঠন (CBO), ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WC), নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC), ১৩ টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD), ৯টি ওয়ার্ড ভিশন, ১ টি পৌরসভা ভিশনিং থেকে জনগণের চাহিদা, অগ্রাধিকার এবং বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। পিডিপি প্রণয়ন UGIIP-3 প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান কর্মতৎপরতা। তবে পিডিপি বাস্তবায়ন UGIIP-3 প্রকল্পের ভিতর সীমাবদ্ধ নয়। চাহিদা নিরুপনের ক্ষেত্রে সীমারেখায় আবদ্ধ না হয়ে প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই উন্নয়নের ক্ষেত্র নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের সেবা উৎপাদনের লক্ষ্যে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে চাহিদাকৃত কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। সেক্ষেত্রে পৌরসভার কাছে অন্যান্য সরকারি দপ্তর, NGO এবং ব্যক্তি উদ্যোগ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প মেয়াদে UGIIP-3 প্রকল্পের থেকে সম্ভাব্য বরাদ্দ, পৌরসভার নিজস্ব আয় এবং সরকারের থেকে বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে স্বল্প মেয়াদে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো।

অর্থের উৎস ঃ

পিডিপিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমান অর্থের দরকার তা UGIIP-3 প্রকল্পের থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থায় জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া সুশাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে খাত-উপখাত নির্বাচন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের তালিকা প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সামগ্রিক চাহিদার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎসের সংযোগ সাধন প্রয়োজন তবে প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে পৌরসভার স্বক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজস্ব অর্থের যোগান বৃদ্ধিই চাহিদা পূরণের বড় নিয়ামক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যে সমস্ত উৎস্য থেকে অর্থের যোগান হতে পারে তা নিম্নরুপ ঃ

ক) পৌরসভার নিজস্ব আয়।
খ) UGIIP-3 প্রকল্প তহবিল।
গ) BMDF প্রকল্প তহবিল।
ঘ) জেলাশহর উন্নয়ন পরিকল্পনা তহবিল।
ঙ) ফ্লাড ড্যামেজ প্রকল্প তহবিল।
চ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত থোক বরাদ্দ।

ছ) অন্যান্য প্রকল্প তহবিল।

জ) লাইন ডিপার্টমেন্টের সহায়তা (এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ডিপিএইচই, পানি উন্নয় বোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা বিষয়ে পৌরসভার অভ্যন্তরে কর্মরত যে কোন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা)

ঝ) বেসরকারি উদ্যোগে অর্থাৎ পিপিপি মোডে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

১৩.২ বিনিয়োগের খাত নির্বাচন ও অর্থ বিভাজন ঃ

পৌর নাগরিকদের প্রয়োজন এবং চাহিদা জানার জন্য ১৩ টি FGD, ৯টি ওয়ার্ড ভিশনিং এবং ১টি পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন করা হয়। এছাড়া এলাকা ভিত্তিক সংগঠন (CBO), ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WC), নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মাধ্যমে ও জনগণের প্রত্যক্ষ চাহিদা ও প্রয়োজন জানা যায়। সার্বিক বিষয়গুলি পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত সকল ওয়ার্কিং গ্রুপগুলি এবং পিডিপি প্রণয়নের কোর কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে খাতগুলি নির্বাচিত হয়। স্বল্প মেয়াদে বিনিয়োগের জন্য ছক- ১৩.১ অনুযায়ী খাত এবং ছক ১৩.২ অনুযায়ী উপখাতে বরাদ্দ রাখা হয়। UGIIP-3 প্রকল্প থেকে সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৩৭০০ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের ১.৫ গুন ধরে) এবং পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ১১২৬.১১ লক্ষ টাকা এবং অন্যন্য উৎস্য থেকে ৬৬৪৬.১১ লক্ষ টাকা, মোট ১০৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকার বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী করা হলো। ইউজিপ- ৩ প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাপ্তি ধরে বিনিয়োগের খাত ও উপ-খাতে অর্থের বিভাজন নিম্নে দেওয়া হলো।

ফরিদপুর পৌরসভার বিনিয়োগ পরিকল্পনা

(২০১৭-২০২২)

পৌরসভার নাম **ঃ ফরিদপুর**

শ্রেনী **ঃ ক**

ছক- ১৩.১ ঃ খাত ভিত্তিক অর্থ বিভাজন

পৌরসভার জন্য ২০১৭ - ২০২২ সালে সম্ভাব্য অর্থের উৎস ও পরিমান (লক্ষ টাকায়)

পৌরসভার আওতাভুক্ত অর্থ

ক্রমিক নং	অর্থের উৎস	পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১(ক)	ইউজিআইআইপি - ৩	২৬০৪৭.২১	UGIIP – III প্রকল্পের বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
১(খ)	ইউজিআইআইপি - ৩ এর বরাদ্দের অতিরিক্ত	৮৪১৯.৮৯	
উপ-মোট(ক)=		**৩৪৪৬৭.০১**	
২	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত (অধ্যায়-৯ এর ছক ৯.১১ঃ নগদ প্রবাহ বিবরণীর প্রথম ৫ বছর হতে প্রাপ্ত)	১১২৬.১১	বর্ণিত অর্থের উৎস্যের অধীন প্রস্তাবিত প্রকল্পগুরি তালিকা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে।
৩	সরকারী অনুদান (স্থানীয় সরকার বিভাগ)	৫০০	
৪	বিএমডিএফ প্রকল্প	৭০০	
৫	পৌর ভবনের জন্য জিওবি বিশেষ অনুদান	৩০০	
৬	পনি সরবরাহ প্রকল্প(ডিপিএইচই)	২০০০	
৭	মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন(এলজিইডি)	২০	
অন্যান্য প্রকল্প		২০০০	

উপ-মোট(খ)= **৬৬৪৬.১১**

সর্বমোট (ক+খ) **৪১১১৩.১২**

পৌরসভার যে সকল সেক্টর ইউজিআইআইপি - ৩ এর অর্থ বন্টন হবে তা শতকরা হার অনুসারে নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	সেক্টর	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	(লক্ষ টাকায়)
১	অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	৮৫-৯২%	৯২%	৩২৩৬৯.৭৮
২	আর্থ-সামাজিক	৭-১০%	৭%	২০০২.২৩
৩	নগর পরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১%	১%	১০০.০০

মোট = ৩৪৪৬৭.০১

১। সেক্টর ঃ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদান টাকা= **৩০৯১৯.৭৮**

ক্রমিক নং	খাত	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	(লক্ষ টাকায়)
১	নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৫ - ২৫%	১৯%	১০৭২৮.৭৪
২	ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন	২৫ - ৩৫%	৩৫%	৯৯৩৬.০৪
৩	পৌর আবর্জনা ও বর্জ্যদ্রব্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	০৮ - ১২%	১১%	২০০০.০০
৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৫ - ২০%	২০%	৬৯০.০০
৫	সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	২ - ৫%	৩%	১৬০.০০
৬	পৌরসুবিধাদি	১০ - ১৫%	১২%	৮৮৫৫.০০

মোট(১) = **৩২৩৬৯.৭৮**

২। সেক্টর ঃ আর্থ -সামাজিক উন্নয়ন টাকা= **২০০২.২৩**

ক্রমিক নং	খাত	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	(লক্ষ টাকায়)
১	দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) বাস্তবায়নসহ বস্তি বাসীদের জন্য মৌলিক সেবাপ্রদান	৭০ - ৯০%	৭৫%	১৬৩৬.৫২
২	জেন্ডার এ্যাকশন পান (GAP) বাস্তবায়ন	১০ - ৩০ %	২৫%	৩৬৫.৭১

মোট(২) = **২০০২.২৩**

৩। সেক্টর ঃ নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি টাকা= **৩৭.৫০**

ক্রমিক নং	খাত	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	(লক্ষ টাকায়)
১	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১০০%	১০০%	১০০.০০

মোট(৩) = **১০০.০০**

সর্বমোট (১+২+৩)= ৩৩০২২.০১

১৩.৩ প্রকল্প নির্বাচন ঃ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ৩ অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের কর্মতৎপরতার আওতায় জনগণের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পাওয়া যায়। ১৩ টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ৯টি ওয়ার্ড ভিশনিং ১টি পৌরসভা ভিশনিং থেকে যে ধরনের চাহিদা পাওয়া যায় তার সাথে সমজস্য রেখে স্কীমের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। স্কীম তালিকা ছক ১৩.৩ এ দেওয়া হলো। প্রতিটি স্কীমের সম্ভাব্য ব্যায় নির্ধারণ করা আছে। তবে সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প-ান ও ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় কমবেশি হতে পারে।

ছক ১৩.২ঃ খাত ও উপ-খাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা (ইউজিপ-৩ তহবিল থেকে)
ক) সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থের উৎস্য	
			২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি	মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২			
১. নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন	১। রাস্তা উন্নয়ন	৯০৩৮.৭৪	৬২১৮.৩৪	১৩০৩.৬২	৬০০.৫৮	৪৩৫.৪১	৪৮০.৭৯	৯০৩৮.৭৪	৯০৩৮.৭৪	
	২। ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মান ও পূনঃনির্মান	১৬০.০০	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	
	৩। ঘাট নির্মান/ উন্নয়ন	৮০.০০	০.০০	২৭.৫০	২৯.৫০	২৩.০০	০.০০	৮০.০০	৮০.০০	
	উপ-মোট (১)=	**৯২৭৮.৭৪**	**৬২১৮.৩৪**	**১৯৭১.১২**	**১৩৭০.০৮**	**৬৪৮.৪১**	**৫২০.৭৯**	**১০৭২৮.৭৪**	**১০৭২৮.৭৪**	
২.ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১।রাস্তার পাশ্ববর্তী ড্রেন নির্মন/ পুন নির্মান	**৯৬৮৬.০৪**	-	৪১২৫.০০	২৩৭৫.০০	২০৩১.০০	১১৫৫.০৪	**৯৬৮৬.০৪**	**৯৬৮৬.০৪**	
	২। ড্রেনের আউটফল নির্মান	**১৮০.০০**	-	-	-	১৮০.০০	-	**১৮০.০০**	**১৮০.০০**	
	৩।ড্রেনের আউটফল পূনঃখনন(মাটির)	**৭০.০০**	-	-	-	৭০.০০	-	**৭০.০০**	**৭০.০০**	
	উপ-মোট (২)=	**৯৯৩৬.০৪**	**-**	**৪১২৫.০০**	**২৩৭৫.০০**	**২২৮১.০০**	**১১৫৫.০৪**	**৯৯৩৬.০৪**	**৯৯৩৬.০৪**	

ক) সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস্য		
			২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুদান)	মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২				
৩.পৌর আবর্জনা ও বর্জ্যদ্রব্য ব্যাবস্থাপনার উন্নয়ন	১। ট্রান্সফার ষ্টেশন নির্মান	১২০.০০	-	৬০.০০	৬০.০০	-	-	১২০.০০	১২০.০০		
	২।বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পিপিপি চুক্তি	৮০.০০	-	৮০.০০	-	-	-	৮০.০০	৮০.০০		
	৩।ময়লা ফেলার জায়গার উন্নয়ন	৩০০.০০	-	৬০.০০	১৪০	১০০	-	৩০০.০০	৩০০.০০		
	৪।সিডিএম্ উন্নয়ন	১০০০.০০	-	৫০০	৫০০	-	-	১০০০.০০	১০০০.০০		
	৫।হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫০০.০০	-	-	৫০০	-	-	৫০০.০০	৫০০.০০		
	উপ-মোট (৩)=	**২০০০.০০**	**-**	**৭০০**	**১২০০**	**১০০**	**০.০০**	**২০০০.০০**	**২০০০.০০**		

ক) সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস্য		
			২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুদান)	মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২				
৪. পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১। উৎপাদক নলকূপ	৬৯.০০			২৩.০০	২৩.০০	২৩.০০	৬৯.০০	৬৯.০০		
	১। ট্রিটমেন্ট পান্ট	২০৭.০০		৫১.৭৫	১০৩.৫০	৫১.৭৫		২০৭.০০	২০৭.০০		
	৩।সুউচ্চ জলাধার	২০৭.০০			১০৩.৫০	৬৯.০০	৩৪.৫০	২০৭.০০	২০৭.০০		
	৪।পানি সরবরাহ লাইনের সম্প্রসারণ	১৪৪.৯০			৯৬.৬০	৪৮.৩০		১৪৪.৯০	১৪৪.৯০		
	৫।অগভীর নলকূপ (আর্সেনিকমুক্ত)	২০.৭০		১০.৩৫	১০.৩৫			২০.৭০	২০.৭০		
	৬। পানির স্টান্ড পাইপ	৬.৯০	৬.৯০					৬.৯০	৬.৯০		
	৭। পানির মিটার সবরবাহ	**৩৪.৫০**			**১৭.২৫**	**১৭.২৫**		**৩৪.৫০**	**৩৪.৫০**		
	্উপ-মোট(৪)	**৬৯০.০০**	**৬.৯০**	**৬২.১০**	**৩৫৪.২০**	**২০৯.৩০**	**৫৭.৫০**	**৬৯০.০০**	**৬৯০.০০**		

ক) সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস্য		
			২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুদান)	মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২				
৫. স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১। টুইন পিট ল্যাট্রিন	-	-	-	-	-	-	-	-		
	১। সিংগেল পিট ল্যাট্রিন	-	-	-	-	-	-	-	-		
	৩। পাবলিক লেট্রিন	১২০	৩০	৩০	৩০	৩০		১২০	১২০		
	৪। ওয়াশ ষ্টেশন	৪০	১০	১০	১০	১০		৪০	৪০		
	উপ-মোট(৫)	**১৬০**	**৪০**	**৪০**	**৪০**	**৪০**		**১৬০**	**১৬০**		

ক) সেক্টরঃ ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস্য		
			২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুদান)	মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২				
৬. পৌর-সুবিধাদি	১।পার্কিং এলাকার উন্নয়ন	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-		
	২।কাঁচা বাজার নির্মান	১৫০.০০	৩০.০০	৬০.০০	৩০.০০	৩০.০০	-	১৫০.০০	১৫০.০০		
	৩।পশু জবাইখানা নির্মান	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	-	১০০.০০	১০০.০০		
	৪।মার্কেট নির্মান	৮০০০.০০	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০	-	৮০০০.০০	৮০০০.০০		
	৫।পৌর ল্যান্ড স্কেপিং	১২০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	-	১২০.০০	১২০.০০		
	৬।গোরস্থান/শ্মশান ঘাটের উন্নয়ন	৭০.০০	২০.০০	২০.০০	১৫.০০	১৫.০০	-	৭০.০০	৭০.০০		
	৭।পৌর পার্ক নির্মান	২৪০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	-	২৪০.০০	২৪০.০০		
	৮।পুকুর ও জলাশয়ের উন্নয়ন	১৭৫.০০	২৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	-	১৭৫.০০	১৭৫.০০		
	উপ-মোট (৬)=	**৮৮৫৫**	**২২১০**	**২২৬৫**	**২২৩০**	**২২৩০**	**-**	**৮৮৫৫**	৮৮৫৫		
	মোট (১+২+ ..৬)=	**৩০৯১৯.৭৮**	**৮৪৭৫.২৪**	**৮৫৬৩.২২**	**৬৮৬৯.২৮**	**৫৩৫৮.৭১**	**১৭৩৩.৩৩**	**৩২৩৬৯.৭৮**	**৩২৩৬৯.৭৮**		

খ) সেক্টরঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস্য		
			২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুদান)	মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২				
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১।দারিদ্র হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম	১৬৩৬.৫২	৩২৭.৩০	৩২৭.৩০	৩২৭.৩০	৩২৭.৩০	৩২৭.৩০	১৬৩৬.৫২	১৬৩৬.৫২		
	২। জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম	৩৬৫.৭১	৭৩.১৪	৭৩.১৪	৭৩.১৪	৭৩.১৪	৭৩.১৪	৩৬৫.৭১	৩৬৫.৭১		
	উপ-মোট (খ)=	২০০২.২৩	৪০০.৪৪	৪০০.৪৪	৪০০.৪৪	৪০০.৪৪	৪০০.৪৪	২০০২.২৩	২০০২.২৩		

গ) সেক্টরঃ নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস্য		
			২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুদান)	মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২				
নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১০০	১০	৪০	২০	১৫	১৫	১০০	১০০		
	উপ-মোট (গ)=	**১০০**	**১০**	**৪০**	**২০**	**১৫**	**১৫**	**১০০**	**১০০**		

সার-সংক্ষেপ

সর্বমোট প্রত্যাশিত বরাদ্দ (ক+খ+গ) =	৩৩০২২.০১	৮৮৮৫.৬৮	৯০০৩.৬৬	৭২৮৯.৭২	৫৭৭৪.১৫	২১৪৮.৭৭	৩৩০২২.০১	৩৩০২২.০১		
বছর ভিত্তিক বরাদের শতকরা হার (%)		২১.৮২%	২৮.১৭%	৩১.৬৪%	১৩.৯১%	৪.৪৫%	১০০%	১০০%		
ফেস ভিত্তিক মোট বরাদ্দ		১৮৪৮৯.৩৪		১৬০৬২.৬৪						
ফেস ভিত্তিক বরাদের শতকরা হার (%)		৫৩.০০%		৪৭.০০%						

ক) পৌরসভার সেক্টর, খাত ও উপখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা (ইউজিআইআইপি-৩ তহবিল)

পৌরসভার নাম ঃ ফরিদপুর পৌরসভা, সেক্টর ঃ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদান

মোট অর্থের পরিমান ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প টাকা = লক্ষ

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১। শহর বেড়ীবাধ সড়কের চুনাঘাটা ব্রিজ হতে কবি জসিমউদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭,৮	১৩৭.৫৬	৫০	৮৭.৫৬				১৩৭.৫৬			১৩৭.৫৬				
	২। পলিটেকনিক রাস্তা বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন।ওয়ার্ড নং- ৬	১০০.৯৪	৭০	৩০.৯৪				১০০.৯৪			১০০.৯৪				
	৩। আলীপুর বাদামতলী ব্রিজ হইতে শ্যামলী মোর পর্যন্ত রাস্তা বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪	২৬৫.৩৫	১০০	১৬৫.৩৫				২৬৫.৩৫			২৬৫.৩৫				
	৪। ওয়ারলেস পাড়া রাস্তা বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ২	৪২.৯১	২০	২২.৯১				৪২.৯১			৪২.৯১				
	৫। ঝিলটুলী বদিউজ্জামান মোল্লা রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪	৭৩.৩২	৫০	২৩.৩২				৭৩.৩২			৭৩.৩২				
	৬। সড়ক ও জনপথ অফিস হতে চর কমলাপুর কুমার নদী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি দ্বারা উন্নয়ন । ওয়ার্ড নং- ৫	৬৯.৫৫	১০	৫৯.৫৫				৬৯.৫৫			৬৯.৫৫				
	৭। পূর্ব খাবাসপুর শান্তি বাগ রোড, অম্বিকা রোড হতে খানবাড়ী মসজিদ পর্যন্ত বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪	৭৩.০১	৫০	২৩.০১				৭৩.০১			৭৩.০১				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৮। সড়ক ও জনপথ হতে পশ্চিম খবাসপুর মাঝিপাড়া সংলগ্ন রাস্তা আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন।ওয়ার্ড নং- ৩	৫৮.৬৯	২০	৩৮.৬৯				৫৮.৬৯			৫৮.৬৯				
	৯। গুহুলক্ষিপুর আলামিন রোড় আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	১০২.২৭	৭০	৩২.২৭				১০২.২৭			১০২.২৭				
	১০। আব্দুল্লাহ জহির উদ্দিন রোড আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৫	৩৮.৭১	২০	১৮.৭১				৩৮.৭১			৩৮.৭১				
	১১। আলীপুর বেপারী পাড়া রোড হইতে অম্বিকাপুর রোড জসিম ব্যাংকার এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	৬২.৬৫	২০	৪০.৬৫				৬২.৬৫			৬২.৬৫				
	১২। ভাটিলক্ষীপুর ফরিকবাড়ী রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	৩৯.৬৫	২০	১৯.৬৫				৩৯.৬৫			৩৯.৬৫				
	১৩। গোয়ালচামট মোল্লাবাড়ী রাস্তা সড়ক ও জনপথ হতে আঙ্গীনা খাল পর্যন্ত বিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ২,৩	১০১.২		৭০	৩১			১০১.২			১০১.২				
	১৪। গোয়ালচামট শিশুপার্কের পাশের রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	১৮.২২	১০	৮.২২				১৮.২২			১৮.২২				
	১৫। মাওলানা আব্দুল আলী রোড বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৩	১১৩.২	৫০	৬৩.২				১১৩.২			১১৩.২				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৬। টেপাখোলা বিশ্বাসপাড়া রোড পলেটেকনিক হতে সৌদি মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৬	৬৬.৮৯	৩০	৩৬.৮৯				৬৬.৮৯			৬৬.৮৯				
	১৭। মধ্য আলীপুর রোড প্রশস্তকরণসহ বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	৪১.২৫	২০	২১.২৫				৪১.২৫			৪১.২৫				
	১৮। খলিল মন্ডল রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।ওয়ার্ড নং- ৮	৭২.৪৬		৫০	২২			৭২.৪৬			৭২.৪৬				
	১৯। আলীপুর গোডাউন রোড প্রশস্তকরণ সহ বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	৬৬.৮৯	৩০	৩৬.৮৯				৬৬.৮৯			৬৬.৮৯				
	২০। গোয়ালচামট ২ নং রোড় বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৮১.২১	৪০	৪১.২১				৮১.২১			৮১.২১				
	২১। কবি জসিমউদ্দিন রোড আলীপুর কবরস্থান হতে কবি জসিমউদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত বিসি দ্বারা উন্নয়ন।ওয়ার্ড নং- ৭	১২৪.৭৫	৭০	৭৪.৭৫				১২৪.৭৫			১২৪.৭৫				
	২২। তকি মোল্লা রোড প্রশস্তকরণ সহ আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং-৮	১৪৭.৭৮	৭০	৭৪.৭৮				১৪৭.৭৮			১৪৭.৭৮				
	২৩। গোয়ালচামট হাউজ স্ট্রেট রোড বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৫৪.৫৮		৫৪.৫৮				৫৪.৫৮			৫৪.৫৮				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	২৪। তারার মেলা রোড ফরিদশাহ হতে আলীমুজ্জামান রোড পর্যন্ত বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৫	৩০.৮৯	২০.০০	১০.৮৯				৩০.৮৯			৩০.৮৯				
	২৫। আলীপুর বাহাদুর কিন্ডার গার্ডেন রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	৪১.৮৮	২০.০০	২১.৮৮				৪১.৮৮			৪১.৮৮				
	২৬। আলীপুর ৪নং লেন আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	২৩.৫৮	১০.০০	১৩.৫৮				২৩.৫৮			২৩.৫৮				
	২৭। চন্দ্রকান্ত রোড সড়ক ও জনপথ হতে শাহসাহে এর মাজার আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ২	২৪.৩৬	১৫.০০	৯.৩৬				২৪.৩৬			২৪.৩৬				
	২৮। গোয়ালচামট ১নং সড়ক ও জনপথ হতে বাবড়ী মসজিদ বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৩৯.৮১		২০	১৯.৮১			৩৯.৮১			৩৯.৮১				
	২৯। রঘুনন্দনপুর কবরস্থান রোড মহাবিদ্যালয় রোড হতে আর্মি ক্যাম্প ওয়াল পর্যন্ত বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৩৪.০৩	১৫.০০	১৯.০৩				৩৪.০৩			৩৪.০৩				
	৩০। খলিল মন্ডল রোড হতে বেড়ীবাধ পর্যন্ত ভায়া দারুউল্লাহ মসজিদ আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	৮৭.৬৩	৪০.০০	৪৭.৬৩				৮৭.৬৩			৮৭.৬৩				
	৩১। চুনাঘাটা রাস্তা হতে ভাটিলক্ষীপুর উত্তর পাড়া মসজদি পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	৮৯.১০		৪০.০০	৪৯.১০			৮৯.১০			৮৯.১০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৩২। গোয়ালচামট খোদাবক্স রোড সড়ক ও জনপথ হতে মসজিদ পর্যন্ত বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন।ওয়ার্ড নং- ১	১১৫.৬২	৭৫.০০	৪০.৬২				১১৫.৬২			১১৫.৬২				
	৩৩। এ আর বাকাউল রোড, ফরিদশাহ রোড হতে অম্বিকা রোড পর্যন্ত ভায়া অম্বিকা হল আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪,৫	৮৯.১৩	৪০.০০	৪৯.১৩				৮৯.১৩			৮৯.১৩				
	৩৪। বেড়ীবাধ রোড হতে মাছের খান ভাটা ভায়া মসজিদ আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	৪৪.২৩	২৪.০০	২০.২৩				৪৪.২৩			৪৪.২৩				
	৩৫। পূর্ব খাবাসপুর মেইন রোড অম্বিকা রোড হতে কুমার নদী পর্যন্ত রাস্তা বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪	৪৯.৩১	২০.০০	২৯.৩১				৪৯.৩১			৪৯.৩১				
	৩৬। রঘুনন্দনপুর রোড দ্বিপশিখা স্কুল হতে জাফর খানের বাড়ী পর্যন্ত বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৮৫.২৫	৪০.০০	৪৫.২৫				৮৫.২৫			৮৫.২৫				
	৩৭। বায়তুল আমান রোড বাইলেন খালেক চেয়ারম্যান বাড়ীর পাশে আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৬	২৫.০৩	১০.০০	১৫.০৩				২৫.০৩			২৫.০৩				
	৩৮। কমলাপুর সরকার পাড়া এবং ফকির পাড়া রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৫	১২১.৯১	১০০	২১.৯১				১২১.৯১			১২১.৯১				
	৩৯। জলকামানসার রোড এ আর বাকাউল রোড হতে অম্বিকা রোড পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৫	৫৩.৭৭		৩০.০০	২৩.৭৭			৫৩.৭৭			৫৩.৭৭				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৪০। আলীপুর রওশন খান রোড জসিমউদ্দিন রোড হতে নাছির খান দুলালের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।ওয়ার্ড নং- ৮	৪৬.০৭		২৬.০০	২০.০৭			৪৬.০৭			৪৬.০৭				
	৪১। ফরিদশাহ সড়ক চৌরঙ্গী মসজিদ হতে থানা পাড়া পর্যন্ত বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪	১৮.২৬		১৮.২৬				১৮.২৬			১৮.২৬				
	৪২। টেপাখোলা লেকপাড় হতে চান মিয়া বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	২৪.৩৮		২০	৪.৩৮			২৪.৩৮			২৪.৩৮				
	৪৩। কবি জসিমউদ্দিন রোড হতে বেপারী বাড়ী রোড পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	৪৫.৬১		২০	২৫.৬১			৪৫.৬১			৪৫.৬১				
	৪৪। রঘুনন্দনপুর মহিলা মাদ্রাসা রোড মহাবিদ্যালয় রোড হতে মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৬৯.১৬		৫০	১৯.১৬			৬৯.১৬			৬৯.১৬				
	৪৫। আছির উদ্দিন রোড় বাইলেন আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৩	১৩.০৮		১৩.০৮				১৩.০৮			১৩.০৮				
	৪৬। কমলাপুর সর্ট রোড হালিমা পুকুর হতে গোপালপুর মেইন রোড পর্যন্ত ভায়া আলীমুজ্জামান এবং মিলার এর বাড়ী পর্যন্ত বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং-৫	১২১.৫১		১০০	২১.৫১			১২১.৫১			১২১.৫১				
	৪৭। দক্ষিন ঝিলটুলী রোড অম্বিকা রোড হতে সেলিম চেয়ারম্যান এবং আব্দুল কাদের জিলানী মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪	১০৩.০৪		৭০	৩৩.০৪			১০৩.০৪			১০৩.০৪				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৪৮। গোয়ালচামট মহাবিদ্যালয় রোড সড়ক ও জনপথ হতে রঘুনন্দনপুর রোড পর্যন্ত বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৫১.১৮		৪০	১১.১৮			৫১.১৮			৫১.১৮				
	৪৯। ডাঃ মোতাহার হোসেন রোড হতে বিল মোহাম্মদপুর পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৫	৬৪.৬৪		৫০	১৪.৬৪			৬৪.৬৪			৬৪.৬৪				
	৫০। ছাপড়া মসজিদ হতে কবি জসিমউদ্দিন রোড পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	১২.৭৮		১২.৭৮				১২.৭৮			১২.৭৮				
	৫১। ওয়ারলেস পাড়া মানিক মিয়ার বাড়ীর নিকট রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ২	১০.৫০			১০.৫০						১০.৫০				
	৫২। টিটিসি ওয়াল হতে শহর বাইপাস রোড পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ১	৬২		৪০.০০	২২			৬২			৬২				
	৫৩। গুহুলক্ষীপুর পালপাড়া রোড বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	৪.৫০		৪.৫০							৪.৫০				
	৫৪। ভাটিলক্ষীপুর শহর বাদ হতে মসজিদ পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	৫.০০					৫.০০	৫.০০							
	৫৫। আলীপুর বেপাড়ী বাড়ী রোড কবি জসিমউদ্দিন রোড হতে জসিমউদ্দিন রোড পর্যন্ত ভায়া টিএ মোল্লার বাড়ী বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	৫০.১৭	৩০.০০	২০.১৭				৫০.১৭			৫০.১৭				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৫৬। আছির উদ্দিন রোড হতে জাকারিয়ার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৩	৪০			৪০			৪০			৪০				
	৫৭। কাজী মোতাহার হোসেন রোড হতে আলেপের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৫	২২.৪৭		২২.৪৭				২২.৪৭			২২.৪৭				
	৫৮। আলীপুর বাদামতলী রোড হতে বাপ্পীবাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	১১.৮৩	৫	৬.৮৩				১১.৮৩			১১.৮৩				
	৫৯। বাইতুর রহমান মসজিদ হতে পশ্চিম খাবাসপুর পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৩	৪৫.০০			২০.০০	২৫.০০					৪৫.০০				
	৬০। ভাটিলক্ষিপুর মেজর তোফায়েল রোড হতে ইউনুস এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	৩৯.৬৪		৩০.০০	৯.৬৪			৩৯.৬৪			৩৯.৬৪				
	৬১। আলীপুর রোড হতে ভিপি সেলিমের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	১৭.২৭	১৭.২৭					১৭.২৭			১৭.২৭				
	৬২। ইমাম মিয়া রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	২৩.৬১		২৩.৬১				২৩.৬১			২৩.৬১				
	৬৩। রিয়াজ উদ্দিন রোড সড়ক ও জনপথ হতে ড্রেন পর্যন্ত বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৩	৭৯.৭৮		৫০.০০	৩৯.৭৮			৭৯.৭৮			৭৯.৭৮				
	৬৪। টেপাখোলা লেক হতে ফরিদাবাধ পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	২৬.৬৮		১৬.০০	১০.৬৮			২৬.৬৮			২৬.৬৮				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৬৫। গুহুলক্ষীপুর ধোপা পাড়া রোড বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	২০.০০			১০.০০	১০.০০		২০.০০			২০.০০				
	৬৬। ভাটিক্ষীপুর ইয়াছিন সড়ক-৩ শারেং বাড়ী সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	১১০.০০			৭৫.০০	৩৫.০০		১১০.০০			১১০.০০				
	৬৭। হারোকান্দি রোড হতে খাল পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৩	১৫.০০			১০.০০	৫.০০		১৫.০০			১৫.০০				
	৬৮। গুহুলক্ষীপুর উত্তর পাড়া রোড তকিমোল্লা মসজিদ হতে আদমপুর ক্রস রোড পর্যন্ত বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	৬০.০০			৩০.০০	৩০.০০		৬০.০০			৬০.০০				
	৬৯। কমলাপুর মৃধা বাড়ী রোড, আলীমুজ্জামন হতে ড. মোতাহার হোসন রোড পর্যন্ত বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৫	৭৫.৫৮	৩০.০০	৪৫.৫৮				৭৫.৫৮			৭৫.৫৮				
	৭০। গোপালপুর সর্ট রোড হতে আওয়াল ইঞ্জিঃ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সাথে গাইড ওয়াল ভায়া মতিন প্রফেসার এর বাড়ী আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন । ওয়ার্ড নং- ৫	১৫.০০			১০.০০	৫.০০		১৫.০০			১৫.০০				
	৭১। আলীপুর দারুল উল্লাহ মসজিদ রোড বিটুমিনাস দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৮	৩০.০০			১৫.০০	১৫.০০		৩০.০০			৩০.০০				
	৭২। খোরশেদ ভুইয়ার বাড়ী হতে মোলা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ২	১০.০০			১০.০০			১০.০০			১০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৭৩। ওয়ারলেস পাড়া মোল্লা পাড়া সড়ক হইতে মজিবর মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ২	৫.০০						৫.০০	৫.০০						
	৭৪ গোয়ালচামট বিহারী কলোনী মেইন রোড কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ২	৫.০০			৫.০০			৫.০০	৫.০০						
	৭৫। শ্রী অংঙ্গণ দক্ষিণ পলি মন্দির হইতে পিয়ারা খানের বাড়ী পর্যন্ত এবং বিহারী কলোনী সড়ক হইতে বেবীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ২	১০.০০			১০.০০			১০.০০			১০.০০				
	৭৬। মোলাবাড়ী সড়ক হইতে সালাম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ২	৮.০০			৮.০০			৮.০০			৮.০০				
	৭৭। আঙ্গিনা পল্লী রোড। ওয়ার্ড নং- ২	৫.৩০			৫.৩০			৫.৩০	৫.৩০						
	৭৮। আছিরউদ্দিন সড়ক প্রসস্ত করণ কাজ। ওয়ার্ড নং- ৩	৭০.০০			৩৫.০০	৩৫.০০		৭০.০০			৭০.০০				
	৭৯। মিয়াপাড়া সড়ক হইতে নজির মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৩	১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০				
	৮০। দঃ ফরিদপুর রোড উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৩	২০.০০			২০.০০			২০.০০			২০.০০				
	৮১। পূর্ব খাবাসপুর বাড়ী জামালের বাড়ী হতে দঃ ঝিলটুলী রোড পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৪	১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৮২। ডাঃ ননী গোপাল এর বাড়ীর মোড় হইতে অম্বিকা মেমোরিয়াল হলের মোড় পর্যন্ত সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	৩৫.০০			৩৫.০০			৩৫.০০			৩৫.০০				
	৮৩। অম্বিকা সড়ক উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৪	১১০.০০				৫০.০০	৬০.০০	১১০.০০			১১০.০০				
	৮৪। মসজিদ বাড়ি সড়ক। ওয়ার্ড নং- ৪	৩৫.০০				২০.০০	১৫.০০	৩৫.০০			৩৫.০০				
	৮৫। ব্রাম্মসমাজ রোড প্রশস্তকরণসহ উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	৩০.০০					৩০.০০	৩০.০০			৩০.০০				
	৮৬। শাহাজালাল সড়ক উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৬	৪০.০০					৪০.০০	৪০.০০			৪০.০০				
	৮৭। কারীকর পাড়া সড়ক উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৬	৩৫.০০				৩৫.০০		৩৫.০০			৩৫.০০				
	৮৮। বানিয়া পাড়া রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৬	৮০.০০				৮০.০০		৮০.০০			৮০.০০				
	৮৯। হরিসভা সড়ক ভায়া ঠাকুর বাড়ী সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২৫.০০			২৫.০০			২৫.০০			২৫.০০				
	৯০। পালোয়ান বাড়ী সড়ক উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৬	২৭.০০			২৭.০০			২৭.০০			২৭.০০				
	৯১। আলীপুর বন্নিক বাড়ী সড়ক উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	১৫০.০০			১০০.০০	৫০.০০		১৫০.০০			১৫০.০০				
	৯২। আলীপুর খলিল মন্ডল সড়ক (জিন্নাহ খানের দোকান হইতে বেড়ী বাধ পর্যন্ত) পূণঃ নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৮	৩০.০০					৩০.০০	৩০.০০			৩০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	৯৩। গুহ লক্ষীপুর ধোপাবাড়ী সড়ক (লিংক রোড সহ) উন্নয়ন । ওয়ার্ড নং- ৮	২০.০০					২০.০০	২০.০০			২০.০০				
	৯৪। গুহলক্ষীপুর উত্তর পাড়া রাস্তা সি.সি দ্বারা মেরামত কাজ। ওয়ার্ড নং- ৮	৭৫.০০			৭৫.০০			৭৫.০০			৭৫.০০				
	৯৫। বাবর আলীর বাড়ী হতে নদীর পাড় মালা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	৫০.০০				৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০				
	৯৬। মাষ্টার কলোনী লোকমান মাষ্টারের বাড়ী হইতে জিলুর বাড়ী হইয়া বাসার সাহেবের বাড়ীর পিছন পর্যন্ত এইচ,বি,বি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	৬৫.০০				৬৫.০০		৬৫.০০			৬৫.০০				
	৯৭। ইয়াসিন সড়ক হইতে বি,এ,ডি,সি গোডাউনের উত্তর পাশ দিয়ে এমদাদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	১০.০০				১০.০০		১০.০০			১০.০০				
	৯৮। মেজর তোফায়েল রোড উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৯	২৫০.০০		১০০.০০	১৫০.০০			২৫০.০০			২৫০.০০				
	৯৯। কমলাপুর শুকপাক সড়ক হইত মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	৩৫.০০		৩৫.০০				৩৫.০০			৩৫.০০				
	১০০। ডাঃ মোতাহার হোসেন রোড হইতে পুকুর পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	৭০.০০			৭০.০০			৭০.০০			৭০.০০				

খাত	উপখাতে ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১০১। টেপাখোলা বেরিবাধ হইতে রাজ্জাক এর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রোড নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৬	৩০.০০			৩০.০০			৩০.০০			৩০.০০				
	১০২। মাওলানা আব্দুল আলী রোড হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত আরসিসি রোড নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৩	৪৭.০০			৪৭.০০			৪৭.০০			৪৭.০০				
	১০৩। ডাঃ মোতাহার হোসেন রোড হইতে ফকির পাড়া রোড পর্যন্ত আরসিসি নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	২৫.০০			২৫.০০			২৫.০০			২৫.০০				
	১০৪। ভাটিলক্ষীপুর মাষ্টার পাড়া রোড মেরামত কাজ। ওয়ার্ড নং- ৯	৩৩.০০			৩৩.০০			৩৩.০০			৩৩.০০				
	১০৫। লেকপাড় আলোর মেলা রোড আরসিসি করণ কাজ। ওয়ার্ড নং- ৯	১০.০০					১০.০০	১০.০০			১০.০০				
	১০৬। ভাটিলক্ষীপুর নুরু ফকির রোড আরসিসি নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৯	৪৭.০০			৪৭.০০			৪৭.০০			৪৭.০০				
	১০৭। লাহেড়ী পাড়া রোড আরসিসি নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ২	৫৭.০০			৫৭.০০			৫৭.০০			৫৭.০০				
	১০৮। শহিদ ছালাম সড়ক হতে মুন্নাফ এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রোড নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	৪৭.০০			৪৭.০০			৪৭.০০			৪৭.০০				
	১০৯। মোল্লা বাড়ি রোড হইতে সাইদুর এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রোড নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	২০.০০			২০.০০			২০.০০			২০.০০				

খাত	উপখাতে ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১১০। মোল্লা বাড়ী রোড হইতে ওমর ম্যানেজার এর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রোড নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	১০.০০			১০.০০			১০.০০			১০.০০				
	১১১। আঙ্গিনা দক্ষিন পল্লী রোড হইতে ম্যানেজার এর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রোড নির্মাণ কাজ। ওয়ার্ড নং- ২	১২.০০			১২.০০			১২.০০			১২.০০				
	১১২। আলীপুর গোরস্থান রোড। ওয়ার্ড নং- ৭	১০.০০			১০.০০			১০.০০			১০.০০				
	১১৩। আলীপুর গোরসথান এর দক্ষিন পাশের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	১৫.০০				১৫.০০		১৫.০০			১৫.০০				
	১১৪। আলীপুর শাপলা সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। ওয়ার্ড নং- ৭	১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০				
	১১৫। আলীপুর রোড নং-১। ওয়ার্ড নং- ৮	৪৫.০০				৪৫.০০		৪৫.০০			৪৫.০০				
	১১৬। প্রামানিক পাড়া মসজিদ রোড। ওয়ার্ড নং- ৮	২০.০০			২০.০০			২০.০০			২০.০০				
	১১৭। গুহ্লক্ষীপুর উত্তর পাড়া রোড নং-২।	১৫.০০			১০.০০	৫.০০		১৫.০০			১৫.০০				
	১১৮। কবি জসিমউদ্দীন রাস্তার সামসুদ্দীন মাষ্টারের বাড়ী হতে লিয়াকত এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।	৫১.০০				৫১.০০		৫১.০০			৫১.০০				
	১১৯। বনিক বাড়ী রাস্তা হতে বেদে পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।	৩৫.৩৬				৩৫.৬০		৩৫.৩৬			৩৫.৩৬				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১২০। গুহুলক্ষীপুর কান্দুর বাড়ী হইতে গুহুলক্ষীপুর জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৮	৫১.০০			৫১.০০			৫১			৫১				
	১২১। কমলাপুর সহিদ ছালাম রোড উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ৫	৩৫.৬০				৩৫.৬০		৩৫.৬			৩৫.৬				
	১২২। টিটিসি রোড উন্নয়ন কাজ। ওয়ার্ড নং- ১	৪০.৬				৪০.৬০		৪০.৬			৪০.৬				
	১২৩। আলীপুর বাদামতলী রোড। ওয়ার্ড নং- ৭	৫০.৩			৫০			৫০.৩			৫০.৩				
	১২৪। আজিম ব্যাংকার এর বাড়ী হইতে মুক্তি যোদ্ধা সরোয়ার বাড়ী হয়ে ব্যাপারী বাড়ী রোড সিসি রাস্তা নির্মান। ৭০০ মিটার	৫০.০০				২৫.০০	২৫.০০				৫০.০০				
	১২৫। কামরুল বাড়ী হইতে সোরহার তশিলদার বাড়ী।	১০.০০				১০.০০		১০.০০							
	১২৬। রহমান এর বাড়ী খন্দকার লজও জবিনমউদ্দীন সড়ক সিসি রাস্তা নির্মান।	১২.০০				১২.০০		১২.০০							
	১২৭। সোলিং রাকিবের বাড়ী হইত মানিক ডাক্তার এর বড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।	৮.০০				৮.০০		৮.০০							
	১২৮। গোয়ালচামট ১নং রোড হতে মাছুদ এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	২.০৮		২.০৮				২.০৮	২.০৮						

খাত	উপখাতে ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১২৯। টিটিসি ওয়াল হতে হান্নান মন্ডল এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	২.৬৩		২.৬৩				২.৬৩	২.৬৩						
	১৩০। টিটিসি রোডে মসজিদ হতে গৌর এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৫৯		১.৫৯				১.৫৯	১.৫৯						
	১৩১। গোয়ালচামট হানা মন্ডল এর বাড়ী হতে মহন খান এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ	৪.১০		৪.১০				৪.১০	৪.১০						
	১৩২। গোয়ালচামট খোদাবক্স রোডে বায়তুর রহমান মসজিদ হতে আঙ্গিনা খাল পর্যন্ত (হার খা) সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	২.৪৬		২.৪৬				২.৪৬	২.৪৬						
	১৩৩। গোয়ালচামট হেলিপোর্ট ঈদগাহ মাঠ সিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	১৭.৯৫		১৭.৯৫				১৭.৯৫	১৭.৯৫						
	১৩৪। গোয়ালচামট ১নং রোড ছিদ্দিক এর বাড়ী হতে মহিবুল্লাহ এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তার কাজ।	২.৯১			২.৯১			২.৯১	২.৯১						
	১৩৫। গোয়ালচামট ১নং রোডে মহিবুল্লার বাড়ী হতে আল জোবায়দা মসজিদ বিএফএস রাস্তা কাজ।	১.৪৬		১.৪৬				১.৪৬	১.৪৬						
	১৩৬। গোয়ালচামট ২নং রোড হতে বায়তুল জান্নাহ মসজিদ র্পন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	১.২২			১.২২			১.২২	১.২২						
	১৩৭। গোয়ালচামট খোদাবক্স ক্রস রোড হতে বায়তুল আতিক (মানিক) মসজিদ পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৪.৮৩	৪.৮৩					৪.৮৩	৪.৮৩						

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৩৮। রঘুনন্দনপুর জাফর খান এর বাড়ী হতে গোরস্থান রোড পর্যন্ত রাস্তা বিএফএস দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	৭.২৬	৭.২৬					৭.২৬	৭.২৬						
	১৩৯। গোয়ালচামট আঙ্গীনা দক্ষিন পল্লী ঘাটলা হতে ৫নং গলি পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ।	৫.৩৪		৫.৩৪				৫.৩৪	৫.৩৪						
	১৪০। গোয়ালচামট আঙ্গীনা দক্ষিন পল্লী ৫নং রোড হতে জাহানারা মসজিদ পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ।	৫.৬২		৫.৬২				৫.৬২	৫.৬২						
	১৪১। পশ্চিম খাবাসপুর আছিরউদ্দিন রোড হতে মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৮৪		১.৮৪				১.৮৪	১.৮৪						
	১৪২। পশ্চিম খাবাসপুর ইদ্রিস তালুকদার এর বাড়ী হতে আসাদ এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রোড নির্মান কাজ।	.৮২		.৮২				.৮২	.৮২						
	১৪৩। গোয়ালচামট মোল্লাবাড়ী রোড হতে ইউনুছ এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৬৫	১.৬৫					১.৬৫	১.৬৫						
	১৪৪। গোয়ালচামট মিয়া পাড়া ক্রস রোড হতে বাদসার বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৮৪		১.৮৪				১.৮৪	১.৮৪						
	১৪৫। হারুকান্দি বায়তুন নাজাত মসজিদ (ফারুক) হতে জালাল এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান	২.০৬	২.০৬					২.০৬	২.০৬						

	১৪৬। পশ্চিম খাবাসপুর বায়তুর রহমান মসজিদ হতে আলাল পুলিশ এর বাড়ঞী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৩৭		১.৩৭				১.৩৭	১.৩৭						

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৪৭। হারুকান্দি আলাল পুলিশ এর বাড়ী হতে খাল হুমায়ন এর পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৬.৪৭		৬.৪৭				৬.৪৭	৬.৪৭						
	১৪৮। গোয়ালচামট মোল্লা বাড়ী রোড হতে রাজ্জাক মাতাব্বর এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৩.১৭		৩.১৭				৩.১৭	৩.১৭						
	১৪৯। পম্চিম খাবাসপুর আমির আলী রোড হতে (গনি) হাবিব মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত সিসি রোড ও ড্রেন নির্মান কাজ।	৬.০০		৬.০০				৬.০০	৬.০০						
	১৫০। পশ্চিম কাবাসপুর রিয়াজউদ্দিন রোড নুরুল ইসলাম খান এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৪৮		১.৪৮				১.৪৮	১.৪৮						
	১৫১। পশ্চিম খাবাসপুর আমির আলী রোড হতে হাফিজ মাষ্টার এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তার কাজ।	৩.৯২		৩.৯২				৩.৯২	৩.৯২						
	১৫২। পূর্ব খাবাসপুর ঈদগাহ মাঠ সিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	৭.০০			৭.০০			৭.০০	৭.০০						
	১৫৩। পূর্বখাবাসপুর মেইন রোড হতে লতিফ এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৫.৭৫		৫.৭৫				৫.৭৫	৫.৭৫						
	১৫৪। দঃ ঝিলটুলী রোড হতে মাওলানা আবউল কাশেম এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তার কাজ।	২.৫০		২.৫০				২.৫০	২.৫০						
	১৫৫। পূর্র খাবাসপুর মেইন রোড হতে (মুজা মিয়া) বাবুল এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৩.০০			৩.০০			৩.০০	৩.০০						

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৫৬। ঝিলটুলী উকিল পাড়া রোড হতে এসি ল্যান্ড অফিস সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	২.০০		২.০০				২.০০	২.০০						
	১৫৭। বায়তুল আমান কাওছার এর বাড়ী হতে চুন্নুর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তার কাজ।	৪.৯০		৪.৯০				৪.৯০	৪.৯০						
	১৫৮। চর কমলাপুর সেলিম চেয়ারম্যান এর নতুন বাড়ী রাস্তা হতে কাজল এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৭৫			১.৭৫			১.৭৫	১.৭৫						
	১৫৯। চরকমলাপুর একতির বাড়ী হতে রেজাউল এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৯০		১.৯০				১.৯০	১.৯০						
	১৬০। কমলাপুর ডঃ মোতাহার হোসেন রোড হতে আল মদিনা ম্যাচ পর্যন্ত সিসি রাস্তা সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৩.০০			৩.০০			৩.০০	৩.০০						
	১৬১। কমলাপুর সহিদ ছালাম রোড হতে মোতালেব এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৫০			১.৫০			১.৫০	১.৫০						
	১৬২। বায়তুল আমান রব এর দোকান হতে শমশের এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৮০		১.৮০				১.৮০	১.৮০						
	১৬৩। কমলাপুর আপার সার্কুলার রোড হতে ডাঃ নজরুল এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান।	১.৫০		১.৫০				১.৫০	১.৫০						

	১৬৪। হরিসভা মহিউদ্দিন চেয়ারম্যান রোড হতে হালিম এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	২.৬০		২.৬০				২.৬০	২.৬০						

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৬৫। হাবেলী গোপালপুর মতিয়ার প্রফেসার এর বাড়ী হতে হাবিবুর রহমান এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।	৩.৫০	৩.৫০					৩.৫০	৩.৫০						
	১৬৬। টেপাখোলা কাহার পাড়া ফারুক এর বাড়ী হতে মোয়াজ্জেম এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।	৫.২০		৫.২০				৫.২০	৫.২০						
	১৬৭। টেপাখোলা কাহার পাড়া নার্সারী হতে রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	৩.৩০			৩.৩০			৩.৩০	৩.৩০						
	১৬৮। টেপাখোলা সাহাজালাল রোড হতে আকরাম এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তার কাজ।	৩.৫০			৩.৫০			৩.৫০	৩.৫০						
	১৬৯। টেপাখোলা কাহার পাড়া জামাল এর বাড়ী হতে মন্টুর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা কাজ।	১.৫০		১.৫০				১.৫০	১.৫০						
	১৭০। টেপাখোলা ইম্বাকমেন্ট রোড হতে মটখোরা মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তার কাজ।	১.৩০		১.৩০				১.৩০	১.৩০						
	১৭১। পশ্চিম আলীপুর বেপারীর বাড়ী রোড হতে ছরোয়ার এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তার কাজ।	২.৮০	২.৮০					২.৮০	২.৮০						
	১৭২। আলীপুর বেপারী বাড়ী রোড হতে কামরুল এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তার কাজ (পশ্চিম	৩.০০		৩.০০				৩.০০	৩.০০						

	আলীপুর)।														
	১৭৩। আলীপুর খোকা পিরের বাড়ীর পুকুরের ঘাটলা নির্মান কাজ।	৪.৫০		৪.৫০				৪.৫০	৪.৫০						

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৭৪। আলপুর গোডাউন রোড হতে বাহাদুর কিন্ডার গার্ডেন পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৬.০০		৬.০০				৬.০০	৬.০০						
	১৭৫।১নং কুঠিবাড়ী পিডাব্লুডি ষ্টাফ কোয়াটার এর পূর্ব পাশে সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৫.৫০	৫.৫০					৫.৫০	৫.৫০						
	১৭৬। অম্বিকাপুর রোড হতে রেল ব্রীজ পর্যন্ত বিএফএস রোড নির্মান কাজ।	২.০০		২.০০				২.০০	২.০০						
	১৭৭। গুহুলক্ষীপুর আল-আমিন রোড হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা নিলু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত সিসি ও ড্রেন নির্মান।	৪.০০		৪.০০				৪.০০	৪.০০						
	১৭৮। গুহুলক্ষীপুর আল-আমিন মসজিদ হতে খাল পর্যন্ত সিসি রাস্তা ও প্রেন নির্মান কাজ।	৫.৫০		৫.৫০				৫.৫০	৫.৫০						
	১৭৯। গুহুলক্ষীপুর তকি মোল্লা রোড হতে রনজিৎ এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৭০		১.৭০				১.৭০	১.৭০						
	১৮০। আলীপুর বাদামতলী রোড ব্রিজ হতে প্রাঃ স্কুল পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ।	৩.৫০	৩.৫০					৩.৫০	৩.৫০						
	১৮১। গুহুলক্ষীপুর তকি মোল্লা রোড হতে আজম খান এর বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ।	৩.২০		৩.২০				৩.২০	৩.২০						

	১৮২। চুনাঘাটা ফজলুল হক এর বাড়ী হতে আংগুর এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা পুনঃ নির্মান কাজ।	২.০০		২.০০				২.০০	২.০০						

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৮৩। উত্তর আলীপুর জলিল এর বাড়ী হতে দলিল উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৫০		১.৫০				১.৫০	১.৫০						
	১৮৪। গুহুলক্ষীপুর তকি মোল্লার রোড হতে বিল্লাল /শামিম এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	২.৩০	২.৩০					২.৩০	২.৩০						
	১৮৫। গুহুলক্ষীপুর তকি মোল্রা রোড ইকবাল এর বাড়ী হতে ইম্বাকমেনট পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ।	২.৫০		২.৫০				২.৫০	২.৫০						
	১৮৬। আলীপুর মনছুর প্রফেসার এর বাড়ী হতে রিপন খান এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	৩.০০		৩.০০				৩.০০	৩.০০						
	১৮৭। গুহুলক্ষীপুর সর্মাপারা রোড কার্পেটিং দ্বারা মেরামত কাজ।	৩.০০		৩.০০				৩.০০	৩.০০						
	১৮৮। গুহুলক্ষীপুর সর্মা পাড়া পুজা মন্দির এর গর্ত মাটি দ্বারা ভরাট কাজ।	১.৮০		১.৮০				১.৮০	১.৮০						
	১৮৯। গুহুলক্ষীপুর পালপাড়া মন্দির হতে দাউদত্ত হাসেম এর বাড়ীর নিকট আরসিসি পাইপ ও ব্রিক ড্রেন নির্মান কাজ।	৩.৮০		৩.৮০		৩.৮০		৩.৮০	৩.৮০						

	১৯০। টেপাখোলা লেইক পার আরসিসি ঘাটলা নির্মান কাজ।	৫.৩০			৫.৩০			৫.৩০	৫.৩০						
	১৯১। আলীপুর বাদামতলী রোড হতে বাপ্পির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	১৪.০০	১৪.০০					১৪.০০	১৪.০০						

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৯২। আলীপুর শওকত আলী রোড হতে বনিক বাড়ী রাস্তা পর্যন্ত রেল লাইনের পাশে মাটির রাস্তা কাজ।	১৫.০০		১৫.০০				১৫.০০	১৫.০০						
	১৯৩। আলীপুর কুটি খানের বাড়ী হতে পলাশের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৩.০০	৩.০০					৩.০০	৩.০০						
	১৯৪। গুহুলক্ষীপুর তকি মোল্লা রোড হতে আল আমিন রোড পর্যন্ত ক্রস রোড কার্পেটিং দ্বারা মেরামত কাজ।	৩.২০	৩.২০					৩.২০	৩.২০						
	১৯৫। আলীপুর খলিল মন্ডল রোড হতে কারী বাবুল বাসার এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।	২.৩০		২.৩০				২.৩০	২.৩০						
	১৯৬। আলীপুর রেল লাইন হতে আনিছ প্রিন্সিপাল এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান কাজ।	৩.০০		৩.০০				৩.০০	৩.০০						
	১৯৭। আলীপুর ইম্বাকমেন্ট হতে বারেক সেক এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	২.৫০		২.৫০				২.৫০	২.৫০						
	১৯৮। আলীপুর সুকুর প্রামানিক এর স্কুল হতে বনিক বাড়ী রোড পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	৬.০০		৬.০০				৬.০০	৬.০০						
	১৯৯। গুহুলক্ষীপুর সেকান্দার এর বাড়ী হতে ইকরাম এর বাড়ী পর্যন্ত বিএফএস রাস্তা নির্মান কাজ।	১.৫০		১.৫০				১.৫০	১.৫০						
	২০০। ভাটিলক্ষীপুর নুরু ফকিররের বাড়ীর নিকট ডগবন্তি রোড হতে সফি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত	১.৫০		১.৫০				১.৫০	১.৫০						

	বিএফএস রাস্তা কাজ।														

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	২০১। ভাটিলক্ষীপুর বাসার মিয়া রোডের ভাংগা সিসি রোড মেরামত কাজ।	৩.৮০	৩.৮০					৩.৮০	৩.৮০						
	২০২। চুনাঘাট ব্রিজ হতে আবুল ভাই এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান কাজ।	৪.০০		৪.০০				৪.০০	৪.০০						
	২০৩। মেজর তোফায়েল রোড উন্নয়ন	৩০.০০													
	২০৪। অম্বিকা সড়কের দুইপাশে পদচারী বান্ধব ও জলবায়ু বান্ধব উন্নয়ন (অন্তর্ভূক্তিমূলক ফুটপাথ উন্নয়ন, সবুজায়ন, সৌরবাতি, বেঞ্চ, সকলশ্রেণীর মানুষের জন্য টয়লেট)।	৬০০.০০		৬০০.০				৬০০.০			৬০০.০০				
	২০৫। ব্রাহ্মসমাজ সড়কের দুইপাশে পদচারী বান্ধব ও জলবায়ু বান্ধব উন্নয়ন (অন্তর্ভূক্তিমূলক ফুটপাথ উন্নয়ন, সবুজায়ন, সৌরবাতি, বেঞ্চ, সকলশ্রেণীর মানুষের জন্য টয়লেট)।	১৫০.০০				১৫০.০		১৫০.০			১৫০.০				

	২০৬। খান বাহাদুর ইসমাইল সড়কের দুইপাশে পদচারী বান্ধব ও জলবায়ু বান্ধব উন্নয়ন (অন্তর্ভূক্তিমূলক ফুটপাথ উন্নয়ন, সবুজায়ন, সৌরবাতি, বেঞ্চ, সকলশ্রেণীর মানুষের জন্য টয়লেট)।	৭০০.০০			৭০০.০			৭০০.০			৭০০.০				
	২০৭। বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকায় ছোট-ছোট কালভার্ট নির্মান (বর্ধিত এলাকা নতুনসহ সুনির্দিষ্ট স্কীমের নাম বাস্তবায়নকালে নির্ধরণ করা হবে)	১৬০.০০		৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১৬০.০০			১৬০.০০				
	হালিমা পুকুর ঘাটলা নির্মান	৭.০০		৭.০০							৭.০০				
	পঃ আলীপুর ছাপড়া মসজিদের নিকট কুমার নদীতে ঘাটলা নির্মান। ১টি	৭.০০		৭.০০							৭.০০				
	গুহলক্ষীপুর ছোবান মোলার বাড়ির নিকট কুমার নদীতে ঘাটলা নির্মান। ১টি	৮.০০				৮.০০					৮.০০				
	পূঃ খাবাসপুর যুবের আলম এর বাড়ির নিকট কুমার নদীতে ঘাটলা নির্মান। ১টি	৮.০০				৮.০০					৮.০০				
	আলীপুর নতুন ব্রীজের নিকট কুমার নদীতে ঘাটলা নির্মান।	৮.০০			৮.০০						৮.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে	অর্থ বৎসর	সম্ভাব্য	অর্থায়নের উৎস	মন্তব্য

		বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
নগর যাতায়াত ও যোগাযোগ	গবিন্দপুর পৌর শ্মশান ঘাটের নিকট কুমার নদীতে ঘাটলা নির্মান।	৮.০০			৮.০০						৮.০০				
	কুমার নদীর ব্যাপারী বাড়ী মসজিদ জসিম উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত	১৪.০০		৭.০০	৭.০০						১৪.০০				
	দরবেশের জুলায় ব্রীজের নিকট ঘাটলা নির্মান।	৬.৫০		৬.৫০							৬.৫০				
	কুমার নদীতে বিভিন্ন জায়গায় ঘাটলা নির্মান।	৬.৫০			৬.৫০						৬.৫০				
	ভূবেনশ্বর নদীতে ঘাটলা নির্মাণ।	৭.০০				৭.০০					৭.০০				
	অনাতের মোড় হতে চর কমলাপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাথ, ষ্ট্রীট লাইট, গার্ডেনিং	২৫০০				১৫০০.০০	১০০০.০০				২৫০০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	১। সড়ক ও জনপথ অফিস হতে চরকমলাপুর কুমার নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৫	৮৮৭.৯১	৩০০	৫৮৭.৯১				৮৮৭.৯১			৮৮৭.৯১				
	২। আলীপুর বাদামতলী ব্রিজ হতে ভায়া বনিক বাড়ী রোড, গোডাউন রোড, মেজর তোফায়েল রোড, কুমার নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৭	১৪৬০.১	৫০০.০০	৯৬০.১০				১৪৬০.১০			১৪৬০.১০				
	৩। টেপাখোলা বানিয়া পাড়া রোডের পাশে ভায়া শরৎ শাহা রোড, শাহজালাল রোড এবং মনুমিয়া রোড পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৬	৪৭৯.৮৯		২০০	২৭৯.৮৯			৪৭৯.৮৯			৪৭৯.৮৯				
	৪। নতুন বাসষ্ট্যান্ড হতে কুমার নদী পর্যন্ত ভায়া হাউজিং ষ্টেট ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ১	৮৬০	৩০০	৫৬০				৮৬০			৮৬০				
	৫। মোল্লা বাড়ী রোড নতুন বাজার আঙ্গীনা খাল হতে কুমার নদী পর্যন্ত ভায়া হারোকান্দি রোড এর ড্রেন নির্মান।	৩৩৮.৮৯		১০০	২৩৮.৮৯			৩৩৮.৮৯			৩৩৮.৮৯				
	৬। মহাখালী মোড় হতে চর কমলাপুর ব্রিজ পর্যন্ত ভায়া পিডাব্লুডি রেষ্ট হাউজ এর ড্রেন নির্মান।	৩৫২.৫৮		১০০	২৫২.৫৮			৩৫২.৫৮			৩৫২.৫৮				

	৭। কমলাপুর মোল্লাবাড়ী রোড (বিদ্যমান ড্রেন) হতে মোতাহর হোসেন রোড পর্যন্ত ড্রেন নির্মান।	১৮২.০৬		৮০	১০২.০৬			১৮২.০৬			১৮২.০৬				
	৮। বাশার মিয়া বাড়ী হতে মুজিব রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান।	১২৬.৯৪		১০০	২৬.৯৪			১২৬.৯৪			১২৬.৯৪				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	৯। আলীপুর খলিল মন্ডল রোডের পাশে ড্রেন নির্মান।	১০৫.১৩		৫০	৫৫.১৩			১০৫.১৩			১০৫.১৩				
	১০। শরমা পাড়া রোডের পাশে ড্রেন নির্মান।	৪৯.২৫			৪৯.২৫			৪৯.২৫			৪৯.২৫				
	১১। গোয়ালচামট ১নং রোডের পাশে ড্রেন নির্মান।	২৭৩		১৭৩	১০০			২৭৩			২৭৩				
	১২। মিয়া পাড়া ক্রোস রোডের পাশে ড্রেন নির্মান।	৪৯.২৩		৩০	১৯.২৩			৪৯.২৩			৪৯.২৩				
	১৩। সড়ক ও জনপথ হতে পুরাতন ভাঙ্গা রোড (বিদ্যমান ড্রেন) পর্যন্ত ড্রেন নির্মান।	৬৩.৮৩		৩০	৩৩.৮৩			৬৩.৮৩			৬৩.৮৩				
	১৪। দক্ষিন ঝিলটুলী ইমামবাগ হতে কুমার নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান।	১১৩.৭		৫০	৬৩.৭০			১১৩.৭			১১৩.৭				
	১৫। অম্বিকাপুর বাজারের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মান।	২০				২০		২০			২০				
	১৬। বেপারী বাড়ী রোডের পাশে অম্বিকাপুর হতে কুমার নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	৩৩				৩৩		৩৩			৩৩				
	১৭। গোয়ালচামট বিহারী কলোনীর পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	৪০				৪০		৪০			৪০				
	১৮। আলীপুর হিরোর বাড়ী হতে আজম খান এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	১০৬.৬১		৭৫	৩১.৬১			১০৬.৬১			১০৬.৬১				

	১৯। আব্দুল্লাহ জহির উদ্দিন রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	৭৯.২১		৫০	২৯.২১			৭৯.২১			৭৯.২১				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	২০। মুজিব সড়ক হতে মহাকাখী পাঠশালা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	৭২.১১		৬০	২২.১১			৭২.১১			৭২.১১				
	২১। দক্ষিন ঝিলটুলী রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	৪০.২১		৪০.২১				৪০.২১			৪০.২১				
	২২। মুজিব সড়ক এর (থানা রোড হতে সুপার মার্কেট পর্যন্ত) পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	১৮০.৯৭		১০০	৮০.৯৭			১৮০.৯৭			১৮০.৯৭				
	২৩। মসজিদ বাড়ী রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	১১৬.১৬		১০০	১৬.১৬			১১৬.১৬			১১৬.১৬				
	২৪। টেলিগ্রাম অফিস হতে অম্বিকা হল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	১২০			১০০	২০		১২০			১২০				
	২৫। মধ্য আলীপুর হতে খালেক লজ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	২৪.০৫		১০	১৪.০৫			২৪.০৫			২৪.০৫				
	২৬। আলীপুর শওকত আলী রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	৫১.৯৭		৩০	২১.৯৭			৫১.৯৭			৫১.৯৭				
	২৭। কমলাপুর মৃধা বাড়ী রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	৫০.০০			৫০.০০			৫০.০০			৫০.০০				
	২৮। পালপাড়া রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং-৮	১৫.০০			১০.০০	৫.০০		১৫.০০			১৫.০০				
	২৯। তকি মোল্লা রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং-৮	৩৫.০০			৩৫.০০										

	৩০। গোয়ালচামট ২নং রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ১	৭৫.০০			৪০.০০	৩৫.০০									

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	৩১। খোদাবক্স রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ১	৬০.০০			৩০	৩০					৬০.০০				
	৩২। মহিম স্কুল রোডের পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ১	৫৯.১৬		৩০.০০	২৯.১৬			৫৯.১৬			৫৯.১৬				
	৩৩। শিংপাড়া রোড হতে চৌধুরী বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ২	১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০			১৫.০০				
	৩৪। মিয়াবাড়ী রোড হতে মোল্লা বাড়ী রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ৩	২০.০০			২০.০০			২০.০০			২০.০০				
	৩৫। শামসুল উলুম মাদ্রাসার পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ৩	৩০.০০			৩০.০০			৩০.০০			৩০.০০				
	৩৬। মেডিকেল ৫০০ বেড হতে কুমার নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ৩	৪০.০০			২০.০০	২০.০০		৪০.০০			৪০.০০				
	৩৭। গুহুলক্ষীপুর ইউনুস এর বাড়ী হতে পুকুর পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ওয়ার্ড নং- ৮	২৭.৬১		২৭.৬১				২৭.৬১			২৭.৬১				
	৩৮। কবি জসিমউদ্দিন এর বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৭	১০০				৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০			১০০.০০				
	৩৯। দঃ কালী বাড়ী এস এ মান্না ক্যাডেট স্কুল হতে টেলিগ্রাম অফিস হইয়ে আলাউদ্দিন	৩০০			১৫০.০০	১৫০.০০		৩০০.০০			৩০০.০০				

	কমিউনিটি সেন্টার সামনে দিয়ে ফরিদপুর খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। ১০০০মিটার														

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	৪০। ডঃ মোতাহার হোসেন রোডের পাশে ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৫	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০		২০০.০০			২০০.০০				
	৪১। গুহুলক্ষীপুর উত্তর পাড়া রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান কাজ। ওয়ার্ড নং- ৮	১২১.০০			৬০.০০	৬১.০০		১২১.০০			১২১.০০				
	৪২। মোয়াজ্জেম হোসেন রোডের পাশে ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৮	৪১.০০			২০.০০	২১.০০		৪১.০০			৪১.০০				
	৪৪। একরাম মিয়ার বাড়ী হতে আখম নুরুল ইসলাম এর বাসা পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং-	১৮.০০				১৮.০০		১৮.০০			১৮.০০				
	৪৫। যশোর রোড হতে কাজী মন্টুর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। (পানি ওয়াবদার পশ্চিম পাশে) ওয়ার্ড নং-	২২.০০				২২.০০		২২.০০			২২.০০				
	৪৬। ভাঙ্গা রাস্তার মোড় হতে হাজী শরীয়তউল্যাহ বাজার পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং-	৪৬.০০				২০.০০	২৬.০০	৪৬.০০			৪৬.০০				
	৪৭। কমলাপুর সহিদ ছালাম সড়কের পাশে ড্রেন নির্মান। ওয়ার্ড নং- ৫	৪১.০০						৪১.০০			৪১.০০				
	৪৮। জেলা স্কুল সামনে হতে রেল ক্রোসিং পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। ৫০০ মিটার।	৫৫.০০				২৫.০০	৩০.০০	৫৫.০০			৫৫.০০				
	৪৯। গোয়ালচামট মোল্লা বাড়ী রোড প্রাইম কোয়ালিটি স্কুল হতে সাইদুল এর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন	২.৮৭				২.৮৭		২.৮৭			২.৮৭				

	নির্মান কাজ।														
	৫০। পশ্চিম খাবাসপুর আদর্শ একাডেমী হতে মিয়া বাড়ী রোড পর্যন্ত ড্রেন নির্মান কাজ।	২০.০০				২০.০০		২০.০০			২০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	৫১। পশ্চিম খাবাসপুর আইয়ুব মৃধার বাড়ীর হতে সরোয়ার নিকট প্রেন নির্মান কাজ।	২.০০						২.০০	২.০০						
	৫২। ১নং কুঠিবাড়ী পিডাব্লুডি ষ্টাফ কোয়াটার এর পূর্ব পাশে ব্রিক ড্রেন নির্মান কাজ।	৫.৬০						৫.৬০	৫.৬০						
	৫৩।২নং সড়কের ড্রেন নির্মান	১০০				১০০									
	৫৪। গোয়ালচামট রতন ব্যানার্জি সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণ।	১১০.০০			১১০.০০						১১০.০০				
	৫৫। বেঁতুয়া বাড়ী সড়কের বাড়ী ড্রেন নির্মান।	৬০.০০				৬০.০০					৬০.০০				
	৫৬। হাজী শরীয়তুলাহ বাজার লোহার ব্রিজ হতে হাজরা তলা রঙ্গলাল সাহার দোকান ভায়া আরিফ মটরস পর্যন্ত ড্রেন নির্মান কাজ।	৮০.০০				৮০.০০					৮০.০০				
	৫৭। গোয়ালচামট সুফি মৃধার বাড়ী হতে মধু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৪০.০০				৪০.০০					৪০.০০				
	৫৮। ভাঙ্গা রাস্তার মোড় হতে জেলা পরিষদ খাসির হাট পর্যন্ত।	৪০.০০				৪০.০০					৪০.০০				
	৫৯। গোয়ালচামট বিহারী কলোনী রমজান শেখের বাড়ী হতে মোলা বাড়ী সড়ক পর্যন্ত ড্রেন নির্মান।	৫০.০০				৫০.০০					৫০.০০				
	৬০। রথখোলা রোডের পার্শে ড্রেন নির্মাণ।	৮০.০০				৮০.০০					৮০.০০				
	৬১। রিয়াজ উদ্দিন সড়ক হতে মোলা বাড়ী সড়ক ড্রেন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৩০.০০				৩০.০০					৩০.০০				

	৬২। থানা রোডে পূর্ব পাশে ড্রেন নির্মাণ।	৩৫.০০				৩৫.০০					৩৫.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
	৬৩। মিত্তির বাগান খাবাসপুর হতে এ্যাডভোকেট আবু আলম সাহেবের মোড় পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	২৫.০০				২৫.০০		২৫.০০			২৫.০০				
	৬৪। বাদাম পট্টির মোড় থেকে পূর্ব খাবাসপুর সার্বজনীন পুজা মন্ডপ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৩৫.০০				৩৫.০০		৩৫.০০			৩৫.০০				
	৬৫। গর্ডন বাড়ী হতে হাবিবুর রহমান সড়ক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৪০.০০				৪০.০০		৪০.০০			৪০.০০				
	৬৬। রেল লাইন হতে লালের মোড় পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৬০.০০				৬০.০০		৬০.০০			৬০.০০				
	৬৭। কমলাপুর সহিদ এর বাড়ী হতে সহিদ সালাম সড়ক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৭০.০০				৭০.০০		৭০.০০			৭০.০০				
	৬৮। খলিফা কামালের বাড়ী হইতে পুলিশ লাইন পর্যন্ত।	৩০.০০				৩০.০০		৩০.০০			৩০.০০				
	৬৯। কলেজ রোডের অসমাপ্ত ড্রেন সমাপ্ত করণ ও বিশ্বাস বাড়ী সৌদি মসজিদ হতে শামু বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান।	৪০.০০				৪০.০০		৪০.০০			৪০.০০				
	৭০। গর্ডন বাড়ী হতে জালাল মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত পালোয়ান বাড়ী সড়ক-এ ড্রেন নির্মাণ	৬০.০০				৬০.০০		৬০.০০			৬০.০০				
	৭১। আলীপুর মোল্লার বট তলা হতে পাকিস্থান পাড়া রোডের পার্শে ড্রেন নির্মাণ।	২৭.০০				৩০.০০		২৭.০০			২৭.০০				
	৭২। মিরাজ খানের বাড়ি হইতে আলাউদ্দীন খানের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান।	২৩.০০				৩০.০০		২৩.০০			২৩.০০				
	৭৩। আলীপুর খাঁ পাড়া মসজিদে	৩০.০০				৩০.০০		৩০.০০			৩০.০০				

	হতে রসিদ মিয়ার বাড়ী ও হামিদুলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।														

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	৭৪। আলীপুর রওশন খান রোডের পাশে ড্রেন নির্মান।	৩৮.০০				৩৮.০০		৩৮.০০			৩৮.০০				
	৭৫। লোকমান মাষ্টারের বাড়ী হতে শিক্ষাবিদ আঃ সালাম সড়কের পাশ দিয়ে মুজিব সড়ক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৫০.০০				৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০				
	৭৬। আবুল বাশার সাহেবের বাড়ী হতে ভাটিলক্ষীপুর নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	১০০.০০				১০০.০০		১০০.০০			১০০.০০				
	৭৭। টেপাখোলা বেলতলা হতে বিহারী পাড়া হয়ে টেপাখোলা মেইন ড্রেন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৩৫.০০				৩৫.০০		৩৫.০০			৩৫.০০				
	৭৮। খোদাবক্স সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	৫০.০০				৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০				
	৭৯। শোভারামপুর সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	৫০.০০				৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০				
	৮০। চন্দ্রকান্ত সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	৪০.০০				৪০.০০		৪০.০০			৪০.০০				
	৮১। আঙ্গীনা বাগান বাড়ী সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	৮০.০০				৮০.০০		৮০.০০			৮০.০০				
	৮২। শামসুল উলুম মাদ্রাসার সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	৩০.০০				৩০.০০		৩০.০০			৩০.০০				
	৮৩। কারিকর পাড়া সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মান।	৫০.০০				৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০				
	৮৪। পুলিশ হাসপাতাল হতে মুজিব সড়ক পর্যন্ত ড্রেন	৫০.০০				৫০.০০		৫০.০০			৫০.০০				

	নির্মাণ।														
	৫৮। ভাটিলক্ষীপুর মীর হাউজ হতে কুমার নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৩৫.০০				৩৫.০০		৩৫.০০			৩৫.০০				
	৮৬। কমলাপুর শহীদ সালাম সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	১০০.০০				১০০.০০		১০০.০০			১০০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
ড্রেন	৮৭। টিবি হাসপাতাল সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মান।	৪৫.০০				৪৫.০০		৪৫.০০			৪৫.০০				
	৮৮। হযরত শাহ-জালাল সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	১০০.০০				১০০.০০		১০০.০০			১০০.০০				
	৮৯। মহিউদ্দিন সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	৬০.০০				৬০.০০		৬০.০০			৬০.০০				
	৯০। টেপাখোলা বিশ্বাস বাড়ী সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	২৫.০০				২৫.০০		২৫.০০			২৫.০০				
	৯১। গোয়ালচামট মোল্লা বাড়ী সড়ক হতে ড্রাইভার মিঠুর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	১৫.০০				১৫.০০		১৫.০০			১৫.০০				
	৯২। কমলাপুর শুকপাক সড়কের পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	৪০.০০				৪০.০০		৪০.০০			৪০.০০				
	৯৩। গোয়ালচামট রথখোলা ড্রেনের আউটফল নির্মান।	৩৫.০০				৩৫.০০		৩৫.০০			৩৫.০০				
	৯৪। অফদা রোডে আউটফল নির্মাণ।	২০.০০				২০.০০		২০.০০			২০.০০				
	৯৫। শোভারামপুর রোডে আউটফল নির্মাণ।	২৫.০০				২৫.০০		২৫.০০			২৫.০০				
	৯৬। শামসুলউলুম মাদ্রাসার কুমার নদীতে আউটফল নির্মাণ।	৩০.০০				৩০.০০		৩০.০০			৩০.০০				

৯৭। মুচি বাড়ী খাল	৭০.০০				৭০.০০		৭০.০০			৭০.০০				
৯৮। খোদাবক্স রোডের মাথায়	৪০.০০				৪০.০০		৪০.০০			৪০.০০				
৯৯। রঘুনন্দনপুরের রাস্তার পাশে	৩০.০০				৩০.০০		৩০.০০			৩০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
৫ পৌর আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা	১। আদমপুর ডাম্পিং ষ্টেশন এর উন্নয়ন (ট্রিটমেন্ট প্লানসহ)	৫০০.০০		২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০		৫০০.০০			৫০০.০০				
	২। সিডিএম উন্নয়ন (বর্জ্য থেকে গ্যাস, কম্পোষ্ট অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বাতাশে কার্বন নির্গমন কমানোর মাধ্যমে পাইলট ভিত্তিতে "সিডিএম" এর উন্নয়ন ঘটানো হবে)।	১০০০.০০		৫০০.০০	৫০০.০০			১০০০.০০			১০০০.০০				
	৩। হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫০০.০০			৫০০.০০						৫০০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	*১। পাবলিক লেট্রিন (সম্ভাব্য স্থান- নতুন বাস ষ্টান্ড, টেপাখোলা গরুর হাট ও ষ্টান্ড, ২৫০ বেড হাসপাতাল, ষ্টেশন বাজার, চৌরঙ্গির মোড়, চকবাজার এবং আলীপুর গোরস্থান অম্বিকাপুর, পৌর ভবন)	১২০.০০	৩৫.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০		১২০.০০			১২০.০০				
	*২।ওয়াশ ষ্টেশন (সম্ভাব্য স্থান- বাজার ও জনবহুল এলাকাগুলিতে সম্ভাব্যতা যাচাই এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে) কাজগুলি বাস্তবায়নের সময় জনগণের চাহিদা এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে স্কীমের স্থান নির্বাচন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের অফিসের সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।	৪০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০		৪০.০০			৪০.০০				

ক) পৌরসভার সেক্টর, খাত ও উপখাত বিনিয়োগ পরিকল্পনা(ইউজিআইআইপি-৩ তহবিল)

পৌরসভার নাম ঃ ফরিদপুর পৌরসভা

সেক্টর ঃ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদান

মোট অর্থের পরিমান প্রকল্প তহবিল থেকে টাকা= ৬৯০ লক্ষ

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১। উৎপাদক নলকূপ(৪টি), সম্ভাব্য স্থান গোয়ালচামট ও টেপাখোলা এলাকা			৮.৫০	২০.১৭	২০.১৭	২০.১৬	৬৯.০০			৬৯.০০				
	২। ট্রিটমেন্ট পান্ট(২টি) ,সম্ভাব্য স্থান গোয়ালচামট ও টেপাখোলা এলাকায়			১৮.৫০	৬০.৫০	৬০.৫০	৬৭.৫০	২০৭.০০			২০৭.০০				
	৩ ।সুউচ্চ জলাধার(২টি), সম্ভাব্য স্থান গোয়ালচামট ও টেপাখোলা এলাকায়				৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০				
	৪ ।পানি সরবরাহ লাইনের সম্প্রসারণ				৬৭.৩০	৬৭.৩০	৬৭.৩০	২০১.৯০			২০১.৯০				
	৫। অগভীর নলকূপ (আর্সেনিকমুক্ত)				৬.৯০	৬.৯০	৬.৯০	২০.৭০			২০.৭০				
	৬। পানির ষ্টান্ড পাইপ(দরিদ্র ও বস্তি এলাকায়)			৫০.০০	১.৫০	২.১০	২.৮০	৬.৯০			৬.৯০				
	৭। পানির মিটার সরবরাহ (বিদ্যমান পানির সংযোগ)				১১.৫০	১১.৫০	১১.৫০	৩৪.৫০			৩৪.৫০				
	৮ ।পৌর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে সর্বমোট বিনিয়োগ পরিকল্পনা (৮=১ থেকে ৭)			২৭.৫০	২১৭.৮৭	২১৮.৪৭	২২৬.১৬	৬৯০.			৬৯০.০০				

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডি এফ প্রকল্প	এডি বি	অ ন্যা ন্য	
৮ পৌর সুবিধাদি	*১ ।পার্কিং এলাকার উন্নয়ন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
	*২ ।কাঁচা বাজার নির্মান(অম্বিকাপুর বাজার, ষ্টেশন বাজার, হাজী শরীয়তুলাহ বাজার, টেপাখোলা বাজার এবং পঃ খাবাশপুর বাজার)	১৫০.০০	৩০.০০	৬০.০০	৩০.০০	৩০.০০		১৫০.০০							
	*৩। পশু জবাইখানা নির্মান (কমপক্ষে ৪টি কসাইখানা নির্মান করা হবে। তবে জায়গাগুলি বাস্তবায়নকালে নির্ধরণ করা হবে।)	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০		১০০.০০							
	*৪। মার্কেট নির্মান (সম্ভাব্য স্থান- নীলটুলী সুপার মার্কেট, হাজী শরীয়তুলাহ বাজার, গোয়ালচামট পুরতন বাস্ ষ্টান্ড মার্কেট, থানা রোড, দুধ বাজার, ষ্টেশন বাজার, কোর্ট কম্পাউন্ড ও তীতুমীর বাজার মার্কেট)	৮০০০.০০	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০		৮০০০							
	৫ ।পৌর ল্যান্ড স্কেপিং	১২০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০		১২০.০০							

৫ ।পৌর ল্যান্ড স্কেপিং (**সম্ভাব্য স্থান** - বাস টারমিনালের সামনে, রাজবাড়ী রাস্ড়ার মোড়ে, ট্রাক ষ্ট্যান্ডের সামনে এবং মাইক্র ষ্ট্যান্ডের সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।পুরাতন বাস ষ্ট্যান্ডে,চৌধুরী বাড়ী, বিসর্জন ঘাট এবং হাজী শরিয়তুলা বাজারের সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ। মেডিকেল হাসপাতালের সামনে, গোয়ালচামট নতুন বাজার (মোলাবাড়ী সড়কের শেষে) ওহাব মিয়ার স্কুলের সামনে, শামসুল উলুম মাদ্রাসার সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।চৌরঙ্গীর মোড়, থানার মোড়, মহাখালি পাঠশালার মোড়, এবং সোনালী ব্যাংকের মোড়ে, সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।বাস টারমিনালের সামনে, রাজবাড়ী রাস্ড়ার মোড়ে, ট্রাক ষ্ট্যান্ডের সামনে এবং মাইক্র ষ্ট্যান্ডের সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।পুরাতন বাস ষ্ট্যান্ডে,চৌধুরী বাড়ী, বিসর্জন ঘাট এবং হাজী শরিয়তুলা বাজারের সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ। মেডিকেল হাসপাতালের সামনে, গোয়ালচামট নতুন বাজার (মোলাবাড়ী সড়কের শেষে) ওহাব মিয়ার স্কুলের সামনে, শামসুল উলুম মাদ্রাসার সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।চৌরঙ্গীর মোড়, থানার মোড়, মহাখালি পাঠশালার মোড়, এবং সোনালী ব্যাংকের মোড়ে, সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।। তেতুল তলার মোড়, অনাথের মোড়, বটতলার মোড় এবং ঈদগাহ এর সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।বৈরাগী স্কুলের মোড়, লালের মোড়, টি,বি হাসপাতালের মোড় এবং শরৎ শাহা এর বাড়ীর মোড়ে, সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।আলীপুর গোরস্থানের সামনে, অম্বিকাপুর বাজার, মধ্য আলীপুর জামে মসজিদ এর মেড়ের, এবং কবি জসিম উদ্দিনের বাড়ীর সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ। উদয়ন কাবের মোড়ে, আলীপুর খা পাড়া মোড়ে, চুনাঘাটা মোড়ে, এবং ধোপা পাড়া সড়কের মাথায় সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ। পৌরসভা অফিস সংলগ্ন, টেপাখোলা লেক পাড়, বেলতলা মোড়ে (টেপাখোলা বাজার) এবং সারেং বাড়ী সড়কের মোড়ের সামনে সোন্দর্য্য বর্ধন কাজ।

খাত	উপখাত ঃ সাব পজেক্ট	উপখাতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের উৎস						মন্তব্য
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২		পৌর রাজস্ব	স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুমোদন)	ইউজিপ-৩ এলজিইডি প্রকল্প	বিএমডিএফ প্রকল্প	এডিবি	অন্যান্য	
৮ পৌর সুবিধাদি	৬ ।গোরস্থান/শ্মশান ঘাটের উন্নয়ন (৪ টি)		২০.০০	২০.০০	১৫.০০	১৫.০০		৭০.০০							
	৭ ।পৌর পার্ক নির্মান ৩টি		৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০		২৪০.০০							
	৮ ।পুকুর ও জলাশয়ের উন্নয়ন(সৌন্দর্য্য বর্ধনসহহালিমা পুকুর, গুড় বাজার পুকুর, হাবেলী পুকুর, হেলীপোর্ট বাজারের পিছনের পুকুর পুবালী পুকুর কাঠপট্টি)		২৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০		১৭৫.০০							
	৯ ।পৌর সুবিধাদি উন্নয়নে সর্বমোট বিনিয়োগ পরিকল্পনা (১ থেকে ৮)														
	ভৌত অবাকাঠামে ও সেবা প্রদান খাতে মোট বিনিয়োগ(ক)														

খ) পৌরসভার সেক্টর, খাত ও উপখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা

পৌরসভার নাম ঃ ফরিদপুর পৌরসভা

সেক্টর ঃ আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন খাত

মোট অর্থেরপরিমাণ ঃ ইউজিআইআইপি-৩ টাঃ ৮৭২.২৮ লক্ষ, পৌরসভার রাজস্ব বাজেট টাঃ ১১২৯.৯৫ লক্ষ

মোট= টাঃ ২০০২.২৩ লক্ষ

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	অর্থ বৎসর				সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ	অর্থায়নের উৎস					
		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়			স্থানীয় সরকার বিভাগ (অনুদান)	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	এলজিইডি (প্রকল্প) ইউজিআইআইপি-৩	বিএমডিএফ প্রকল্প অনুদান/ ঋণ	অন্যান্য উৎস	মন্তব্য
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১							
৭. দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) বাস্তবায়নসহ বস্তিবাসীদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদান	শহরের দরিদ্র পুরুষ জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষন ও অন্যান্য কর্মকান্ড	১৮০.০০	১৯০.০০	২০০.০০	২১০.০০	৭৮০.০০		৭৭৮০.০০				
	০২ নং ওয়ার্ডের রবিদাস পল্লী (রথখোলা) বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১০	২৫	২০	২০	৭৫			৭৫			
	০২ নং ওয়ার্ডের বিহারী কলোনী এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১৫	৩০	৩০	৩০	১০৫			১০৫			
	০১ নং ওয়ার্ডের খোদাবক্স রোড (রঘুনন্দনপুর)বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১০	২৫	২০	২০	৭৫			৭৫			
	০৩ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম খাবাসপুর, মাঝিপাড়া বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১০	২৫	২৫	২৫	৮৫			৮৫			
	০৪ নং ওয়ার্ডর চক বাজার বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১০	২৫	৩০	৩০	৯৫			৯৫০			
	০৫ নং ওয়ার্ডের বায়তুল-আমান বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক	১৫	৩০	৩৫	৪০	১২০			১২০			

	উন্নয়ন কর্মকান্ড											
	০৬নং ওয়ার্ডের কাহারপাড়া এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১০	২০	৩০	৩০	৯০			৯০			
	০৭ নং ওয়ার্ডের আলীপুর বান্ধবপল্লী বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১৫	৩০	৩০	৩০	১০৫			১০৫			
	০৯ নং ওয়ার্ডের ২নং কুঠিবাড়ী কলোনী বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১৫	৩০	৩০	৩০	১০৫			১০৫			
	০৯ নং ওয়ার্ডের টপাখোলা দুধবাজার বস্তি এর অবকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড	১০	২৫	২০	৩০	৮৫			৮৫			
৮. জেন্ডার এ্যাকশনপ্ল্যান (GAP) বাস্তবায়ন	শহরের দরিদ্র নারী জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বধ কপ্রশিক্ষন ও অন্যান্য কর্মকান্ড	৭১.০০	৮৬.০০	৯০.০০	৯৫.০০	৩৪২.০০		৩৪২.০০				
	প্রতিবছর ২টি কারমোট ৮টি র‍্যালী	১.৩০	৩.৯	৩.৯	৩.৯	১৩			১৩			
	প্রতি ওয়ার্ডেও প্রতি কোয়াটারে ২ টি করে ৪ বছরে ৯টি ওয়ার্ডের মোট ২৮৮টি উঠান বৈঠক	১.৭৭	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	১৭.৭০			১৭.৭০			
মোট		**৩৮৫.০৭**	৩৭৪.০৭	৫৫০.২১	৫৬৯.২১	৫৯৯.২১	২০৯২.৭০		১১২২.০০	৯৭০.৭০		

গ) পৌরসভার সেক্টর, খাত ও উপখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা(ইউজিআইআইপি-৩ তহবিল)

পৌরসভার নাম ঃ ফরিদপুর পৌরসভা

সেক্টর ঃ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

মোট অর্থের পরিমান প্রকল্প তহবিল থেকে টাকা= ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা

খাত	উপখাত ঃ সাব প্রজেক্ট	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	অর্থের উৎস্য	
		২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২			
১. নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১। নগর পরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম	১০.০০	৪০.০০	২০.০০	১৫.০০	১৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	
	নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বমোট বিনিয়োগ পরিকল্পনা (গ)	**১০.০০**	**৪০.০০**	**২০.০০**	**১৫.০০**	**১৫.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	

পৌরসভার সেক্টর ভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনার সার সংক্ষেপ (ইউজিআইআইপি-৩ তহবিল)

ক্রমিক নং	খাত	অর্থ বৎসর					সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	অর্থের উৎস্য	
		২য় পর্যায় (৫০%)		৩য় পর্যায় (৫০%)				ইউজিপ-৩ এলজিইডি (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২			
ক	ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান	৭৪৭.৬২	১০০৭.৭৬	১১২৪.১১	৪৬৩.৫৭	১০৬.৯৬	৩২৩৬৯.৭৮	৩২৩৬৯.৭৮	
খ	আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন	৫২.৫০	৫২.৫০	৫২.৫০	৫২.৫০	৫২.৫০	২০০২.২৩	২০০২.২৩	
গ	**নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন**	**৫.২৫**	**৯.৩৮**	**১৫.৩৮**	**৫.৬৩**	**১.৮৮**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	
	সর্ব-মোট বিনিয়েগ পরিকল্পনা (লক্ষ টাকায়)	**৮০৫.৩৭**	**১০৬৯.৬৪**	**১১৯১.৯৮**	**৫২১.৬৯**	**১৬১.৩৩**	**৩৪৪৬৭.০১**	**২৬০৪৭.২১**	
	শতকরা হারে বিনিয়োগের অংশ (%)	২১.৪৮%	২৮.৫২%	৩১.৭৯%	১৩.৯১%	৪.৩০%	১০০.০০%	১০০.০০%	
	২য় ও ৩য় পর্যয়ে মোট বিনিয়োগ (%)	**৫০.০০%**		**৫০.০০%**					

ড

চতুর্দশ অধ্যায়
সম্ভাব্যতা যাচাই
(Feasibility Study)

২য় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের (UGIIP-2) প্রকল্পের মূল উদেশ্য নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে নগর অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের উন্নত সেবা প্রদান করা। 'ওয়ার্ড ভিশন' ও 'পৌরসভা ভিশনের' মাধ্যমে জনগণ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে প্রণীত হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ভিশন এবং ভিশনকে অর্জনের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়। একাদশ অধ্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাত নির্বাচন ও অর্থের বিভাজন করা হয়। স্বল্প মেয়াদে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত স্কীমগুলির সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যক। প্রকল্প মেয়াদে প্রস্তাবিত স্কীমগুলির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলে অর্থ বিনিয়োগের সাথে সেবা উৎপাদনের যে সম্পর্ক রয়েছে তা প্রতিফলিত হবে। এভাবে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি চাহিদা মাফিক জনসেবা সৃষ্টিতে অবদান রাখবে।

১৪.২ সম্ভাব্যতা যাচাই-এ গুরবত্ত্বপূর্ণ দিক সমূহ

সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য বিশেষ বিশেষ দিকগুলি বিবেচনায় নেওয়া হবে। অবকাঠামোগুলি নির্মানের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক লাভ হতে পারে তা বিবেচনায় নেওয়াই সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ন দিক। সম্ভব্যতা যাচাই যে সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয় বিবেচনা করা হতে পারে তা নিম্নে দেওয়া হলো।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ

রোড়ের ধরণ, রাস্তার প্রবেশ ও বহির্গমন, পার্কিং সুবিধা, ট্রাফিক ভলিউম, সার্ভিস এরিয়া, রাস্তার বর্তমান অবস্থা, রাস্তার ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ভবিষ্যতে পার্শ্ববর্তী এলাকার অর্থনৈতিক মূল্য বৃদ্ধি, রাস্তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নের সম্ভব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রভাব পড়তে পারে তার উপর সম্ভব্যতা যাচাই এর ফলাফল নির্ভরশীল।

ড্রেনজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ

ড্রেনের ধরণ, স্থান, গুরুত্ব, ড্রেনের আন্তসংযোগ অবস্থা, ক্যাসমেন্ট এরিয়া, সামগ্রীক নেটওয়ার্কের অবস্থা, ড্রেনে প্রবাহিত পানির পরিমান, মানুষের তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন, ড্রেন নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা, ড্রেনের উন্নয়নে সাথে পরিবেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ের আলোকে প্রস্তাবিক সেক্টরের প্রস্তাবিত কাজের গ্রহনযোগ্যতা নির্ধারিত হবে।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ঃ

বর্তমান কভারেজ, পানির উৎস্য, বিদ্যমান পানির মান, কভারেজ, জনগণের চাহিদা, সরবরাহ বাড়ালে আয় বৃদ্ধির পরিমান, আর্সেনিকের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

স্যানিটেশন ঃ

সিংগেল পিট লেট্রিন, টু-ইন-পিট লেট্রিন এবং গণ-লেটিনের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা, সামগ্রিক প্রয়োজন এবং প্রভাব, স্যানিটশন বিষয়ে জনগণের সচেতনতা, বর্তমান কভারেজ, জায়গা, লেট্রিন ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়ীত্ব বিষয়ে সম্ভ্যাব্যত যাচাই করা হবে।

বর্জ ব্যবস্থাপনা ঃ

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা, কভারেজ, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ, প্রভাব এবং স্থায়ীত্বপূর্ণ উন্নয়নের গুরত্ব বিবেচনায় বর্জ্য ব্যবস্থার বিষয়ে সম্ভব্যতা যাচাই হবে।

একইভাবে অন্য খাতগুলিতে প্রস্তাবিত ভৌত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সম্ভব্যতা যাচাই পূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক উভয়দিক দিয়ে ভাল ফল আশা করা যায়। বিষয়গুলি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পর সম্ভাব্যতা যাচাই এর ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কাজের প্ল্যান ও ডিজাইন প্রণয়ন সহ প্রাক্কলন প্রস্তুতের মাধ্যমে বাস্তবায় করা হবে।

ফরিদপুর পৌরসভা কার্যালয়

জেলাঃ- ফরিদপুর।

www.faridpurmunicipality.gov.bd

স্মারক নং ঃ ফঃপৌঃ/প্লান/২০৮৬(৩); তারিখ ঃ ২৮/৭/২০২২ইং;

প্রাপক ঃ মোহাম্মাদ শামীম আক্তার গং
পিতা/ স্বামী ঃ আবুল হোসেন জোদ্দার
ধোপাবাড়ী সড়ক , গুহলক্ষীপুর , ফরিদপুর।

বিষয় ঃ ইমারত/স্থাপনার ৪৬৭/২০ নম্বর নকশা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উল্লেখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার একটি ০৫(পাঁচ) তলা আবাসিক নির্মানের আবেদনের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত সাইট প্লান, লে-আউট ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হলো। অনুমোদিত প্লান কোন অবস্থাতেই প্রস্তাবিত জায়গার মালিকানা বোঝাবে না।

০১। নির্মাণ কার্য শুরুর ০৭(সাত) দিন আগে এবং নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অত্র কার্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

০২। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.২.৭ ধারা অনুযায়ী প্লান অনুমোদনের ০৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত কার্যকারিতা থাকবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে প্লানটি আংশিক বাস্তবায়িত না হলে পুনরায় নির্মাণের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

০৩। প্লান অনুমোদনের পর ভবিষ্যতে যদি আদালতে বা অত্র কার্যালয়ে আপনার দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি যে কোন তথ্য অসত্য বলে প্রমানিত হয়, তাহলে সংগে সংগে আপনার অনুমোদিত প্লানটি বাতিল বলে গন্য হবে।

০৪। অনুমোদিত প্লানের ডিজাইনগত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

০৫। এই অনুমোদন পত্র প্রাপ্তির পর নির্মাণ কার্য অবশ্যই ১৯৯৬ সনের গৃহ নির্মাণ আইন মোতাবেক অর্থাৎ অনুমোদিত প্লান মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

০৬। অনুমোদিত প্লানটির জায়গা ভবিষ্যতে কোন সমস্যা দেখা দিলে কিংবা প্রস্তাবিত জায়গায় সরাসরি কোন আদেশ জারি হলে নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে নির্মিত ভবন অপসারণ করতে হবে।

০৭। সরকারের কোন শর্ত ও তথ্য গোপন করা হয়েছে এটা প্রমানিত হলে অনুমোদন পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

০৮। Bangladesh National Building Code (BNBC) কোড অনুযায়ী সকল সেবা বাস্তবায়ন করতে হবে।

০৯। ভবনের লে-আউট প্রদানের সময় ভবনের সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থাকবেন এবং প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত নির্মাণের পর সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার ও মালিকের যৌথ স্বাক্ষরে পৌরসভায় প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

১০। প্রতিটি ফ্লোরের ঢালাইয়ের পর মালিক ও সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার এর যৌথ স্বাক্ষরে কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন পৌরসভায় দাখিল করতে হবে।

১১। নির্মাণ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী ভবন অবকাঠামো এবং জনগনের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

১২। ০৫(পাঁচ) বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে নকসা অনুমোদনের পর ফায়ার সার্ভিস, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিদ্যুৎ বিভাগের যথাযথ অনুমোদন ও নিয়মাবলী অনুসরন করতে হবে।

১৩। উপরোক্ত শর্তাবলীর যে কোন শর্ত লঙ্ঘন হলে নির্মাণ অনুমোদন বাতিল বলে গন্য হবে।

অমিতাভ বোস
মেয়র
ফরিদপুর পৌরসভা।
ফরিদপুর পৌরসভা

স্মারক নং ঃ ফঃপৌঃ/প্লান/২০৮৬; তারিখ ঃ ২৮/৭/২০২২ইং;

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ-

০১। নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর পৌরসভা।
০২। কর নির্ধারক, ফরিদপুর পৌরসভা।
০৩। সংশ্লিষ্ট নথি, ফরিদপুর পৌরসভা।

অমিতাভ বোস
মেয়র
ফরিদপুর পৌরসভা।
ফরিদপুর পৌরসভা

নথি নং ৪৬৭/২০
তাং ২৫/১১/২০২১

ফরিদপুর পৌরসভা

জেলা ঃ ফরিদপুর।

(Building Construction Act-1996 এর বিধি ২ এর দফা (চ) দ্রষ্টব্য)

Building Construction Act, 1952 (E.B Act II of 1953) এর *Section 3* এবং *3c* এর অধীন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের ফরমঃ-

১। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ নাম ঃ- মোহাম্মদ সামীম ওয়াজেদ খান

২। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ ঠিকানা ঃ- পিতা- আবুল হোসেন তালুকদার

(ক) বর্তমান/ডাকযোগের ঠিকানা ঃ- বিপ্লব কর্ণার, ফরিদপুর

(খ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ- ইসলামপুর, ফরিদপুর।

৩। যে দাগের জমিতে ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করা হইবে ইহার বিববরণ ঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা/উন্নয়নকৃত এলাকার নাম ঃ-

(খ) দাগ নং ঃ- বা.তা.- ২৬৪৩ ও খতিয়ান নং (জরিপ মোতাবেক) ঃ- বা.তা.- ২০৬৬

(গ) মৌজার নাম/বন্টক নং-/সেক্টর নং ঃ- ২১০ নং ইসলামপুর

(ঘ) ওয়ার্ড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ-

(ঙ) রাস্তার নাম ঃ- বিপ্লব কর্ণার রোড

(চ) সিট নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ-

(ছ) দাগে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের অংশের পরিমাণ ঃ- ৫.২০ শতাংশ

(জ) আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ কি সূত্রে সাইটের জমি অর্জন করিয়াছেন (মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে) ঃ-

৪। সাইটের বিবরণ ঃ-

(ক) সাইটের আয়তন (ক্ষেত্রফল) ঃ-

(খ) সাইটের চৌহদ্দী (বাহির পরিমাণ) ঃ-

উত্তরে ঃ-

দক্ষিণে ঃ-

পূর্বে ঃ-

পশ্চিমে ঃ-

অনুমোদিত

অমিতাভ বোস
মেয়র
ফরিদপুর পৌরসভা।

(গ) ইমারত দ্বারা সাইটের যে পরিমাণ স্থান আচ্ছাদিত হইবে তাহার বিশদ বিবরণ ঃ

১ম তলা ঃ- ১৩৯৬.৯০ বর্গফুট

অন্যান্য তলা ঃ- ১৩৯৬.৯০ বর্গফুট

(ঘ) সাইটের নিকটস্থ রাস্তার বিবরণ ঃ-

(১) নাম ঃ- বিপ্লব কর্ণার রোড

(২) অবস্থান (কোন দিকে) ঃ- পূর্ব দিকে

(৩) দুরত্ব ঃ- নিকটে

(৪) বিস্তার ঃ-

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে সাইটে যাতায়াতের উপায় ঃ- পায়ে হেটে

(চ) সাইটের বিভিন্ন দিকে যে পরিমাণ স্থান উন্মুক্ত রাখা হইবে ঃ-

উত্তর সীমানা হইতে ঃ- ৩'-৪"

দক্ষিণ সীমানা হইতে ঃ- ৩'-৪"

পূর্ব সীমানা হইতে ঃ- ৫'-০"

পশ্চিম সীমানা হইতে ঃ- ৫'-০"

৫। সাইটে পূর্ব নির্মিত কাঁচা/পাকা ইমারতের (যদি থাকে) বিবরণ ঃ- খালি জমি

(ক) পূর্ব নির্মিত ইমারতের সংখ্যা ও তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ ঃ-

(খ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদিত হইলে পুর্ব নির্মিত ইমারতের কোন অংশ ভাঙ্গিতে হইবে কিনা এবং হইলে তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের বিবরণঃ-

(অংপৃষ্ঠ)

৬। এলাকায় বিভিন্ন সেবা-সুযোগের বিবরণ ঃ-

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(খ) পানি সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(গ) গ্যাস সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(ঘ) পয়ঃ নিস্কাশন লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(ঙ) প্রস্তাবিত ইমারতের ক্ষেত্রে সেপ্টিক ট্যাংকের ব্যবস্থা আছে কিনা ঃ- .....

৭। প্রস্তাবিত ইমারতের নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের কাজ শুরু হইবে ঃ- .....

৮। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সাধনের উদ্দেশ্যে ঃ- .....

৯। অথরাইজড অফিসারের অনুমোদন ব্যতিত আবেদনকারী পূর্বে কোন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সাধন করিয়া থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে *Building Construction Act,1952 (E.B Act II of 1953)* এর অধীনে নোটিশ জারী হইয়াছে কিনা ঃ-.....

১০। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সম্পর্কে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে (Building Construction Act, ১৯৫২ (E.B Act II of 1953) এর Section- ১২ এর অধীনে কোন মামলা দায়ের করা হইয়াছে কিনা ঃ-

.....

১১। প্রস্তাবিত পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সাধনের স্থান হইতে নিকটবর্তি ঃ-

(ক) রাস্তার দুরত্ব ঃ- .....

(খ) ইমারতের দুরত্ব ঃ- .....

(গ) পয়ঃ নালার দুরত্ব ঃ- .....

(ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের দুরত্ব ঃ- .....

(ঙ) গ্যাস সরবরাহ লাইনের দুরত্ব ঃ- .....

১২। প্লান প্রণয়নকারী ইঞ্জিনিয়ারের নাম ঃ- .....

ঠিকানা ঃ- ....., শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- ....., পেশাগত পরিচিতি নম্বর ঃ- .....

আমি ..... ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নক্শার ..... ফর্দ এবং ..... টাকা ফি .....ব্যাংক..... শাখার বাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান নং ..... তারিখ ..... এর মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান এর কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করতঃ ঘোষণা করিতেছি যে সংযুক্ত নক্শা ইমারত বিধিমালা ১৯৯৬ মোতাবেক প্রণীত এবং আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত নক্শার সমস্ত বিবরণ সত্য।

তারিখ ঃ

আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর.....

পূর্ণ নাম ঃ- .....

ঠিকানা ঃ- .....

.....

মোবাইল/ফোন নাম্বার (যদি থাকে) ঃ- .....

01715-290838

ফরিদপুর পৌরসভা

জেলা ঃ ফরিদপুর।

(Building Construction Act-1996 এর বিধি ২ এর দফা (চ) দ্রষ্টব্য)

Building Construction Act, 1952 (E.B Act II of 1953) এর *Section 3* এবং *3c* এর অধীন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের ফরমঃ-

১। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ নাম ঃ- .....

২। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ ঠিকানা ঃ- .....

(ক) বর্তমান/ডাকযোগের ঠিকানা ঃ- .....

.....

(খ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ- .....

.....

৩। যে দাগের জমিতে ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করা হইবে ইহার বিববরণ ঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা/উন্নয়নকৃত এলাকার নাম ঃ- .....

(খ) দাগ নং ঃ- ..... ও খতিয়ান নং (জরিপ মোতাবেক) ঃ- .....

(গ) মৌজার নাম/বন্টক নং-/সেক্টর নং ঃ- .....

(ঘ) ওয়ার্ড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ- .....

(ঙ) রাস্তার নাম ঃ- .....

(চ) সিট নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ- .....

(ছ) দাগে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের অংশের পরিমাণ ঃ- .....

(জ) আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ কি সূত্রে সাইটের জমি অর্জন করিয়াছেন (মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে) ঃ-

৪। সাইটের বিবরণ ঃ-

(ক) সাইটের আয়তন (ক্ষেত্রফল) ঃ- .....

(খ) সাইটের চৌহদ্দী (বাহুর পরিমাণ) ঃ-

উত্তরে ঃ- .....

দক্ষিণে ঃ- .....

পূর্বে ঃ- .....

পশ্চিমে ঃ- .....

(গ) ইমারত দ্বারা সাইটের যে পরিমাণ স্থান আচ্ছাদিত হইবে তাহার বিশদ বিবরণ ঃ

১ম তলা ঃ- .....

অন্যান্য তলা ঃ- .....

(ঘ) সাইটের নিকটস্থ রাস্তার বিবরণ ঃ-

(১) নাম ঃ- .....

(২) অবস্থান (কোন দিকে) ঃ- .....

(৩) দুরত্ব ঃ- .....

(৪) বিস্তার ঃ- .....

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে সাইটে যাতায়াতের উপায় ঃ- .....

(চ) সাইটের বিভিন্ন দিকে যে পরিমাণ স্থান উম্মুক্ত রাখা হইবে ঃ-

উত্তর সীমানা হইতে ঃ- .....

দক্ষিণ সীমানা হইতে ঃ- .....

পূর্ব সীমানা হইতে ঃ- .....

পশ্চিম সীমানা হইতে ঃ- .....

৫। সাইটে পূর্ব নির্মিত কাঁচা/পাকা ইমারতের (যদি থাকে) বিবরণ ঃ- .....

(ক) পূর্ব নির্মিত ইমারতের সংখ্যা ও তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ ঃ- .....

(খ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদিত হইলে পুর্ব নির্মিত ইমারতের কোন অংশ ভাঙ্গিতে হইবে কিনা এবং হইলে তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের বিবরণঃ- .....

(অংপৃষ্ঠঃ)

৬। এলাকায় বিভিন্ন সেবা-সুযোগের বিবরণ ঃ-

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(খ) পানি সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(গ) গ্যাস সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(ঘ) পয়ঃ নিস্কাশন লাইন আছে কিনা ঃ- .....

(ঙ) প্রস্তাবিত ইমারতের ক্ষেত্রে সেপ্টিক ট্যাংকের ব্যবস্থা আছে কিনা ঃ- .....

৭। প্রস্তাবিত ইমারতের নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের কাজ শুরু হইবে ঃ- .....

৮। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সাধনের উদ্দেশ্যে ঃ- .....

৯। অথরাইজড অফিসারের অনুমোদন ব্যতিত আবেদনকারী পূর্বে কোন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সাধন করিয়া থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে *Building Construction Act, 1952 (E.B Act II of 1953)* এর অধীনে নোটিশ জারী হইয়াছে কিনা ঃ-.....

১০। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সম্পর্কে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে (Building Construction Act, ১৯৫২ (E.B Act II of 1953) এর Section- ১২ এর অধীনে কোন মামলা দায়ের করা হইয়াছে কিনা ঃ-

.....

১১। প্রস্তাবিত পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধবংস সাধনের স্থান হইতে নিকটবর্তি ঃ-

(ক) রাস্তার দুরত্ব ঃ- .....

(খ) ইমারতের দুরত্ব ঃ- .....

(গ) পয়ঃ নালার দুরত্ব ঃ- .....

(ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের দুরত্ব ঃ- .....

(ঙ) গ্যাস সরবরাহ লাইনের দুরত্ব ঃ- .....

১২। প্লান প্রণয়নকারী ইঞ্জিনিয়ারের নাম ঃ- .....

ঠিকানা ঃ- ....., শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- ....., পেশাগত পরিচিতি নম্বর ঃ- .....

আমি ..... ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নক্শার ..... ফর্দ এবং ..... টাকা ফি ..... ব্যাংক..... শাখার বাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান নং ..... তারিখ ..... এর মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান এর কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করতঃ ঘোষণা করিতেছি যে সংযুক্ত নক্শা ইমারত বিধিমালা ১৯৯৬ মোতাবেক প্রণীত এবং আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত নক্শার সমস্ত বিবরণ সত্য।

তারিখ ঃ

আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর.....

পূর্ণ নাম ঃ- .....

ঠিকানা ঃ- .....

.....

মোবাইল/ফোন নাম্বার (যদি থাকে) ঃ- .....

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে এ পর্যন্ত O&M এর কাজের বাজেট ও অগ্রগতি ঃ-

পৌরসভার নাম ঃ ফরিদপুর

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর/২০২১খ্রিঃ

ক্রঃ নং	খাত	O&M খাতের বাজেট					O&M খাতের মোট ব্যয়					ব্যয়ের হার (%)
		১ম কোয়াটার জুলাই-সেপ্টেম্বর (লক্ষ টাকা)	২য় কোয়াটার অক্টোবর-ডিসেম্বর (লক্ষ টাকা)	৩য় কোয়াটার জানুয়ারী-মার্চ (লক্ষ টাকা)	৪র্থ কোয়াটার এপ্রিল-জুন (লক্ষ টাকা)	মোট (২০২১-২০২২)	১ম কোয়াটার জুলাই-সেপ্টেম্বর	২য় কোয়াটার অক্টোবর-ডিসেম্বর (লক্ষ	৩য় কোয়াটার জানুয়ারী-মার্চ (লক্ষ টাকা)	৪র্থ কোয়াটার এপ্রিল-জুন	মোট (২০২১-২০২২)	
১	রাস্তা মেরামত/সংস্কার	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৩০০.০০	৮০.২০				৮০.২০	২৬.৭৩
২	ব্রীজ/কালভার্ট/সংস্কার	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৬০.০০	৮.০০				৮.০০	১৩.৩৩
৩	ড্রেন মেরামত	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৪০.০০	১২.০০				১২.০০	৩০.০০
৪	ফুটপাত মেরামত ও সংস্কার	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৩০.০০	৭.৭০				৭.৭০	২৫.৬৭
৫	রাস্তা আলোকিত করন	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	২০.০০	৫.৬০				৫.৬০	২৮.০০
৬	বাস টার্মিনাল সংস্কার	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	১৪.০০	২.৫০				২.৫০	১৭.৮৬
৭	টয়লেট নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১২.০০	৪.০০				৪.০০	৩৩.৩৩
৮	ছোট ছোট মেরামতসহ অন্যান্য	১৮.৭৫	১৮.৭৫	১৮.৭৫	১৮.৭৫	৭৫.০০	২২.৫০				২২.৫০	৩০.০০
৯	Mobile Maintenance	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	১০.০০	৩.৭০				৩.৭০	৩৭.০০
	সর্বমোট =	১৪০.২৫	১৪০.২৫	১৪০.২৫	১৪০.২৫	৫৬১.০০	১৪৬.২০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৬.২০	২৬.০৬

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ফরিদপুর পৌরসভা।

সহকারী প্রকৌশলী
ফরিদপুর পৌরসভা।

নির্বাহী প্রকৌশলী
ফরিদপুর পৌরসভা।

মেয়র
ফরিদপুর পৌরসভা।